শ্রীধাম নবদ্বীপের
চিত্র প্রদর্শনী প্রদর্শক

SRIDHAM NABADWIP
THEISTIC EXHIBITION GUIDE

সর্ব্বাচার্য্য শ্রীগৌরহরির সমস্ত জীবনী, শিক্ষা, উপদেশ এবং ভজনের গূঢ় রহস্য, সিদ্ধান্ত, শিক্ষা, অতিগূঢ় উপদেশ, তথ্য, গৌরভজন-প্রণালী ও সর্ব্বপ্রকার সাধকের অত্যাবশ্যকীয় পালনীয়, সুদুর্ল্লভ পরমোপাদেয় তথ্য সমূহ, তদীয় ধাম, স্থান-মাহাত্ম্য ও বিধান সমূহ প্রদর্শিত চিত্র প্রদর্শনীর পরিচয় প্রদর্শক গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণপার্ষদ প্রবর রূপানুগবর জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপারেণুধারী

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ

কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

প্রকাশকাল ঃ— জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।

৯ই পৌষ ১৩৯৮ সাল। ইং ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৯১।

আনুকূল্য— ১২ মাত্র

25

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।
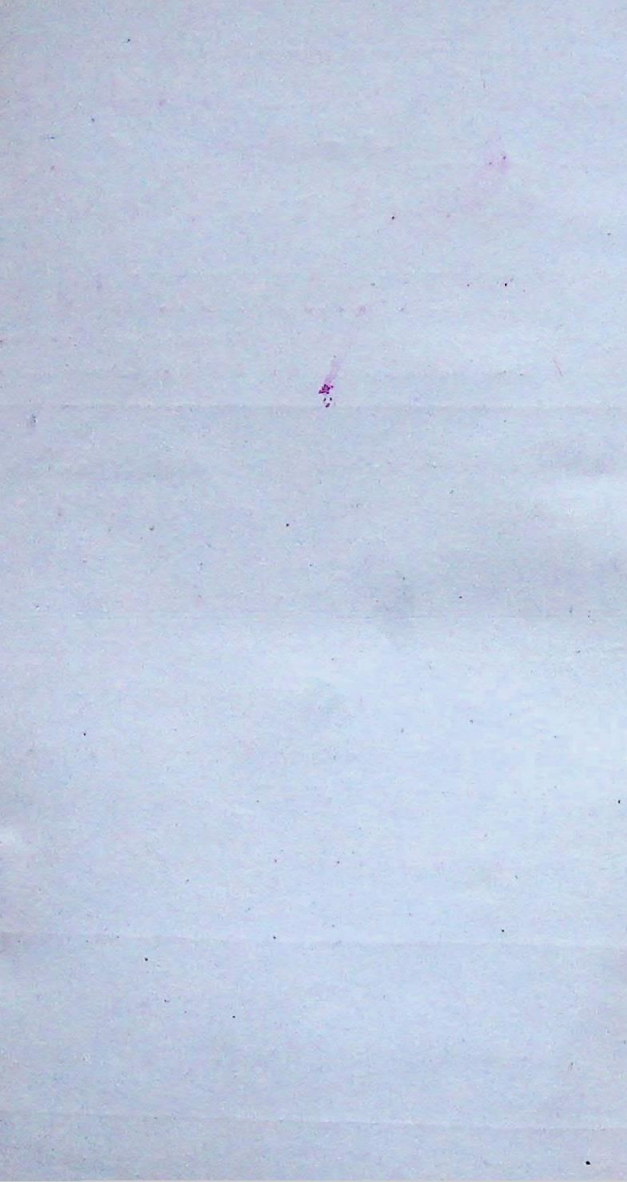
শ্রীরূপানুগ ভজন আশ্রম
চিত্র প্রদর্শণী প্রদর্শক।
নবদ্বীপ বিলাস

SRIDHAM NABADWIP
THEISTIC EXHIBITION
Guide Book

গৌরহরির মহালীলান্বিরতন। নবদ্বীপধাম-তত্ত্ব মাহাত্ম্য বর্ণন ॥
র্বাগ্রে অভীষ্ট দেব-চরণ-শরণ। হৃদয়ে প্রেরণ লাগি লইনু যতন ॥
তিত অধম জড় অন্ধ দুষ্ট মতি। পতিত পাবন মোর একমাত্র
ত ॥ মুকেরে বাচাল করে অন্ধে দৃষ্টিশক্তি। অপরাধ ঘুচাইয়া
শুদ্ধভক্তি ॥ এ মহাভরসা বাণী হৃদয়ে ধরিয়া। অধম হইয়া
বাতুল হইয়া ॥

অবরোহবাদঃ— (DIDUCTIVE METHOD) অবরোহবাদে
সিদ্ধি লাভ হয়। আরোহবাদেতে সর্ব্ব অনর্থ ঘটায় ॥
কৃপা, সুদর্শন, শাস্ত্রের কৃপায়। অনায়াসে সর্ব্বসিদ্ধি সুখে
হয় ॥ পতিত সংসার কূপে গুরুকৃপাবলে। কৃপারজ্জু, দৃঢ়

ধরি উঠে অবহেলে ॥ নৃদেহ সুদৃঢ় তরি গুরু কর্ণধার। সুহৃস্তর ভবসিন্ধু সুখে হবে পার ॥

আরোহবাদ — (Inductive Method) নাস্তিক দর্শন আর নির্ব্বিশেষ জ্ঞান। সকল আলোকে রাত্রে সূর্য্য দরশন ॥ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, যজ্ঞ আচরণে। ভবকূপ উদ্ধারিতে নারিবে কখনে ॥ অন্যদেব, অবৈষ্ণব, নায়ক পূজিয়া। ভবসিন্ধু পার যেন শ্বপুচ্ছ ধরিয়া। বিষম সংসারসিন্ধু উদ্ধার কারণে। স্বকর্ম্মে হইবে ক্ষিপ্ত গুরুকৃপা বিনে ॥

আরোহবাদের আচার্য্য ও অনুগগণ— শঙ্কর, কপিল, গৌতম, চার্ব্বাক, বুদ্ধ। পাতঞ্জল, তার্কিক, জৈন সকল অশুদ্ধ ॥ সত্যনারায়ণ শনি, লক্ষ্মী, সরস্বতী। সংসার তারিতে কারো নাহিক শকতি ॥ জতি-গোস্বামী, সন্ন্যাসী, স্মার্ত্ত সহজিয়া। মায়াবাদী-শিষ্য মরে নরকে ডুবিয়া ॥ অদৈব আশ্রমী, ব্রতী সত্যবাদী দাতা। স্বকর্ম্মে হইবে ক্ষিপ্ত বিনা গুরু ত্রাতা ॥

শুদ্ধ বৈধভক্তি প্রবর্ত্তক সাত্বত সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের আচার্য্যগণ—সম্প্রদায় বিনা ভক্তি প্রকাশ না হয়। কলিতে ভক্তি-দাতা আচার্য্য চতুষ্টয় ॥ বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদের আচার্য্য। রুদ্র-সম্প্রদায়, ইষ্টদেব নৃপঞ্চাস্য ॥ চতুঃসন—মত নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত। শ্রীরাধার স্বকীয়াতে রস সঙ্কোচিত ॥ রামানুজ — আচার্য্য ও বাদ-বিশিষ্টাদ্বৈত। লক্ষ্মী-নারায়ণ আড়াই রসেতে সেবিত ॥ মুখ্য-বায়ুর অবতার শ্রীমধ্বাচার্য্য। বাল-গোপাল-উপাসক দ্বৈতবাদাচার্য্য ॥ উপাস্য শ্রেষ্ঠত্ব, রসোৎকর্ষ মধ্বে হেরি। সে-সম্প্রদায় স্বীকার কৈলা গৌরহরি ॥

প্রেম প্রচারক আচার্য্যগণ ঃ— অংশ কলা হৈতে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন। অধোক্ষজ-তত্ত্ব লাভে প্রকাশিত হন। গৌর-কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে প্রেমদান। একাকার কভু নাহি করে বিজ্ঞ-জন॥ মাধবেন্দ্র ভাবরূপে শক্তি সঞ্চারিয়া। অনর্পিত ব্রজ-প্রেম প্রদান লাগিয়া॥ ঈশ্বরপুরীতে, নিত্যানন্দে, শ্রীঅদ্বৈতে। আপনি চৈতন্য প্রেম অর্পিলা জগতে॥ শ্রীরূপ-সনাতন আর রঘুনাথদ্বয়। শ্রীজীব, গোপাল-ভট্ট শ্রীগোস্বামী ছয়। কৃষ্ণদাস, নরোত্তম দাস, বিশ্বনাথ। বলদেব আদি রূপানুগ জগন্নাথ॥ শ্রীগৌরকিশোর প্রভু শ্রীভক্তিবিনোদ। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ॥ রূপানুগগণ সবে মহাভাগবত। বিশ্বে প্রচার কৈল শ্রীচৈতন্যের মত॥

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব ঃ— সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥ একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায়। আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণ লীলার সহায়॥ সেই কৃষ্ণ — নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র॥ সেই বলরাম — সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥ শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ। পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥ আপনে করেন কৃষ্ণ লীলার সহায়। সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে, ধরি চারিকায়॥ সৃষ্ট্যাদিক সেবা, তাঁর আজ্ঞার পালন। শেষ রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥ সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ। সেই বলরাম— গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ॥ মহাসঙ্কর্ষণ তাঁর দ্বিতীয় স্বরূপ। কারণ, গর্ভ, পয়ো, শেষ কলারূপ॥ পরব্যোমে বিলাস মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ। কৃষ্ণলোকে বলদেব মূল সঙ্কর্ষণ॥ তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি মহাসঙ্কর্ষণ।

শুদ্ধ জীবগণ তথা, নাহি মায়া-স্থান ।। কারণাব্ধিশায়ী যিনি মূল সঙ্কর্ষণ। মহাবিষ্ণুরূপে করে মায়াতে ঈক্ষণ ॥ তাঁর অংশ গর্ভোদক সমষ্টি জগতে। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব আদি গুণাবতারেতে ।। তাঁর অংশে ক্ষিরোদশায়ী প্রকাশ ব্যাষ্টিতে। রহেন বিষ্ণু, পরমাত্মা ঈশ্বর আদিতে ॥ ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশেতে শেষ-শয্যাশায়ী। তিনি এক অংশ বিরাটরূপে শোষশায়ী ॥ এক শ্বেতদ্বীপ কৃষ্ণলোকে হয়। নিত্য কৃষ্ণ পরিশিষ্ট লীলার সেবায় ।। এক শেষ মূর্ত্তি বিষ্ণুর পাদুকা, ছত্র । শয্যা, উপাধান, সিংহাসন, যজ্ঞসূত্র ।। বসন, আবাস আদি দশদেহ ধরি। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে নিজ শিরোপরি ।। আদি চতুর্ব্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ । প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ হন, এই চারিজন ।। দ্বিতীয়ে— রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। পরব্যোমে মহাবৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ ।। বিখ্যাত ব্যূহ চতুষ্টয়ে মহাবস্থ নাম। বাসুদেব আদিব্যূহ চিত্তোপাস্য হন ।। চিত্ত-অধিষ্ঠাতৃদেব বিশুদ্ধ সত্ত্বেতে। চিত্ত সম্মার্জ্জিয়া দেন যোগ্যতা নামেতে।। শ্রীসঙ্কর্ষণ তাঁর স্বাংশ বিলাস যত। দ্বিতীয় ব্যূহেতে সর্ব্বজীব প্রাদুর্ভূত ।। অঙ্গকান্তি সুমধুর শারদ-পূর্ণিমা । ধিক্কারী চন্দ্রের শুভ্র কিরণ মহিমা ।। অহঙ্কার-তত্ত্বে তিনি নিত্য উপাসিত। শ্রীঅনন্তে আধারশক্তি করি বিনিহিত ।। স্মরারতি-রুদ্র, অধর্ম্ম অহি, অন্তক । অসুর-অন্তর্যামীরূপে ক্ষিতি সংহারক ।। তাঁর বিলাস তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন হ'ন। বুদ্ধিতত্ত্বে বুদ্ধিমান, করে উপাসন ।। লক্ষ্মীদেবী ইলাবৃত বর্ষেতে ইহান্। পরিচর্য্যারত সদা করি গুণগান ।। কোথাও সুবর্ণ বর্ণ পরম সুন্দর । কোথাও অঙ্গকান্তি-নব-নীল-জলধর ।। প্রজাপতি, বিষয়াসক্ত, দেব, মানব।

কন্দর্পের অন্তর্য্যামী সৃষ্টির প্রভাব ॥ প্রজাপতিরূপে সৃষ্টি-কার্য্যের বিধাতা। বুদ্ধিতত্ত্বে প্রেরণাতে হ'ন অধিষ্ঠাতা ॥ তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি অনিরুদ্ধ হ'ন। চতুর্ব্ব্যূহে মনস্তত্ত্বে হন উপাসন ॥ নীল-নীরদকান্তি, করে বিশ্বের রক্ষণ। দিয়া ধর্ম্ম, মনু, দেব, নৃপতির-গণ ॥ অন্তর্য্যামী-রূপে করে জগৎ-পালন। মনস্তত্ত্বে অধিষ্ঠাতা মন্ত্রের সাধন ॥ নিমিত্ত-কারণের তিনি মূল-কারণ। সর্ব্বঅংশী নিত্যানন্দ সর্ব্বশক্তিমান্ ॥

শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব ঃ— মহাবিষ্ণু জগৎ কর্ত্তা মায়াতে সৃজন। অদ্বৈত আচার্য্য তাঁর অবতারী হন ॥ হরি হ'তে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া অদ্বৈত। ভক্তিশিক্ষা-দাতা গুণে, তাঁর আচার্য্যত্ব ॥ উপাদান নিমিত্তে মায়া করেন সৃজন। মায়াতে করেন বিষ্ণুশক্তি সঞ্চারণ ॥ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু সে-শক্তি সঞ্চারে। তাঁর শক্তি বিনা মায়া সৃজিতে না পারে ॥ নিমিত্তে নিতাই, উপাদানেতে অদ্বৈত। মহাবিষ্ণুর কার্য্যদ্বয় সৃষ্ট্যাদি মাহাত্ম্য ॥ নিমিত্ত-কারক প্রকৃতিস্থ বিষ্ণুরূপ। প্রধানস্থ রুদ্ররূপে অদ্বৈত স্বরূপ ॥ নন্দীশ্বর মহাবিষ্ণু ব্রজেতে বিখ্যাত। নন্দসূত সেব্য তিনি, এ তাঁর মাহাত্ম্য ॥ বৈকুণ্ঠ-সেবক ঈশ্বরকোটি সদাশিব। ব্রহ্মাণ্ডে, কৈলাসে, কাশীস্থ জীবকোটি শিব ॥ চতুর্ব্বিধ রূপধরি সেবন, পালন। সদাশিব, শ্রীশম্ভু, শঙ্কর, রুদ্রগণ ॥ সদাশিব, সর্ব্বধাম, ক্ষেত্রের পালক। শম্ভুরূপে তিনি সদা ধর্ম্ম সংস্থাপক ॥ শ্রীশঙ্কর চিদচিদ সঙ্করেতে রত। করেন সৃষ্ট্যাদি কার্য্য শক্তির সহিত ॥ লিঙ্গ-যোনি-উপাসনা জগতে প্রচার। জ্যোতির্লিঙ্গাদি—প্রভুতপ্রকাশে শম্ভুর ॥ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার অনুকূলে হন।

আকাশাদি পঞ্চভূত মায়ার সৃজন ।। মায়িক ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়া তাহাতে। মহাবিষ্ণু-কিরণ জীব আধান করিতে ।। সাংখ্যের বর্ণিত তত্ত্ব সংযোগ করিতে। শঙ্করের কার্য্য এই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যেতে ।। একাদশ ব্যূহ, অষ্টমূর্ত্তি, পঞ্চানন। ত্রিশূলে বিদ্বেষীগণে করিতে শাসন ।। বিষ, ব্যাধি, ভয়, শোক, সংহারের কার্য্য। মায়াবাদ, অসিদ্ধান্ত প্রচারকবর্য্য ।। বিমুখ, অপরাধীগণে করিতে শোধন। ব্যতিরেক-কৃপাদ্বারা মঙ্গল কারণ ।। অনিত্য মায়ার বন্ধ করিয়া ছেদন। সংহার-কার্য্যেতে শুদ্ধ করিয়া শাসন ।। রুদ্রদেব শিব-কার্য্য করিতে পালন। কৃষ্ণভক্তি প্রদানিতে করে সংহরণ ।।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঃ— স্বয়ং ভগবান্, আর লীলা পুরুষোত্তম। এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।। পুরীর আবরণ রূপেতে নবদেশে। নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি পরকাশে ।। পুরুষ, লীলা, গুণ, মন্বন্তরাবতার। যুগ, শক্ত্যাবেশ ষড়বিধ অবতার। সর্ব্বকর্ত্তা কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তিতে প্রধান। জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেবে অধিষ্ঠান ।। ক্রিয়াশক্তি-প্রধান বলদেব সঙ্কর্ষণ। চিচ্ছক্তিতে গোলোক, বৈকুণ্ঠের সৃজন ।। সৃষ্টি হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে। সে ঈশ্বর মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে ।। কারণ, গর্ভ, ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার। মৎস্য কূর্ম্মাদি অসংখ্য লীলাবতার ।। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিন গুণ গুণ অবতার। জীব আর স্বাংশকোটী দ্বিবিধ প্রকার ।। পঞ্চ লক্ষ চারিশত মন্বন্তরাবতার। শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, যুগ অবতার ।। সত্যে—শুক্ল, ধ্যান ; রক্ত— যজ্ঞাদি ত্রেতাতে। কৃষ্ণ— দ্বাপরে অর্চ্চন ; পীতে— কীর্ত্তন কলিতে ।। পীতবর্ণ ধরি কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন।

প্রেম ভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥ শক্ত্যাবেশে দুই রূপ 'মুখ্য', 'গৌণ', দেখি। সাক্ষাতে অবতার, আভাসে বিভূতি ॥ 'সনকাদি', 'নারদ', 'পৃথু', পরশুরাম। জীবরূপ 'ব্রহ্মার' আবেশাবতার নাম॥ বৈকুণ্ঠে 'শেষ', ধরা ধরয়ে 'অনন্ত'। মুখ্যাবেশাবতার, বিস্তারে নাহি অন্ত॥ সনকাদ্যে, 'জ্ঞানশক্তি' নারদে—শক্তি ভক্তি। অনন্তে ভূধারণ শক্তি, ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি ॥ শেষে 'স্ব-সেবন'-শক্তি, পৃথুতে 'পালন'। পরশুরামে দুষ্টনাশ, বীর্য্য-সঞ্চারণ ॥ 'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে, গীতা-একাদশে। জগৎ-ব্যাপিল কৃষ্ণশক্ত্যাভাসাবেশে ॥ কিশোরশেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্র-নন্দন। নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কথন॥ দ্বারকায়, পূর্ণ, পূর্ণতর মথুরাতে। সর্ব্বৈশ্বর্য্যে পূর্ণতম প্রকাশ ব্রজেতে॥

শ্রীরাধা ও গদাধর ঃ— সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। অনন্ত শক্তি মধ্যে তিন শক্তি প্রধান॥ হ্লাদিনী শক্তি কৃষ্ণের হয় সর্ব্বোত্তম। পরমানন্দে মগ্ন রাখে তাই রাধা নাম ॥ সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥ হ্লাদিনীর সার অংশ, তার 'প্রেম' নাম। আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের আখ্যান। প্রেমের পরম-সার-'মহাভাব' জানি। সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী। জড়েন্দ্রিয়, দেহ, লিঙ্গ, চিত্ত তাঁর নাই। কৃষ্ণ-প্রেম-বিভাবিত চিত্তেন্দ্রিয় কায়॥ শক্তিমত্তত্ত্ব কৃষ্ণ রাধার শক্তি বিনা। লীলাময় কোন ক্রীড়া করিতে পারে না॥ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব রাখে রাধা ঠাকুরাণী। তাঁহার বিযুক্ত ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ জানি॥ রাধিকা সকল কান্তাগণের অংশিনী। সর্ব্ব কান্তাগণ বৈভব বিভূতি গণি॥ মহিষীগণ বিম্ব প্রতিবিম্ব-বিস্তৃতি। প্রাভব

প্রকাশ স্বরূপেতে সবার স্থিতি ॥ লক্ষ্মীগণ বৈভব বিলাসাংশরূপ। ব্রজদেবীগণ স্বীয় কায়ব্যূহ স্বরূপ ॥ আকার স্বরূপ ভেদে রসের কারণ। লীলার সহায় রসে উল্লাসক হন ॥ নানা ভাবরস ভেদে লীলা রস রাস। তার মধ্যে সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠ ব্রজ রস ॥ হ্লাদিনীর সর্ব্বানন্দ শায়িনী নিত্যবৃত্তি। ভক্তবৃন্দে দিলে হয় ভগবৎ প্রীতি ॥ সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। তাঁকে আকর্ষিতে রাধা ধরে মহাশক্তি ॥ সেই রাধা অবতীর্ণ গৌরাঙ্গ লীলাতে। গদাধর-রূপে গৌর-প্রেম প্রদানিতে ॥ রূপানুগগণ সেবে গৌর গদাধরে। উন্নত উজ্জ্বল প্রেম লাভ করিবারে ॥ সিদ্ধ স্বরূপে আছে যে রস যাহার। শ্রেষ্ঠ রস দিতে পারে প্রভু গদাধর ॥ তাঁর কায়ব্যূহ আর প্রাভব বৈভব। গৌরলীলা পূর্ত্তি হেতু হৈল আবির্ভাব ॥ স্বরূপ দামোদর রামানন্দ রায়। রূপানুগ কায়ব্যূহ শ্রীগোস্বামী ছয় ॥ রূপানুগ গুরুবর্গ শ্রীগৌর লীলায়। অনর্পিত প্রেমরস আস্বাদি বিলায় ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত :—শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর ভক্ত অবতার। যাঁহার অঙ্গনে প্রভুর নিত্য বিহার ॥ শ্রীবাস-কৃপায় যত মহাভাগবত। গৌর-কৃপা-লীলারস লভিয়া কৃতার্থ ॥ অসংখ্য চৈতন্যগণের যথায় মিলন। সংকীর্ত্তন মহারাস যথা সঙ্ঘটন ॥ নিতাই, অদ্বৈত-তত্ত্ব সেবার বিধান। যাঁহার দ্বারায় প্রভু করান শিক্ষণ ॥ শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ পুত্ররূপে যথা। নিত্য থাকি প্রবর্ত্তিলা সংকীর্ত্তন প্রথা ॥ সংকীর্ত্তন মহাশক্তি প্রচার-কেন্দ্রেতে। নারদাবতার সঞ্চরিল বিশ্বহিতে ॥ শ্রীগৌর লীলার মহারস প্রকাশিতে। বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, প্রকাশ কৈলা যাহা হতে ॥

ঠাকুর হরিদাস ঃ— ঠাকুর হরিদাস হ'ন বর্ষাণ-ঈশ্বর। মূল অংশী হন অসংখ্য গণের ব্রহ্মার ॥ যাহার কৃপায় ব্রজে গোপী-জন্ম হয় ॥ অনুরাগময়ী ভজন করিতে পারয় ॥ বৃষভানুনন্দিনীর সেবার মাহাত্ম্য। লভিয়া কৃতার্থ হ'ন যতেক মহান্ত ॥ বৃষভানু মহারাজ করিয়া পূজন। শ্রীমতীর বাৎসল্য রসে করিলা সেবন ॥ স্বয়ং শ্রীমতী রাধা পূজিয়া যাঁহারে। হরিদাস মাহাত্ম্য শিক্ষা দিলেন ভক্তেরে ॥ হিরণ্যগর্ভ বৈরাজাদি যত ব্রহ্মাগণ ॥ হরিদাসের অংশ মধ্যে সবার গণন ॥ শ্রীনাম ভজনে যত রহস্য বিধান। শিক্ষা দিলা নিজে সব করি আচরণ ॥ চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত নাম সঙ্কীর্ত্তন। চতুর্ম্মুখে প্রবেশি হৈয়া মূল মহাজন ॥ অনর্পিত প্রেমদান যতেক প্রকারে ॥ আপনি আচরি শিক্ষা দিলেন সবারে॥ অপরাধ, আভাসাদি করিয়া বর্জ্জন। শুদ্ধ নাম-সেবা লাভ যতন শিখন। ভজন-বিধান সব হই' মূর্ত্তিমান। হরিদাসরূপে এথা আবির্ভূত হন ॥ তাঁ'র অপ্রকট লীলা অদ্ভুত কথন। ভক্ত-বাৎসল্যগুণের পূর্ণ প্রকটন ॥ হরিদাস লঙ্ঘি' কারো কৃষ্ণভক্তি নয়। প্রভু পার্ষদের যা'র শ্রেষ্ঠ পরিচয় ॥

আবির্ভাব সূচনা ঃ— অপ্রাকৃত ধামে পাপ প্রবেশিতে নারে। ধরণী দেবীর সেবা কৌশলের তরে ॥ ধরণীর দুঃখে দুঃখী আচার্য্য অদ্বৈত। সবা দুঃখ নিবারিতে আচার্য্য সমর্থ। কৃষ্ণ সদা ভক্ত-সনে প্রেমে মত্ত রয়। জগৎ পালন কার্য্য বিষ্ণুদ্বারে হয় ॥ সৃষ্টি-স্থিতি-পালনাদি বিষ্ণুগণ-কার্য্য। নিমিত্ত—নিতাই, উপাদান—হয়েন আচার্য্য। কৃষ্ণেরে পূজিয়া শক্তি-আবেশের তেজে। আচার্য্য হুঙ্কার করে, সাধে নিজ কাজে ॥ তাঁ'রা যবে স্বরূপ-শক্তি সহ

বিলাসয়। সেইকালে জগতেতে মহোৎপাৎ হয়॥ সর্ব্ববিষ্ণু-উপাদান অংশী শ্রীঅদ্বৈত। আত্মা-পরমাত্মা তত্ত্বে করিতে জাগ্রত॥ হুঙ্কার করেন শব্দ ব্রহ্ম বিস্তারিয়া। সে শব্দ স্পর্শিল মায়া বল নিবারিয়া॥ প্রভুপদে নিবেদিতে হুঙ্কার করণ। সমীচীন নহে, তাই করেন পূজন॥ সর্ব্ব অংশী সর্ব্বশক্তিমান গৌরহরি। তাই কহে আচার্য্য মোর জাগরণকারী॥ সর্ব্ব-জীবে সর্ব্ব আশা সুমঙ্গল দান। অদ্বৈত আচার্য্য জীব বান্ধব প্রধান॥ আবির্ভাব কাল আর আচার্য্য-পূজন। সপার্ষদে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কারণ॥ কৃষ্ণেচ্ছায় যোগমায়া পার্ষদ-গণেরে। পূর্ব্বেই পাঠান কৃষ্ণসেবা করিবারে॥ প্রেমের বিষয় কৃষ্ণ, আশ্রয় রাধিকা। বিষয়ের সুখ হৈতে আশ্রয়ে অধিকা॥ আশ্রয় জাতীয় মহাসুখ আস্বাদিতে। আবির্ভূত হৈলা কৃষ্ণ শচীর দেহেতে॥ কৃষ্ণের মাধুরী করে জগৎ আকর্ষণ। কেবল রাধিকা তাহা করে আস্বাদন॥ সেই মাধুর্য্যামৃত করিতে আস্বাদন। রাধাভাব কান্তি ধরি শচীর নন্দন॥ বিষয়ের আনন্দেতে আশ্রয়ে আনন্দ। তাহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥ উভয়ের সুখ লাগি উভয় প্লাবিত। সেই প্রেম আস্বাদিতে গৌর আবির্ভূত॥ শ্রীকৃষ্ণেতে যে মাধুর্য্য সংগোপিত ছিল। গৌররূপে আপামরে তাহা বিতরিল॥ মায়াপুরে যোগপীঠে গৌর আবির্ভাব। গর্ভস্তুতি করে যত মহা অনুভাব॥ ত্রয়োদশ মাস শচী গর্ভেতে শ্রীহরি। অন্তর্ব্বাৎসল্য-রস উপভোগ করি॥ গ্রহণের ছলে নাম বাচক রূপেতে। আগে প্রাদুর্ভূত হৈলা ভক্তের জিহ্বাতে॥ মায়াপুরে পূর্ণিমাতে ফাল্গুন মাসেতে।

বাচ্যরূপ আবির্ভূত শচীর কোলেতে ॥ অগণিত ভক্তবাঞ্ছা করিতে পূরণ। অপরূপ রূপ মাধুর্য্য কৈল ধারণ ॥ জগন্নাথ মিশ্র-গৃহে মহা মহোৎসব। প্রকটিল প্রভু তথা অপূর্ব্ব বৈভব ॥ নাম, রূপ, গুণ, লীলাসহ পরিকর। প্রকটিলা প্রভু, পঞ্চেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ॥ সর্ব্ব ভক্তগণেন্দ্রিয়ে অদ্ভুত প্রকাশ। কভু কোথা নাহি যেবা অদ্ভুত বিলাস ॥ ক্ষণে ক্ষণে অপরূপ রূপে প্রকটন। জন্মলীলা হয়, ইহা অদ্ভুত কথন ॥ বসুদেবালয়ে কোন উৎসব নহিল। নন্দালয়ে যাহা তথা প্রকট না ছিল ॥ শচীর অঙ্গনে তাহা পরিপূর্ণরূপে। পরিপূর্ণতম মহোৎসব গৌররূপে ॥ পূর্ব্বে অষ্ট সখীগণ অষ্টকন্যারূপে। শচীমার সর্ব্বানন্দ সম্পূর্ণ স্বরূপে ॥ নিজ শক্ত্যানন্দ সব সঙ্গোপনে রাখি। জন্মিলেন যথাস্থানে গৌর সেবা সুখী ॥

কোষ্ঠীগণনা ঃ— গর্গাচার্য্য শচীপিতা যিনি নীলাম্বর। সর্ব্ব-শুভ লক্ষণ দেখি আনন্দ অন্তর ॥ পরমার্থবিৎ এক জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ। লগ্নে যত দেখে শুভ লক্ষণ ইহান ॥ নবদ্বীপচন্দ্র ইনি নাম শ্রীবিশ্বম্ভর। এ বালক সম আমি নাহি দেখি আর ॥ এইরূপ বহুবিধ বর্ণন বিস্তর। বর্ণনের শক্তি কভু নাহি হয় কার ॥ ভ্রমণ লীলায় আর সর্ব্বজ্ঞের স্থানে। সর্ব্ব অবতরী রূপ দেখায়েন তানে ॥

বাল্যলীলা ঃ—অপরূপ রূপ মাধুর্য্য প্রকট করিয়া। দেখায়েন ভক্তচিত্ত বিনোদ লাগিয়া ॥ হামাগুড়ি হাস্যময় কমল বদন। দিবানিশি ভক্ত ইচ্ছা করেন পূরণ ॥ জগৎ জীবের দুঃখে করেন ক্রন্দন। করাইতে মঙ্গল পথ— হরি সঙ্কীর্ত্তন ॥ দুঃখ নাশি সুখ দিতে একমাত্র পথ। তাহা প্রবর্ত্তাইতে কান্দে ভক্তগণ সাথ ॥

মহাসুখ পায় প্রভু ভক্ত সংকীর্ত্তনে। কৌশলে জানান প্রভু করিয়া ক্রন্দনে॥ অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম মূল প্রস্রবণ। সর্ব্বদা শ্রীঅঙ্গে আছে করিয়া ভূষণ॥ নূপুরের ধ্বনিরূপে প্রকটিত করি। শব্দব্রহ্ম প্রকাশিত করে গৌরহরি॥ সর্পরূপ অনন্তের বাঞ্ছা পুরাইতে। বাল্যাবেশে শুইলেন তাহার ক্রোড়েতে॥ স্বজনের দুঃখ ভয়ে প্রসন্ন হইয়া। নামিলেন প্রভু তবে অনন্তে ত্যজিয়া॥ যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকলি ফেলায়। তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি গড়াগড়ি যায়॥ সকল সুকৃত জীবে করুণা করিয়া। প্রসাদ প্রদান করি আনন্দিত হিয়া॥

তৈর্থিক বিপ্রে কৃপা ঃ— নন্দালয়ে যে তৈর্থিক বিপ্রে কৃপা করি। তা'র অন্ন খাই' কৃপা কৈলা গৌরহরি॥ প্রথমে সাধন চেষ্টা দৈন্য আর্ত্তিমূলে। সেবার গ্রহণ আর দরশন মিলে॥ মূর্চ্ছিত কষায়ে সুখ দান অদর্শনবৎ। দ্বিতীয়বারেতে তা'তে ভক্ত-কৃপা-সাথ। পূর্ণ দরশন নহে নির্ধূত কষায়। শ্রেষ্ঠ হইলেও পূর্ণ কৃপা তাহা নয়॥ বলদেবাভিন্ন বিশ্বরূপের কৃপায়। বিশুদ্ধ সত্ত্বায় স্বরূপ অবগত হয়॥ তিনবারে পূর্ণ কৃপা বিপ্রের মিলিল। বৎসল রসের মন্ত্রের পূর্ণতা হইল॥ অষ্টভুজ, বৃন্দাবন-লীলা দরশন। বৈকুণ্ঠনাথের অংশী গৌর নারায়ণ॥ অধোক্ষজে চতুর্ভুজ, কৃষ্ণে দুই, ছয়। বাৎসল্য রসেতে প্রভু নবনীত খায়॥ এই অষ্ট ভূজ দেখি কৃতার্থ হইল। কৃষ্ণ লীলায় যে কৃপা বিপ্র না পাইল॥ পার্ষদত্ব লভি বিপ্র নবদ্বীপে থাকে। অসমোর্দ্ধ লীলা সারা দিন রাত্রি দেখে॥

মৃত্তিকা ভক্ষণ ঃ— প্রতিকূল বিষয় সহ সেবা অনুকূল।

নির্ব্বিশেষবাদীর একাকার মহাভুল ॥ এ তত্ত্ব প্রকাশে প্রভুর মৃত্তিকা-ভক্ষণ। মায়ে লক্ষ্য করি জীবে এই শিক্ষা দেন ॥

চোর মোহন :— পূর্ব্বের সুকৃতিলব্ধ তপস্যা আচরি। প্রভুকে স্কন্ধেতে নিতে হ'ল অধিকারী ॥ বিষয়-বাসনা চোরদ্বয়ে লোভ ছিল। সেবন-শরণ-বৃত্তি বিনাতে বঞ্চিল ॥

স্বপ্নে কৃপা :— মিশ্র, শচী স্বপ্নে দেখে ব্রহ্মা-শিবগণ। চতুর্দ্দিকে প্রভু বেড়ি করয়ে স্তবন ॥ নিজতত্ত্ব সংগোপনে তাঁদের জানাতে। স্বপ্নে ভাবী-লীলা প্রভু দেখান দোঁহাতে ॥

চৌর লীলা :— ভক্ত দ্রব্যে প্রীত প্রভু চুরি করি লয়। ধরা দিয়া তারে প্রভু করয়ে বিনয় ॥ অন্তরঙ্গ ভক্তদ্রব্য জোর করি লয়। তারে সুখ দিতে প্রভু নিজ তত্ত্ব কয় ॥

বর্জ্জ্য-হাড়ীতে উপবেশন :— সন্ন্যাসের ভয়ে মিশ্র পাঠ বন্ধ কৈল। সেই দুঃখে প্রভু বর্জ্জ্য হাড়িতে বসিল ॥ জড়ীয় বস্তুতে শুচি-অশুচি বিচার। অপ্রাকৃত সদাশুদ্ধ সেবার সম্ভার ॥ মহাঅপরাধময়ী স্মার্ত্তের বিচার। বর্জ্জ্য হাড়ী বসি' শোধে অশুদ্ধ আচার ॥ শুদ্ধ ভক্ত সেবাবস্তু অশুদ্ধ না হয়। পরম বিশুদ্ধ তাহা সর্ব্বশাস্ত্র কয় ॥

লোষ্ট্র নিক্ষেপ :— গৌর-নারায়ণ-লীলায় সম্ভোগ প্রধান। বিপ্রলম্ভ সেবানন্দ তার কোটি গুণ ॥ সেই মহাপ্রেমরত্ন মায়ে আস্বাদিতে। বিরহের লোষ্ট্র প্রভু স্পর্শিলা মায়েতে ॥ তাহার প্রভাবে শচী মূর্চ্ছিতা হইলা। বৈকুণ্ঠনারিকেল জলে সুশান্ত করিলা ॥ নিত্য মায়ে শান্তি দিতে দুই অবতার। হইবেন জীব লাগি কৃপা পারাবার ॥ ধরণী হবেন মতো অর্চ্চা অবতারে।

জীহ্বা রূপা হইবেন সঙ্কীর্ত্তন দ্বারে ॥ এই দুই ফল জলে মাতারে তুষিতে। প্রতিজ্ঞা করিলা প্রভু মায়ে শান্তি দিতে ॥ সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ মিশ্র বিশুদ্ধ চিন্ময়। গৌর প্রকোষ্ঠে শুদ্ধ আনন্দঘন হয়। এই নারিকেল ফল ব্রহ্মাণ্ডেতে নাই। বৈকুণ্ঠ প্রকোষ্ঠ হতে আনিলা নিমাই ॥

উপবাসে ক্রন্দন ঃ— জগদীশ, হিরণ্য দুই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। গোদ্রুম নিবাসী মিশ্রের প্রিয় বন্ধু হন ॥ একাদশী দিনে বহু নৈবেদ্য করিয়া। শ্রীবিগ্রহে ভোগ দেন আনন্দিত হিয়া ॥ সর্ব্ব অন্তর্য্যামী প্রভু শচীর নন্দন। সে নৈবেদ্য খাইবারে প্রভুর ক্রন্দন ॥ স্বয়ং ভগবান্ বিধি নিষেধের পার। জানাতে খাবেন প্রভু ভক্ত উপহার ॥

শ্রীবিশ্বরূপ ঃ— কৌশল্যা ও দশরথ শচী জগন্নাথে। প্রবেশ করিয়া হৈল শ্রীবিশ্বরূপেতে ॥ রামচন্দ্র স্বরূপের অবতার বিশ্বরূপ। সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দের তেজ-স্বরূপ ॥ অদ্বৈত আচার্য্য বিশ্বের মূল উপাদান। বিশ্বরূপ বিশ্বের মূল নিমিত্ত কারণ ॥ আচার্য্যের সঙ্গে সদা করি অবস্থান। জীব মঙ্গলের কার্য্য করেন বিধান ॥ নিজ কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিলা। নিত্যানন্দ স্বরূপেতে মিলিত হইলা ॥ সমান ভাবেতে বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভরে। শচী জগন্নাথ দোঁহে সম প্রীতি করে ॥ ঐকান্তিক বাধা, তাহা দ্বিতীয় অপরাধ। তাহা নিবারিতে যাহা প্রেমধর্ম্ম বাধ ॥ সুষ্ঠুভাবে পূর্ণ প্রেম পিতা মায়ে দিতে। বিশ্বরূপে পাঠালেন সন্ন্যাস করিতে ॥ তাহাতে মুর্চ্ছিত ভক্ত আর্ত্তিতে ক্রন্দন। সান্ত্বনা করিলা দিয়া সিদ্ধান্ত বচন ॥ নিজে লইলেন সর্ব্ব ভার

ভক্তগণে। ঐকান্তিক ভাবেতে সবে সেবেন চৈতন্যে ॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রতি অতি প্রীতিবশে। শঙ্করে-কৃপা সম্প্রদায় শোধনে প্রবেশে ॥ শ্রীশঙ্করারণ্য নামে পাণ্ডর পুরেতে। বিঠোবা-দেবেতে যতি হৈলা প্রবেশিতে ॥

বাল চাপল্য :— নিজে ধ্যেয় জানাইতে ধ্যান ভঙ্গ করে। নিজে অংশী জানাইতে লিঙ্গ চুরি করে ॥ সর্ব্বেশ্বর জানাতে হরে পূজার সম্ভার। ভক্ত দ্রব্য খাইবারে লয় উপহার ॥ সন্ধ্যা-কালে পয়ে টানে আকর্ষিতে তায়। সব বস্তু তার বলি' সাজি ধৃতি লয় ॥ সাক্ষাতে প্রকট, আর পাঞ্জি পুথি কেনে। কৃষ্ণ বলি কান্দাইতে জল দেয় কানে ॥ বার বার স্নান লাগি বালু অঙ্গে দেয়। স্ত্রী-পুরুষ জানাইতে বস্ত্র বিনিময় ॥ স্বপার্ষদ ভক্তগণের আনন্দ অপার। আনন্দে মিশ্রের কাছে জানায় অন্তর ॥ কাত্যায়নী-ব্রতপরা ব্রজদেবীগণ। গৌরলীলা-রসোৎকর্ষ লাভের কারণ ॥ অন্তরের কথা ইঙ্গিতে শচীকে জানায়। আপন আর্ত্তির কথা সঙ্কেতে কহয় ॥ সবা শান্তি দিতে, মাতা আশীর্ব্বাদ করে। প্রভু নিজ পার্ষদ সহ নানা ক্রীড়া করে ॥ শ্রীগৌর-লীলার ভাব মাধুর্য্য প্রবল। অন্তরঙ্গ ভক্ত বিনা গুপ্ত এ সকল ॥ লীলাকল্লোলবারিধির চাতুর্য্যের সীমা। সর্ব্বক্ষণ গৌরধামে প্রকট মহিমা ॥

উপনয়ন :— বামন রূপ দর্শনার্থী-ভক্তগণ লাগি'। সেরূপ সহিত গৌর-মাধুর্য্য সহযোগী ॥ বামন রূপেতে বলি শরণা-গতিতে। ত্রিপাদ বিভূতি পায় বৈকুণ্ঠ ভূমিতে ॥ শ্রীগৌরলীলায় ভিক্ষা দিল যে যে জন। আত্ম নিবেদিয়া পাইল প্রেম রতন ॥

বিদ্যা বিলাস :— অপরা বিদ্যার দম্ভ করিয়া বিনাশ। পরাবিদ্যা-সুমাহাত্ম্য করিলা প্রকাশ ॥ সরস্বতীপতি করেন বিদ্যার বিলাস। পণ্ডিতগণের দম্ভ করিয়া বিনাশ ॥ অধ্যয়ন অধ্যাপন করেন নিমাই। নিজ ভক্তগণ সঙ্গে এই নদীয়ায় ॥ অধ্যায়ন বিনা জিনে পণ্ডিতের গণ। গঙ্গাদাস স্থানে কৈল বিদ্যার আদান ॥ নিজ ভক্তগণ সহ বিদ্যার প্লাবনে। জগৎ ভাসান প্রভু অপূর্ব্ব বিধানে ॥

শৈবে কৃপা :— শিবেতে পৃথক ঈশ্বর বুদ্ধি না থাকায়। শুদ্ধ শৈব জানি তার স্কন্ধে আরোহয় ॥ শিবে শুদ্ধ ভক্ত জ্ঞানে, শিব-পূজা করে। তারে প্রভু, ভক্ত-ভক্ত জানি অঙ্গীকারে ॥ অন্যথায় দ্বিতীয় নামের অপরাধ। সর্ব্বনাশ হয় তার কৃষ্ণভক্তি বাধ ॥

কুক্কুর শাবক উদ্ধার :— কুক্কুর শাবক এক মহৎ কৃপায়। প্রভুর নিকট আসি লইল আশ্রয় ॥ ভক্ত কৃপা লক্ষ্য করি সর্ব্ব-জীব নাথ। বৈকুণ্ঠেতে পাঠাইলা সকলের সাক্ষাৎ ॥

মিশ্রের অন্তর্ধান :— নিমায়ের ভাবী লীলা সবা দৃশ্য নয়। তাই মিশ্র নিজ অংশে স্বধামে পাঠায় ॥ গৌর-নারায়ণ-লীলা অতি গূঢ় তত্ত্ব। ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যভাবে না হয় বিদিত ॥ নন্দ, বসুদেব, পৃশ্নি, কশ্যপ, দশরথ। স্বধামে প্রেরিলা করি পূর্ণ মনোরথ ॥ ভাবী বিপ্রলম্ভ প্রেমরত্ন আস্বাদিতে। অন্তর্ধান বৈল পশি শচীর দেহেতে ॥ সর্ব্বভাব একত্রিত একনিষ্ঠ হৈলা। প্রেমের বিচিত্র ভাব সব আস্বাদিলা ॥ সম্পদ, চিন্তন, ধ্যান, জ্ঞান, ধন যত। সর্ব্বস্ব হইলা এবে নিমাই সতত ॥ অনর্পিত প্রেম-নিধি মহারত্ন যত। শচীমাকে আস্বাদিয়া করিলা কৃতার্থ ॥

অভিনব ভাবে এবে নিরঙ্কুশ হৈয়া ॥ শচীমার সেবা লয় মুক্ত-প্রগ্রহ লভিয়া ॥ দৌরাত্ম্য-প্রতিম সেবা অসম্ভব যত। পুষ্ট করে প্রেম রত্ন দারিদ্র্য সহিত ॥ দারিদ্র্য না বাধা দেয়, দেয় প্রেমধনে। সর্ব্বাচিন্ত্য মহাশক্তি প্রকাশ বিধানে ॥ অসম্ভব দ্রব্য চাহে তাহা না পাইলে। ঘরের সকল দ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে ॥ যশোদার অপচয়ে, কৃষ্ণকে বাঁধিল। শচী, অপচয়ে পরম আনন্দ লভিল ॥ সেবার দুঃখেতে মহাসুখ আস্বাদন। শচীমাতা পাইলেন অমূল্য রতন ॥ ক্রোধরূপী কৃপা প্রভুর এতেক মাহাত্ম্য। ভক্তি মহাসমুদ্রের মহারত্ন তত্ত্ব ॥ নানাভাবে শচীমাকে কৃতার্থ করিতে। অভিনব ভাবে মগ্ন করে নানা রীতে ॥

গঙ্গা পূজা ঃ— গঙ্গা পূজা ছল করি যে দ্রব্য চাহিল। তখনি না দিতে প্রভুর ক্রোধ উপজিল ॥ ভাঙ্গিলা সকল দ্রব্য, ঘর, গাছ, আদি। ইহার নিগূঢ় ভাব কৃপা সবা প্রতি। ব্রহ্মা, শিব, যত দেবগণে কৃপা করি। শচী দত্ত প্রসাদ সবে দেন গৌরহরি ॥ দুঃখকে পরম সুখে আস্বাদ করিতে। চৈতন্যের ভক্ত বিনা কে পারে কহিতে ॥ এ তত্ত্ব জানিয়া শচী আনন্দে বিভোর। শচীমা পরম সম্পদ আস্বাদনে ভোর । অবিদ্যানাশিণী শক্তি প্রকট করিয়া। দারিদ্র্যে সুখের সীমা আস্বাদ লাগিয়া ॥

সেবা গ্রহণ ও কৃপা ঃ— শঙ্খবণিক, তাম্বূলী, মালাকার, তন্তুবায়। ইহাদের ভক্তি বিভাবিত দ্রব্য লয় ॥ সবা প্রতি কৃপা দিতে তাঁর অবতার। দ্রব্য লই প্রেম ধন দিলেন সবার ॥ দধি, দুগ্ধ, বস্ত্র, মাল্য, অলঙ্কার আদি। অপ্রাকৃত হয় ভক্তি, তাদাত্ম্য হয় যদি ॥ পূর্ব্ব হতে যোগমায়া ভক্তদ্রব্য যত। প্রভু সেবা

উপযোগী করেন সতত ॥

পরাবিদ্যা অধ্যাপক লীলা ঃ— শুদ্ধা-বিদ্ধা-সরস্বতী আশ্রিত জীবকুলে। মহাবিদ্যা বিলাস কেন্দ্রে আনিয়া সকলে ॥ যোগ-মায়া দেবী প্রভু সেবার কারণ। একত্রিত করিয়া রাখিয়াছে সর্ব্বক্ষণ ॥ পাণ্ডিত্যের দম্ভ চূর্ণ করিয়া সবার। সশিষ্য অধ্যাপকগণে করিলা উদ্ধার ॥ সুকৃতি সম্পন্ন ছাত্রগণে আকর্ষিয়া। গঙ্গাতীরে কৃপা কৈল ঐশ্বর্য্য প্রকটিয়া ॥ অপ্রাকৃত অসমোর্দ্ধ রূপামৃত পানে। কৃতার্থ করিলা সবে অপূর্ব্ব বিধানে ॥ কোন অবতারে কোথা এ কৃপা নহিল। বিদ্যা বিলাসেতে প্রভু এথা যা করিল ॥

দিগ্বিজয়ী পরাজয় লীলা ঃ— ভক্তিরূপী ভূ-শক্তি বধূ-ঠাকুরাণী। সরস্বতী অন্তরঙ্গ দাস্য স্বরূপিণী ॥ শুদ্ধা সরস্বতী দেবী সাধক-ভক্তেতে। সেবোন্মুখ না দেখিলে করে বিমোহিতে ॥ অতি তুচ্ছ দিগ্বিজয়ী বরের প্রদান। অনায়াস-লভ্য তা' বঞ্চিত জীবে দেন ॥ কাশ্মিরী কেশব ভট্ট পূজি সরস্বতী। দিগ্বিজয়ী বর লাভে দম্ভে মত্ত অতি ॥ নবদ্বীপ-ধামে আসি জয়পত্র চায়। নতুবা বিচারে সভা জিনিবারে কয় ॥ প্রভু তারে গঙ্গা-তীরে করুণা করিতে। গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্লোক কহিলা পড়িতে ॥ অপ্রাকৃত তত্ত্ব যদি প্রাকৃতেতে কয়। তাহার বর্ণনেতে মহা নিন্দা হয় ॥ তাহার বর্ণনে বহু দোষ দেখাইয়া। দম্ভ চূর্ণ করিলেন করুণা করিয়া ॥ পুনঃ দেবী পূজা করি, তাঁহার কৃপায়। নিমায়ের তত্ত্ব দেবী তাহারে জানায় ॥ পুনঃ বিপ্র প্রভু পদে করিয়া প্রণতি। শরণ লইলা ছাড়ি সর্ব্ব গর্ব্ব মতি ॥ প্রভু তারে কৃপা করি কৈল

আলিঙ্গন। বিপ্রের হইল সর্ব্ব বন্ধ-বিমোচন ॥ প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি, বিজ্ঞান। সেই ক্ষণে বিপ্র দেহে হৈল অধিষ্ঠান ॥ প্রভুর কৃপায় বিপ্র কৃতার্থ হইল। 'ক্রমদীপিকা' ভজন গ্রন্থ বিরচিল ॥

বিবাহ লীলাঃ— বর কন্যা সম্মিলনে সংসার বন্ধনে। বহু দুঃখ পায় জীব মায়ার বিধানে ॥ নিমায়ের বিবাহ যিনি করেন শ্রবণ। মায়িক বন্ধন হ'তে পায় বিমোচন ॥ মহালক্ষ্মী, সীতা দেবী আর শ্রীরুক্মিণী। সবে মিলে হন লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী ॥ সবার অংশীনী দেবী গৌরাঙ্গ গৃহিণী। সর্ব্ব অংশী চৈতন্যের লীলার সঙ্গিনী ॥ নারায়ণ লীলাতে যাহার নাহি পরকাশ। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াতে সর্ব্ব রসের বিলাস ॥ অসংখ্য সেবিকা যাঁর, নিজ হস্তে তিনি। সেবেন চৈতন্যদেবে মহানন্দ গণি ॥ দারিদ্র্যেতে সর্ব্বানন্দ বিচিত্র বিধান। সেবানন্দের পরাকাষ্ঠা অপূর্ব্ব রতন ॥ অত্যদ্ভুতচমৎকারী সেই সেবানন্দ। কোন অবতারে তার নাহি কোন গন্ধ ॥ সর্ব্বপূর্ণ সেবানন্দ কোটি কোটি গুণ। লক্ষ্মীপ্রিয়া-সেবানন্দের নহে এক কণ ॥ সর্ব্বৈশ্বর্য্য সেবানন্দে বিপ্রলম্ভ মিলন। এ মহা সম্পদানন্দ লোভের কারণ ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া সেবাযোগ্যা হইলেন জানি। লক্ষ্মী-প্রিয়া অন্তর্হিতা হইলা আপনি ॥ গৌরাঙ্গের বিপ্রলম্ভ না পারি সহিতে। চলিলেন মহাদেবী বৈকুণ্ঠ লীলাতে ॥ নিত্য নব-নবায়মান প্রেমের লহরী। বিপ্রলম্ভ রসরত্ন তাহাতে সঞ্চারী ॥ প্রেমরস পরাকাষ্ঠা তাঁর অন্তর্ধান। নিত্য নব শ্রেষ্ঠতম রসের বিধান ॥ গৌর শক্তি বৈশিষ্ট্য যে মহা প্রেমাধার। তার পরা-কাষ্ঠা দেবী লভে নিরন্তর ॥ লোকে বলে সর্প ঘাতে তাঁর মৃত্যু হল।

পাপীষ্ঠ অধম জন অপরাধে মৈল ॥

বিশ্বম্ভরের গার্হস্থ্য লীলা ঃ— ঐশ্বর্য্য-শিথিল লীলা করি সঙ্গোপন। দারিদ্র্য গার্হস্থ্যলীলা কৈল প্রকটন ॥ ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি যত। অতিথির বেশে সবে আসেন সতত ॥ পরম উদার প্রভু গার্হস্থ্য লীলায়। পোষণ করেন সবে অতি অমায়ায় ॥ বিত্তশাঠ্যাদি দোষ নিরাশ করিতে। দারিদ্র্য গার্হস্থ্য লীলা করেন স্বরীতে ॥ 'দারিদ্র্য সেবার বাধা' ইহা নিষেধিতে। অতীব দারিদ্র্য লীলা কৈল জীবহিতে ॥ যাহার যে সেবার দ্রব্য যোগায়েন হরি। এ সুদৃঢ় বিশ্বাসী জনে পালেন শ্রীহরি ॥ গৃহস্থ আশ্রম, জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়। সন্ন্যাস গ্রহণও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য না হয় ॥ অপ্রাকৃত প্রসাদ দানে কৃতার্থ করিলা। কৃষ্ণ পাদপদ্মের প্রেমধন বিতরিলা ॥ কোন অবতারে কভু না হইল যাহা। গৌর অবতারে প্রভু করিলেন তাহা ॥ কৃষ্ণের গৃহস্থলীলা ঐশ্বর্য্য মহান। অনায়াসে দান কার্য্য করেন সাধন ॥ সকল জীবের তথা না ছিল অধিকার। প্রভুর গার্হস্থ্য লীলা অবারিত দ্বার ॥ গৌরাঙ্গের দারিদ্র্য-রত্ন আনন্দে ভূষিত। মহাপ্রেম মাধুর্য্যরাশি দ্বারাতে ভূষিত ॥ শাস্তি লাগি যে দারিদ্র্য মায়ার শাসন। অপ্রাকৃত দারিদ্র্য করে প্রেমের পোষণ ॥ দরিদ্র-নারায়ণ সহ কভু না ভাবিবে। অপরাধ ফলে সবা সর্ব্বনাশ হবে ॥ মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ। মহা অপরাধী তাহা কহয়ে অভেদ ॥

পূর্ব্ববঙ্গে ঃ— প্রকাশের পূর্ব্বে পদ্মার প্রবল স্রোতেতে। অবিদ্যার কলুষ বৃত্তি শোধন করিতে ॥ পদ্মা প্রতি কৃপা, পরা বিদ্যা প্রচারিতে। অধ্যাপন লীলা প্রভুর পদ্মার তীরেতে ॥

জড় বিদ্যা দম্ভে মত্ত যতেক সুকৃতি। একত্রিত করি' রাখিলেন সরস্বতী ॥ তা সবারে কৃপা লাগি সরস্বতী-পতি। প্রকাশেন অদ্ভুত শক্তি তীরে পদ্মাবতী ॥ অল্পায়াসে পরাবিদ্যা-সুপাণ্ডিত্য দান। অপূর্ব্ব সুরীতে প্রভু করিলা প্রদান ॥ দুই মাসে সর্ব্ববিদ্যা লভি শিষ্যগণ। কৃতার্থ হইল সবে মহাভাগ্যবান ॥ আর এক মহাকৃপা তপন মিশ্রেরে। যে লাগি আসিলা প্রভু পদ্মাবতী তীরে ॥ 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নাম শ্রীসংকীর্ত্তন।' যে জানে তাহার ভাগ্য অপূর্ব্ব কথন ॥ শ্রীচৈতন্য রসমূর্ত্তি চিন্তামণি নাম। নিত্যশুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, অভিন্ন নামী-নাম ॥ চেতন আধারে তাঁর সম্পূর্ণ প্রকাশ। জড় আবরণে জীব লভে সর্ব্বনাশ ॥ সর্ব্বশক্তি সমন্বিত সমর্থ বদান্য। কৃষ্ণনাম পারে জীবগণে করিতে মহাধন্য ॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-জ্ঞান করিতে প্রদান। একমাত্র বন্ধু নামী, নাম মহাশক্তিমান ॥ সব তত্ত্ব শিখান বিপ্রে নামের মাহাত্ম্য। নাম কৃপা বিনে জীবের সকলি অনর্থ ॥ স্থূল-সূক্ষ্ম সাধনে নামের কৃপা নাহি হয়। একমাত্র চেতনের সাধনে সিদ্ধি পায় ॥ এ সকল তত্ত্ব প্রভু বিপ্রেরে শিখায়। কাশীতে বিস্তারিল 'সনাতন শিক্ষায় ॥' প্রকাশিলা মহাশক্তি নাম প্রেম দানে। মায়াবাদী কাশীক্ষেত্রে করিলা প্রেরণে ॥ সর্ব্বতত্ত্ব, সনাতন-রূপানুগ ভক্তি। তার লাগি কাশী উদ্ধারিতে মহাশক্তি ॥ ভাবী নাম সঙ্কীর্ত্তন, প্রেমদান লীলা। তাহার সূচনা লাগি পদ্মাতীরে গেলা ॥ বহু দ্রব্য শিষ্য সহ গৃহেতে আসিলা। লক্ষ্মী-অন্তর্ধানে শচী-শোক নিবারিলা ॥ বদ্ধে শোক, ভক্তে বিপ্রলম্ভ চমৎকৃতী। তাহার মাহাত্ম্যে লক্ষ্মী মহাভাগ্যবতী ॥ সে তত্ত্ব মাহাত্ম্য শচী মায়েরে জানাই।

মহানন্দ রসে শান্ত করিল নিমাই ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া পরিণয় ঃ— গৌর নারায়ণের ভূ-শক্তি স্বরূপিণী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রেম-ভক্তি রূপিণী । মায়িক জড়ীয় স্ত্রী-পুং-বিচার নাশিয়া। অপ্রাকৃত বৈধ-পত্নীভাব প্রকাশিয়া॥ শ্রীনাম হট্টের সংমার্জ্জনী সেবাদান। করিতে পারেন তিনি ইহার বিধান॥ শ্রীকৃষ্ণের পুরলীলায় বহুবল্লভত্ব। সত্যভামার গর্ভে বহু সন্তান সঞ্জাত॥ বাম্য-স্বভাবা সত্যভামা হৈতে বৈশিষ্ট্য। মর্য্যাদা মার্গেতে গৌর শক্তির প্রাকট্য॥ রাধা-স্বাংশ অবতার প্রেমভক্তিরূপিণী। বিপ্রলম্ভ লীলারস পুষ্টি বিধায়িনী॥ পরাবিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী শুদ্ধা সরস্বতী। গৌর-নৃসিংহ বদন বিলাসিনী সতী॥ প্রভুর গার্হস্থ্য লীলা নারায়ণ স্বরূপ। অংশী হই অংশ লীলা গূঢ় তত্ত্বরূপ॥ গৌরের ঔদার্য্য লীলা সংযোগ করিয়া। মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্যে মহা চমৎকৃতি দিয়া॥ এ লীলা মাধুর্য্য রত্ন অপূর্ব্ব বিধান। গৌরভক্ত কৃপা বিনা নাহি জানে আন॥ সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ সন্ধি মহা সন্নিবেশ। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীতে তাহা প্রকাশ বিশেষ॥ লক্ষ্মীপ্রিয়া গৌরলীলার সম্ভোগ সেবিকা। বিষ্ণুপ্রিয়া বিপ্রলম্ভ রসের পোষিকা॥ মহাসমারোহে তাঁর বিবাহ হইল। গৌর-গৃহিণী ভক্ত পোষিকা জানাইল॥ অসংখ্য গৌরের ভক্তে আশ্রয় দিবারে। বিপ্রলম্ভ রসে পুষ্ট করিবার তরে। সর্ব্বভার লইবার সামর্থ্য জানাতে। মহৈশ্বর্য্য প্রকট করিলা বিবাহেতে॥ বিপ্রলম্ভ রসে তিনি ভজন শিক্ষক। শ্রীনাম গ্রহণ বিধি ভজন প্রদর্শক॥ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ব কার্য্যে শ্রীনাম ভজন। আপনি আচরি ভক্তে কৈল শিক্ষাদান॥ বাৎসল্য-বিধায়িনী হন জগন্মাতা। কৃপা করি

সর্ব্বজনে হন ভক্তিদাতা ।। সত্যভামা সত্রাজিতে গৌর-শক্তি দিয়া। রসোৎকর্ষ আস্বাদিলা করুণা করিয়া ।। অনর্পিত প্রেম রস করিতে বিতরণ। সর্ব্ব অবতার ভক্তের আশার পূরণ ।। রূপানুগ ভক্ত কৃপা হইবে যাহার। এ গূঢ় সিদ্ধান্ত তত্ত্ব স্ফুরিবে তাহার ।। গৌর নারায়ণ লীলা সুষ্ঠুভাবে করি। বিশ্বম্ভর লীলা রত্ন করিতে শ্রীহরি ।। আধ্যক্ষিক কর্ম্মকাণ্ডীজনেরে বঞ্চিতে। প্রথমেই মহাপ্রভু চলিলা গয়াতে ।। বেদানুগ জনে বৌদ্ধ-বিপ্লব হইতে । উদ্ধারের লাগি গয়াসুরের মাথাতে ।। নিজ পাদপদ্ম বিষ্ণু করিয়া স্থাপন । অসৎ জন্তুর মত করিতে নিরসন ।। সবিশেষ একেশ্বর বিষ্ণু পরমপদ। শ্রীবামন অর্চ্চা মূর্ত্তি বিভূতি ত্রিপাদ ।। চিদ্বিলাস ভাগবত পীঠের পূজায়। নির্ব্বিশেষ নিরাকার পরাভূত হয় ।। প্রথমেই এ সকল করিতে স্থাপন। করিলেন মহাপ্রভু গয়াতে গমন ।। পথে গ্রাম নগরাদি পূণ্য তীর্থ করি। মন্দারেতে মধুসূদন দেখেন শ্রীহরি ।। অজ্ঞ আধ্যক্ষিকগণে করিতে বঞ্চন। অপ্রাকৃত শ্রীঅঙ্গে কৈলা জ্বর প্রকটন ।। অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষিতে। সুস্থ হৈলা তার পাদোদক পীতে ।। পুন পুন হৈয়া কৈল গয়াতে গমন । স্মার্ত্ত-কর্ম্মী বঞ্চিতে কৈল স্নানাদি তর্পণ ।। কর্ম্ম-জ্ঞান অধিকারে শুদ্ধভক্তি নাই। বুভুক্ষা, মুমুক্ষা লাভে মত্ত সর্ব্বদাই।। কেবলা ভক্তিতে বাঞ্ছা নির্ম্মূল হইলে। ভক্তের কৃপায় তবে ভক্তি ধন মিলে।। প্রপত্তি ব্যতীত কভু মঙ্গল না হয়। প্রপন্ন হইতে তারা কভু নাহি চায় ।। নিরাকারবাদী বৌদ্ধ মতবাদী হন। নির্ব্বিশেষবাদী পঞ্চউপাসকগণ। গদাধর পাদপদ্ম নিম্নেতে প্রোথিতে। সবা উদ্ধারিতে

প্রভু গেলেন গয়াতে ॥ ভক্ত-ভগবান্-প্রসাদজ সুকৃতিতে। হরি-কথা শুনি লভে ভক্তি শ্রীকৃষ্ণেতে ॥ প্রথম তাহার ক্রম গুরু-পাদাশ্রয়। শ্রীগুরুতে শরণাগতি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ পিণ্ডদান লাগি' তাঁর গয়া যাত্রা নয়। অভক্ত বঞ্চন লাগি এই অভিনয় ॥ তীর্থের মাহাত্ম্যে পিণ্ডে উদ্ধার লাভ হয়। সেই মাত্র লভে অন্যে কিছুই না পায় ॥ ভক্তের দর্শনে কোটি পিতৃগণ লভে। সর্ব্ব বন্ধ মুক্ত হয় দর্শন প্রভাবে ॥ ইহা জানাইতে প্রভুর গয়া আগমন। শ্রীঈশ্বর পুরীকে তথা কৈলা আকর্ষণ ॥ তাঁর স্থানে মন্ত্র লাভ আদর্শ স্থাপিয়া। প্রেমে মত্ত হৈলা প্রভু আবিষ্ট হইয়া ॥ মন্ত্রদৈবত-মূর্ত্তি প্রভু সেবকাভিমানে। দশাক্ষর মন্ত্র ধ্যান করেন নির্জ্জনে ॥ অষ্টাঙ্গ যোগীর ধ্যান কভু তাহা নয়। রাগ প্রধান পঞ্চাঙ্গ স্মরণাখ্য হয় ॥ দাস্য রসে স্থিত হই কৃষ্ণে পিতা জ্ঞান। আপনাকে পুত্র জ্ঞানে করেন রোদন ॥ সর্ব্ব রসামৃতসিন্ধু শ্রীগৌর-সুন্দর। বাৎসল্য বিরহে ভজন বৈশিষ্ট্য প্রকার ॥ পরে মধুর গোপীভাবে প্রেমে মত্ত হৈল। কৃষ্ণ অন্বেষণে মথুরা যাত্রা করিল ॥ দৈবের আকাশবাণী করিয়া শ্রবণ। মায়াপুরে ফিরিলেন শ্রীশচী-নন্দন ॥ বৌদ্ধ-কর্ম্মকাণ্ড বাদ দলন করিলে। ব্রজপ্রেম লাভ মহা সৌভাগ্যেতে ফলে ॥ গুরুকৃপা লাভের মহাফল জানাইতে। এ যাত্রা এপথে না গেলেন মথুরাতে ॥ ভক্তের সেবন শিক্ষা, বিশ্বম্ভর লীলা। এই দুই লাগি প্রভু গৃহেতে ফিরিলা ॥ প্রথমেই ভক্ত সেবা করিতে শিক্ষণ। নিজ হস্তে সর্ব্বভক্তে করেন সেবন ॥ সেবার বিধান ভক্তি অঙ্গের সাধন। সুষ্ঠু প্রকাশেন যাহা শাস্ত্রেতে গোপন ॥ বিদ্যার বিলাসে আর প্রেমের প্রকাশে। শাস্ত্রের

সুগূঢ় তত্ত্ব কহে ভক্ত পাশে। ঔদার্য্য লীলায় অনর্পিত মহারত্ন। অভিনব কৃপায় ব্যক্ত করিলা সুযত্ন॥ বিষ্ণুর দুষ্ট-নাশী-মূর্ত্তি পাষণ্ডি নাশিতে। হাসে, কান্দে, মূর্চ্ছা যান ক্রোধ প্রকাশিতে॥ বায়ু-ব্যাধি ছলে করে প্রেমের প্রকাশ। শ্রীবাস পণ্ডিত মায়ে করেন আশ্বাস॥ গদাধরসহ যান অদ্বৈত গৃহেতে। পরস্পর পূজে দোহে তত্ত্ব প্রকাশিতে। 'মহাবিষ্ণু আচার্য্য, প্রভু স্বয়ং ভগবান্'। ইহা প্রকাশিতে দোহে দোহের পূজন॥ গদাধর সেবা, মুকুন্দের শ্লোক গীতে। বিরহ-উৎকণ্ঠা গোপীভাব প্রসারিতে॥ শ্রীবাস নৃসিংহ পূজে বিঘ্ন বিনাশিতে। শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি দেখান তার মন্দিরেতে॥ মুরারির গৃহে বৃহৎ জলপাত্র ছিল। দন্তে ধরি তুলি বরাহ-মূর্ত্তি প্রকটিল॥ বেদের বিরুদ্ধ মত করিতে খণ্ডন। মায়াবাদ দোষ শোধে শ্রীশচী নন্দন॥ অনুরূপ ভক্তে অবতারী ভগবান্। সর্ব্ব-অবতার রূপ করে প্রকটন॥ ক্ষুদ্র জীব যদি নিজে অবতার হন। দ্বিপাদ পশুত্বরূপে হয়েন কথন॥ মুরারিকে অপ্রাকৃত তত্ত্বের বর্ণনে। জানালেন ভগবদঙ্গ প্রাকৃত বর্জ্জনে॥ প্রভুর প্রকাশ লীলা অপেক্ষা করিয়া। নিত্যানন্দ সংগোপিতে অন্যত্র রহিয়া॥ গৌর নিত্যানন্দ তত্ত্বে সুবিজ্ঞ নন্দন। তাঁর গৃহে নিত্যানন্দ রহিলা গোপন॥ হরিদাস শ্রীবাসে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান। পাঠালেন নিত্যানন্দের করিতে সন্ধান॥ পরম গম্ভীর নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য। তাহা জানাইতে দোহে সঙ্গোপিল তথ্য॥ নন্দন আচার্য্য মধ্যে কৃতার্থ হইল। গৌর নিত্যানন্দতত্ত্ব কৃপায় লভিল॥ তবে মহাপ্রভু নন্দন আচার্য্য গৃহেতে। নিত্যানন্দে কোলে করি হইলা মুর্চ্ছিতে॥ যে অনন্ত বিশ্বম্ভরে ধরিতে সমর্থ।

সে শক্তিদানেতে প্রভু করেন কৃতার্থ ॥ দোহার মিলনে জগৎ ধারণ পোষণ। পরস্পর শক্তিদ্বয় অদ্ভুত কথন ॥ অনর্পিত প্রেম-ধন ঔদার্য্য লীলায়। বিলাইতে সুকৌশল শক্তির সহায় ॥ গৌর নিত্যানন্দ দোহে হই একত্রিত। অভিনব মহাশক্তি কৈলা প্রকাশিত ॥

শ্রীব্যাসপূজা ঃ— বিদ্যাবিলাসী প্রভুর অভিনব দান। তাহা প্রদানিতে ব্যাস করিতে জাগরণ ॥ প্রথমেই নিত্যানন্দ দ্বারেতে পূজন। অভিনব ভাবে তার কৈলা প্রকটন ॥ সর্ব্ববিধি দণ্ড নিতাই পূর্ব্বেই ভাঙ্গিলা। সেই ভঙ্গ দণ্ড প্রভু গঙ্গায় অর্পিলা ॥ সর্ব্ববিধি নিষেধের পরে যে রতন। তাহা প্রচারিতে প্রভুর ব্যাসের পূজন ॥ সে ব্যাস পূজন মহা সঙ্কীর্ত্তনময়। মাল্যদান কৈল নিতাই প্রভুর মাথায় ॥ সর্ব্ব সুমঙ্গল কীর্ত্তি শিরের ভূষণ। কৃপাদৃষ্টি লভিতে কৈল শিরেতে অর্পণ ॥ এক জগদগুরুবাদের অপূর্ণতা। মহান্ত জগৎগুরুর স্থাপিতে পূর্ণতা ॥ এ গূঢ় সিদ্ধান্ত তত্ত্ব করিতে স্থাপন। অভিনব ভাবে কৈলা ব্যাসের পূজন ॥ রূপানুগগণের ব্যাস পূজার বৈশিষ্ট্য। পূর্ণভাবে ঐকান্তিক মাধুর্য্যেতে পুষ্ট ॥ নিজাভিষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ রূপানুগ জনে। তাঁর শুভ সুমঙ্গল আবির্ভাব দিনে ॥ অন্যাভিলাস-শূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাবরণ। তীব্র উৎকণ্ঠা আর্ত্তি ব্যাকুল মিশ্রণ। কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণাবেশে আত্ম-সমর্পণ। শুদ্ধচিত্তে আত্মপুষ্পে অঞ্জলি প্রদান ॥ এ গুরু শিষ্যেতে যথা নাহি সমাবেশ। সে অনুকরণে হবে নরকে প্রবেশ ॥ অপ্রাকৃত তত্ত্ব সব শুদ্ধ চেতনের। মহা সর্ব্বনাশ তাহা এ বদ্ধজীবের ॥

অদ্বৈতে আনয়ন ঃ— শ্রীবাসের ভ্রাতা রামাইকে শান্তিপুরে। পাঠালেন আচার্য্যেরে আনিবার তরে॥ প্রভুর সর্ব্বজ্ঞ শক্তি করিতে প্রকাশ। গুপ্তে রহিলা নন্দন আচার্য্য নিবাস॥ প্রভুর গুপ্ত মাহাত্ম্যের প্রকাশ বিধান। নন্দন আচার্য্য হন মহাভাগ্যবান॥ তথা হতে আচার্য্যেরে নিকটে আনিলা। পূজা স্তবে তুষ্ট হই' ঐশ্বর্য্য দেখাইলা॥ বিদ্যা-ধন-কুল-মদ-মত্ত-দুরাচার। বৈষ্ণব নিন্দুক বিনা, স্ত্রী, মূর্খ সবার॥ ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিব সর্ব্বজনে। এই বর অদ্বৈতেরে করিলা প্রদানে॥

বিদ্যানিধি-মিলন ঃ— নাম, রূপ, গুণ, লীলা সহ পরিকর। পরিপূর্ণ প্রেম দিতে শ্রীগৌরসুন্দর॥ সর্ব্বপরিকরগণে আকর্ষণ করি। আপামরে প্রেমদান করে গৌরহরি॥ বৃষভানু রাজা শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এ লীলায় তিনি॥ ধন, বিদ্যা, সৌন্দর্য্যাদি শ্রীকৃষ্ণ সেবাতে। নিযুক্ত করিয়া গুপ্তে ছিলা নদীয়াতে॥ পরম ভোগীর ন্যায় আচার ব্যবহার। মুকুন্দ মাত্র জানিতেন মাহাত্ম্য তাঁহার॥ বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গা-স্নান নাহি করে। অপরাধ ভয়ে পূজাগ্রে জল পান করে॥ সুতীব্র বৈরাগ্য গুরু শ্রীগদাধর। বিদ্যানিধি মিলাইতে মুকুন্দ তাহার॥ বিলাস ঐশ্বর্য্য দেখি পণ্ডিত তাঁহার। হইলেন তাঁর প্রতি সন্দেহ অন্তর॥ বুঝিয়া মুকুন্দ তাঁরে প্রকাশ করিতে। শ্রীভাগবতের এক শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥ শুনি তাহা মহাপ্রেমে হইল মূর্চ্ছিত। তাঁর প্রেম দেখি পণ্ডিত হৈল বিস্মিত॥ তাহার উপায় লাগি লভিল শিষ্যত্ব। প্রকাশি বৈষ্ণব অপরাধের গুরুত্ব॥ নিত্য পার্ষদের দ্বারা সকল শিক্ষণ। জগতের হিত লাগি প্রকাশ কারণ॥

শ্রীবাসের নিত্যানন্দ নিষ্ঠা ঃ— ছলে নিত্যানন্দ নিষ্ঠা শ্রীবাসে দেখিলা। নিত্যানন্দে নিষ্ঠায় পণ্ডিতে বর দিলা ॥ বৃদ্ধা মালিনীর স্তন্য নিতাই করে পান। কাকের ঘৃতপাত্র আনিয়া করে দান ॥ পরীক্ষিতে প্রভু যবে কহিলা পণ্ডিতে। দৃঢ় নিষ্ঠার কথা কহিলা প্রভুতে ॥ প্রভু তাঁরে তুষ্ট হই দিলা এই বর। কোন কালে অভাব না হইবে তোমার ॥ নিত্যানন্দ সেবার ব্যতিরেক বলে। সকলেই ভক্তি পাবে সম্বন্ধের ফলে ॥ অপ্রাকৃত শব্দ ব্রহ্ম প্রকট করিলা। উচ্চ সংকীর্ত্তনে সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড তারিলা ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জীবে উদ্ধার কারণ। সপার্ষদে করে প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন ॥

সাত প্রহরিয়া ভাব ঃ— সাত প্রহরিয়া ভাবে বিষ্ণু খট্টায় বসয়িা। সর্ব্ব অবতার অনুরূপ প্রকাশিয়া ॥ মহৈশ্বর্য্যে অভিষেক কৈল ভক্তগণ। ষোড়শোপচারে কৈল পূজার বিধান ॥ নানা উপচারে সবে করেন পূজন। প্রভুও সবার দ্রব্য করিলা গ্রহণ ॥ দ্রব্য খাই বর দানে পূরাল মনোরথ। নিজ সুখ না চাহে ভক্ত ছাড়ি ভক্তি পথ ॥ কুসুমাসব সখা শ্রীধর স্তব করি। দাস্য সেবা বর লয় দারিদ্র্য পাসরি ॥ দারিদ্র্যের অবধি তবু কিছু না চাহিলা। পূর্ব্ব সখ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রেম তারে দিলা ॥ সখ্য ভক্ত মুরারিকে শ্রেষ্ঠ প্রেম দিলা। গৌর কৃপা লভি নাম-প্রেমে মত্ত হৈলা ॥ গৌর লীলা পরিকর মুরারি সহিত। হনুমান স্বরূপের তাহাতে মিলিত ॥ হনুমান স্বরূপেতে রামচন্দ্রে নিষ্ঠা। অংশী কৃষ্ণ সেবারস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ॥ আস্বাদিতে কৃষ্ণ রস গরুড় আবেশে। স্কন্ধেতে চড়ে প্রভু দ্বারকেশ ভাবেতে ॥ রামনিষ্ঠা ক্রোড়ীভূত করি গৌর-প্রীতি। অপরূপ রসোৎকর্ষ

মুরারির প্রতি ॥ রামনিষ্ঠা রক্ষা করি অনর্পিত ধন। গৌর ভগবানের কৃপা অপূর্ব্ব কথন ॥

হরিদাসের বরদান :— কৃষ্ণসখা, গোবৎস হরি' ঐশ্বর্য্য-মদেতে। অপরাধ ক্ষমিল কৃষ্ণ ব্রহ্মার স্তবেতে ॥ ব্রজরস আস্বাদিতে বঞ্চিত হইয়া। অংশীব্রহ্মা স্থানে গেলা উপায় লাগিয়া ॥ তাঁর আজ্ঞা লই ব্রহ্মা অন্তর্দ্বীপে আসি। সুতীব্র সাধনে তুষ্ট কৈল গৌরশশি ॥ প্রকট লীলায় কৃপা অধিকার দিতে। অন্তরের কথা সব কহিলা তাহাতে ॥ অভিমান অপরাধ ভয়ের লাগিয়া। ঋচিক মুনির গৃহে জন্মিলা আসিয়া ॥ তুলসী না ধুইবার অপরাধ ফলে। জনম লভিলা ব্রহ্মা যবনের কুলে ॥ অহঙ্কার হীন আর অংশীর কৃপাতে। অদ্বৈত আচার্য্য-কৃপা লভিল সুরীতে ॥ বর্ষাণ ঈশ্বর যিনি ঠাকুর হরিদাস। কৃপা করি অংশদেহে হইলা প্রকাশ ॥ এবে সাত প্রহরিয়া ভাবে গৌরহরি। তারে বর দিলা তার দৈন্যভাব হেরি ॥ মোর স্থানে মোর সর্ব্ব বৈষ্ণবের স্থানে। বিনা অপরাধে ভক্তি দিলা তার দানে ॥ হরিদাসে অপরাধ কভু না সম্ভবে। চতুর্ম্মুখের অপরাধ ছাড়াইলা এবে ॥ প্রবিষ্ট প্রহ্লাদের বিষয় সমাবেশ। হরিদাস কৃপায় হৈল সুষ্ঠু সন্নিবেশ ॥ তাঁহার সম্বন্ধে বলির আত্মনিবেদন। ত্রিপাদ বিভূতি চতুষ্পাদেতে পূরণ ॥ রাধাভাব বিভাবিত শ্রীগৌর সুন্দর। সে সম্পর্কেতে এত বড় কৃপার বিস্তার ॥ সে সম্পর্কে বলি আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রেতে। পূর্ণতম ভাবে শুদ্ধ হৈল এ লীলাতে ॥ প্রহ্লাদ কথিত নববিধা ভক্তির রূপ। পরিপূর্ণ হৈল সর্ব্বরসের স্বরূপ ॥ সে সম্পর্কে ব্রহ্ম সম্প্রদায় অঙ্গীকৃত। এ সব অন্তর-কথা অন্তর্দ্বীপে স্থিত ॥

কৃষ্ণলীলায় বর্ষাণেতে যে কৃপা করিলা। গৌর অবতারে তার বহুগুণ কৈলা ॥

গীতার পাঠ শোধন ঃ— বাসুদেব মুখবাণী শোধিতে কেহ নারে। ভাব পরিস্ফুট কহে আচার্য্যের দ্বারে॥ সর্ব্বত্র অর্থেতে আকার বিশিষ্ট স্বীকার। মায়াবাদী তাহা সব করে একাকার। তাহা শোধিলেন অচিন্ত্য-ভেদাভেদেতে। মায়াবাদ অসিদ্ধান্ত অদ্বৈত শোধিতে॥

শ্রীমুকুন্দকে বরদান ঃ— খড়জাঠিয়া ভক্তিহীন জনেরে শোধিতে। মুকুন্দেরে লক্ষ্যে প্রভু কহে ভক্তিরীতে। ভক্তির অভাব কভু নাহি পার্ষদেতে। ভক্তিহীন দেহ ভক্ত চাহেন ত্যজিতে॥ কিন্তু কোটি জন্মে তাঁর করুণার আশে। প্রবল তীব্রতাতে কোটি জন্ম হৈল নাশে। কৃষ্ণ কৃপা বলে বন্ধ নাশ যদি হয়। ভক্তিহীনে দর্শনানন্দ কভু না মিলয়॥ শ্রীবাস গৃহে এত অত্যদ্ভূত লীলা। ভক্তিহীন ভাগ্যদোষে কেহ না দেখিলা॥

নিত্যানন্দ তত্ত্ব প্রকাশ ঃ— একদিন নিত্যানন্দ দিগম্বর রূপে। আসিলেন শচীগৃহে প্রভুর সমীপে॥ প্রভু বলে— "নিত্যানন্দ, কেনে দিগম্বর?' নিত্যানন্দ— 'হয় হয়' করয়ে উত্তর॥ অর্থাৎ, "তব কৃপা-দর্শন বাধ মমাশ্রিত জনে। উন্মোচন করিয়াছি কৃপার গ্রহণে।" প্রভু বলে— "নিত্যানন্দ পরহ বসন।" নিত্যানন্দ বলে— "আজি আমার গমন॥" অর্থাৎ—তব অভিলাষ আমি করিব পূরণ। নরলীলা-মাধুর্য্য লাগি পরহ বসন॥ সেবা-বিগ্রহের যদি সেবা না মিলিল। অগত্যা আমায় তবে চলিতে কহিল॥ প্রভু বলে— "নিত্যানন্দ ইহা কেনে করি?"

নিতাই বলেন— "আর থাইতে না পারি ॥" অর্থাৎ, প্রভু বলে সে বিচ্ছেদ সহিতে না পারি। নিতাই বলে— "সে মাধুর্য্যামৃত একা আস্বাদিতে নারি ॥" প্রভু বলে— "এক কহি, কহ কেনে আর ?" নিতাই বলেন— "আমি আইনু দশবার ॥" প্রভু বলে— "কর কিছু কৌশল বিস্তার।" নিতাই বলে "দশাবতারের কৌশল নাহি হবে আর।" ক্রুদ্ধ হঞা বলে প্রভু— "মোর দোষ নাই।" নিত্যানন্দ বলে— "প্রভু হেথা নাহি আই।" অর্থাৎ— প্রভু কহে "যাহা ইচ্ছা তোমার তা কর।" নিতাই কহে— "শচী মা বিনা নাহি পার ॥" গৌর প্রেমে মত্ত নিতাই সদাই উন্মত্ত। স্বহস্তে বসন পরান জানিয়া মহত্ত্ব ॥

পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশঃ— নিতাই ক্ষুধার কথা কহে শচীমায়। পঞ্চটি সন্দেশ খেতে শচী দিলা তায় ॥ এক লই আর চারি অঙ্গনে নিতাই। ফেলিতেই শচীমাতা করে হায় হায় ॥ শচীমাতা দেখে তাহা ঘরের ভিতরে। শচীর দুঃখে নিতাই কুড়ায় তাহারে ॥ পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশিতে দোহার শকতি। অন্তরে বাহিরে প্রকাশিতে তাঁর মতি ॥

কৌপীন প্রদান :— নিত্যানন্দ মহাতত্ত্ব প্রকাশ করিতে। অধোবাস-কৌপীন ভক্তের শিরে রাখিতে ॥

জগাই মাধাই উদ্ধার :— বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় দুই লীলার সহায় ॥ বীররস আস্বাদিতে তাদের পতন। রসামৃত সর্ব্ব রস আস্বাদ কারণ ॥ অপরাধ না করিল সেই দুই জন। পাপ ভোগে ক্ষয় হয়, অপরাধ ক্ষয়হীন ॥ জন্মত্রয়ে প্রভু হস্তে মৃতে মুক্তি পাইল। অসমোর্দ্ধ গৌরকৃপা

তারে প্রেম দিল ॥ নিজ সুখ লাগি পাপ অপরাধ দ্বয়। বহু দুঃখ দেয় জীবে ক্ষয় নাহি হয় ॥ কৃষ্ণেচ্ছায় তার সুখ বিধানের তরে। কৃষ্ণ তারে অনায়াসে অবশ্য উদ্ধারে ॥ কিন্তু মধ্যে যদি বৈষ্ণবাপরাধ হয়। কৃষ্ণ তারে শাস্তি দিয়া শোধি উদ্ধারয় ॥ কিন্তু কৃষ্ণ সুখ লাগি মহাপাপ করে। শাস্তি বিনা কৃষ্ণ উদ্ধারেন তারে ॥ শুদ্ধভক্ত সেবা ফলে শুদ্ধ ভক্তি লাভে। মহাদুঃখে পরানন্দ প্রেমে রত্ন লভে ॥ কৃষ্ণের সেবায় মায়াগন্ধ নাহি রয়। বাহ্যে দুঃখ প্রায় তাতে মহানন্দ পায় ॥ অনুকরণ করি যদি অভিনয় করে। মহা সর্ব্বনাশ হয় বহু দুঃখে মরে ॥ কৃষ্ণ সহপাঠি সুদামা বিপ্র শুক্লাম্বর। নৃত্যকালে তার প্রেমে খায় তণ্ডুল তার ॥ অনুরাগ পথে সংকীর্ত্তন সেবা ফলে। মহা প্রেম ধন পায় প্রভু কৃপাবলে ॥ তুচ্ছ স্মার্ত্তবাদ শোধি শুদ্ধ ভক্তিভাব। তাহা প্রকাশিতে প্রভুর এ লীলা প্রভাব ॥

দৃশ্যকাব্য ঃ— নিত্যসিদ্ধ সঙ্গীগণে স্বরূপ প্রকাশি। দৃশ্যকাব্যে রসভাবনে অভিলাষী ॥ অনুকরণ করি কপটী জনগণে। সর্ব্বনাশ হবে তার এ সব সাধনে ॥ গৌরনারায়ণ লীলা ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত। সে ক্ষেত্রেতে এই লীলা আছে সঙ্কুচিত। চন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীব্রজ-পত্তনে। রুক্মিণীর-দাস্য-সখ্য-মধুর মিলনে ॥ বাৎসল্য সহিত সমঞ্জসা রতি। অভিনয় কৈলা রুক্মিণীর ভাব মতি ॥ প্রথম প্রহরে তাহা করিয়া প্রকাশ। দ্বিতীয় প্রহরে রাধাভাবের উল্লাস ॥ ব্রজরসে বাৎসল্যের পূর্ণ প্রকাশিতে। সর্ব্ব-পালনী শক্তি বাস্তব আদ্যাশক্তিতে ॥ ভক্তহৃদে বাৎসল্য রস প্রকটিয়া। গোপীভাবে গোপীনাথের খট্টায় বসিয়া ॥ ভক্তগণ নিজরসে ভাব প্রকটনে।

স্তব কৈলা প্রতিষ্ঠিত বাস্তব বিজ্ঞানে॥ বিশ্বম্ভর স্বভরণ-পোষণ-কারিণী। প্রকটিল বাৎসল্য রস উদ্বেলনী॥ আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকারী ভক্তগণে। লালন পালন আত্মাশক্তি প্রকটনে॥ বিষয় বিগ্রহ হই আশ্রয় ভাবেতে। ভাব-অঙ্গীকার-লীলা বৈচিত্র্য প্রকটিতে॥ আশ্রয়-ভাবেতে ভক্তে পালন করিতে। বাৎসল্যেতে স্তন্যপান করান স্তুরীতে॥

শ্রীবাস শ্বাশুড়ীকে বর্জ্জন ঃ— প্রতিরাত্রে শ্রীবাস গৃহে দ্বার রুদ্ধ করি। মহাসঙ্কীর্ত্তন রাস করেন শ্রীহরি॥ শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্বাশুড়ী গুপ্তভাবে। সঙ্কীর্ত্তনে অধিকার নহিল সম্ভবে॥ নির্ব্বিশেষ-বাদীর কপট চেষ্টা ধরে রাসে। শক্তি নির্ব্বিশেষবাদী তা'তে নহিল প্রবেশে॥ সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে কৃপা অমোঘ লভিল। শক্তি-নির্ব্বিশেষ দোষী বঞ্চিত হইল॥ জড় স্মার্ত্ত বিচারের করিতে গর্হন। এ লীলায় গৌরহরি এই শিক্ষা দেন।

অদ্বৈতে গুপ্ত কৃপা ঃ— অদ্বৈতের পদ ধুলি প্রভু শিরে লয়। অন্তরে আচার্য্য তাতে মহাদুঃখ পায়॥ ছলে তাহা নিবারিতে উপায় সৃজিল। গৃহে যাই' জ্ঞান ব্যাখ্যা আরম্ভ করিল॥ প্রভু তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার তরে। পথে দ্বারী সন্ন্যাসীরে করিলা উদ্ধারে॥ গৃহস্থ সন্ন্যাসী বলি পরিচয় দেয়। যত ঘৃণ্য পাপ শাস্ত্র দোহাইতে চালায়॥ তদপেক্ষা হেয় বর্জ্জনীয় মায়াবাদী। ভক্ত, ভগবান্ দ্বেষী অধিক অপরাধী॥ মহাপাপী, দুর্ব্বল, স্ত্রীসঙ্গী, মদ্যপ-গণ। দারী সন্ন্যাসী মধ্যে তাদের গণন॥ মায়াবাদীর হেয়ত্ব করিতে প্রদর্শন। দারী উদ্ধারিলা কৃপায় গৌর ভগবান্॥ নিত্যানন্দ কৃপা করি তারে উদ্ধারিতে। নিত্যানন্দ কৃপা বলে

উদ্ধারে দারীকে ॥ অপরাধী নহে জানি' করুণা হইল। অপরা
গণ সবে বঞ্চিত করিল ॥ তথা হ'তে চলিলেন অদ্বৈতের ঘরে
দেখেন আচার্য্য যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করে ॥ ভক্তির প্রাধান্য ছা
জ্ঞানের ব্যাখ্যান। শুনি ক্রোধে শাস্তি দেন গৌর ভগবান্ ॥ নি
গুপ্ত বাঞ্ছা পূর্ণ লভিয়া আচার্য্য। মহানন্দে নৃত্য করে ছাড়ি স
কার্য্য ॥ প্রভুর শাসন দণ্ড পূর্ণানন্দময়। ভক্ত হৃদে মহানন্দ ধা
বরিষয় ॥ সে আনন্দ মহোৎসব কে বর্ণিতে পারে। গৌর প্রি
ভক্ত বিনা এ ভব সংসারে ॥

মদ্যপ উদ্ধার ঃ— বলদেবভাবে মত্ত হই' গৌরহরি। মদ্যপে
রেও উদ্ধার করেন শ্রীহরি ॥ প্রাকৃত মত্ততা শুদ্ধ কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে
সকলে উদ্ধার কৈল অপূর্ব্ব বিধানে ॥ না উঠিয়া তার ঘরে উদ্ধা
করিল। সঙ্কীর্ত্তন সুগম পথে সবারে লইল ॥

বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন ঃ— ভক্তিরসামৃতসিন্ধু মহারত্নময়
নিত্য অভিনব রত্ন ভক্তে আস্বাদয় ॥ মহা বিচিত্রতাময় এক মহ
রত্ন। শচীমাকে দিতে ভক্ত করেন প্রযত্ন ॥ আচার্য্যের কা
মার আছে অপরাধ। সেকারণ এই প্রেম প্রদানেতে বাধ
তার পদধূলি মাথে যদি মাতা লয়। তবে এই প্রেম আস্বাদি
যোগ্য হয় ॥ আচার্য্য শচীমা-গুণে মূর্চ্ছিত হইল। তাঁর পদধূ
মাতা গ্রহণ করিল ॥ অপরাধের গুরুত্ব প্রচার করিতে। শচীম
দ্বারে তাহা করেন জীবহিতে ॥

দেবানন্দ পণ্ডিতের শিক্ষা ঃ— জ্ঞানবন্ত, তপস্বী, আ
উদাসীন। মোক্ষ অভিলাষী বিপ্র, কিন্তু ভক্তিহীন ॥ বৈকু
নাম, রূপ, গুণ, পরিকর। সুষ্ঠুভাবে শুদ্ধসত্ত্ব সুনির্ম্মল কর

ভাগবতে লীলা কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে। প্রেম লাভ হয় শুদ্ধ ভক্তির সাধনে॥ বিষয়ীর যোসিং বোধে পাঠ ভাগবত। বিরত করাইতে প্রভুর অভিমত॥ জগতের ভোগ-ত্যাগ বুদ্ধি থাকা কালে। ভাগবতের বিচার কভু নাহি মিলে॥ অর্থ প্রতিষ্ঠাদি লোভে ভাগবত পাঠ। নরকেতে যায় সেই অপরাধী শঠ॥ বৈষ্ণবেতে অপরাধ থাকে যদি কা'র। ভাগবত পাঠে তার নাহি অধিকার॥ দেবানন্দের শ্রীবাস-স্থানে অপরাধ। সে কারণ হৈল তার কৃষ্ণ-ভক্তি বাধ॥ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপা লাভ করি। শুদ্ধ ভক্তি লভিবারে হন অধিকারী॥ শ্রীবাস পণ্ডিত তারে ক্ষমিলা অপরাধ। তবে মহাপ্রভু তারে করিলা প্রসাদ॥

পয়ঃপানব্রতীকে কৃপা :- শুদ্ধ ভক্তি অভাবেতে তপস্যা সাধন। জড় প্রতিষ্ঠাদি লাভ তাহার কারণ॥ প্রভুর তাড়ন বাক্য সাদরে লইল। ভক্ত কৃপা তাহা সহ সংযুক্ত হইল॥ এ শিক্ষা লাগিয়া পয়ঃপায়ীকে উদ্ধার। ভক্তি দান করিলেন শ্রীশচীকুমার॥

মহাসঙ্কীর্ত্তন :— ভক্তদত্ত দ্রব্য প্রভু করেন গ্রহণ। ভক্তি দিতে মহামন্ত্র করেন প্রদান॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ রূপ, গুণ, লীলা, ভক্তি, নাম, প্রেমামৃত। ভক্তগণে পিয়াইয়া কৈল মহামত্ত॥ অপ্রাকৃত ধামের বিস্তৃতি প্রকটিয়া। অচিন্ত্য বিস্তৃতি স্থানে নিজ-গণ লৈয়া॥ সবারে করিলা প্রভু চতুর্ভুজরূপ। নৃত্য করে মহাপ্রভু অপরূপ রূপ॥ বিধি নিষেধের পার নামের স্বরূপ। বিধিবাধ্য কৈলে হয় অপরাধ বিরূপ॥

কাজী উদ্ধার ঃ—কৃষ্ণ হস্তে হত কংস হইলেও মুক্ত। অপরাধে প্রেমরস আস্বাদে অযুক্ত॥ নির্ব্বিশেষবাদী কংস, তাহার সম্পদ। ভক্তগণ নষ্ট কৈল করিয়া প্রসাদ॥ ভক্ত আবেদনে, দৈন্যে, কৃপা দৃষ্টিপাতে। মায়াবাদ শুদ্ধ হৈয়া রত কীর্ত্তনেতে॥ কাল যবনেরগণ যতেক আছিল। নামাভাসে মুক্ত হৈয়া হিংসা ছাড়ি দিল॥ কাজী প্রেম লভে, যবন বিশুদ্ধ হইল। জরাসন্ধ-গণ-হিন্দু অপরাধে মৈল॥ অপরাধী উদ্ধারের এতেক করুণা। কোন অবতারে নাহি কৈল গৌর বিনা॥

শ্রীধরে কৃপা ঃ— শঙ্খ বণিক, তন্তুবায়ে কৃতার্থ করিয়া। শ্রীধরের গৃহে প্রভু উঠিলেন গিয়া॥ পরম বিশুদ্ধ ভক্তদ্রব্য অপ্রাকৃত। ভগ্ন লৌহ পাত্রজলে হইলেন তৃপ্ত॥ প্রভু কহে, ভক্ত দ্রব্য খাইলে ভক্তি হয়। অভক্তের দ্রব্যে চিত্তের মালিন্য সঞ্চয়॥

বিশ্বরূপ প্রদর্শন ঃ— অর্জ্জুনের বিশ্বরূপে দ্বারকা লীলাতে। নবীশ-সাধক হিতের সাধন করিতে॥ জড়বিশ্বে যত চিন্তাধারা বিশ্বরূপ। পুরুষোত্তম স্বরূপের নৈমিত্তিকরূপ॥ দ্বারকেশে রূপ রস বৈচিত্র্য প্রকটিয়া। অর্জ্জুনের বাঞ্ছা পূর্ত্তি কারণ লাগিয়া॥ যশোদাকে মুখে রূপ ধাম দেখাইয়া। মাধুর্য্য-প্রাবল্যে ঐশ্বর্য্য আবৃত করিয়া। ব্রজরস উপযোগী নিত্য ধাম লীলা। অর্জ্জুন হইতে শ্রেষ্ঠ যশোদা দেখিলা॥ গৌরের ঔদার্য্য লীলা বৈচিত্র্য দেখিতে। প্রকটিল প্রভু নিতাই অদ্বৈতের হিতে॥ গৌর-লীলার বৈশিষ্ট্য তাৎপর্য্য জানাতে। প্রেমদান লীলা মাধুর্য্য প্রকাশিতে॥ মহাবিষ্ণু অবতার নন্দীশ্বর পতি। বিশ্বের উপাদান কারণে যবে

স্থিতি ॥ নিমিত্ত কারণ কৃপা সংযোগ করিয়া। নিতাই অদ্বৈতে গোপীভাবে আবেশিয়া ॥ অপূর্ব্ব কৌশল নাম প্রেম প্রকাশিতে। প্রত্যক্ষেতে দেখাইলা এ বিশ্বরূপেতে ॥ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-রসে ঔদার্য্য মিশ্রণ। অপূর্ব্ব চিন্ময়রূপে কৈল প্রকটন ॥ নিত্যসঙ্গী পার্ষদগণে একত্রিত করি। নাম, রূপ, গুণ, লীলা, সংযোগিলা হরি ॥ নিত্য গৌর প্রকোষ্ঠ হইতে আকর্ষিয়া। এই ভৌম লীলায় ঔদার্য্য প্রকটিয়া ॥ নাম প্রেম প্রচারের অভিনব রীতি। প্রত্যক্ষে দেখান প্রভু বিশ্বরূপে খ্যাতি ॥ এ লীলার ভক্ত-ভক্তি যেবা নিন্দা করে। চৈতন্যের মুখাগ্নিতে তারা পুড়ি মরে ॥ বিশ্বরূপ দেখে দোঁহে নিতাই অদ্বৈত। গৌরগুণে মুগ্ধ হই হৈলা প্রেমে মত্ত ॥ দোঁহে দোঁহা ব্যজস্তুতি করেন প্রকাশে। নিমিত্ত উপাদানে দুই ভাবের আবেশে ॥ আচার্য্য ছলেতে কহে নিতাইয়ের তত্ত্ব। গৌর অবতারে মাত্র তুমিই সামর্থ্য ॥ সুদুর্ব্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব তুমি, কে জানিতে পারে। গৌরহরি কৃপা বিনা এভব সংসারে ॥ গৌর-প্রেম রসার্ণবে করিতে প্লাবন। জগতে আনেন প্রভু অমূল্য রতন ॥ তব কৃপা বিনা গৌরে কেহ নাহি জানে। আপামর মুগ্ধ জীব তব কৃপাগুণে ॥ নিতাই কহে, অদ্বৈত তত্ত্ব প্রকাশ করিতে। পার উপাদানে শুদ্ধসত্ত্বে প্রেম দিতে ॥ স্ত্রী-পুত্রেতে আসক্ত গৃহীকে প্রেম দিতে। অধিক মাহাত্ম্য আমা হতেও তোমাতে ॥ তব শুদ্ধ সত্ত্বা বিনা নহে প্রেমদান। অতএব তুমি জীব-বান্ধব প্রধান ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত জীবের পরম বান্ধব। তাঁর গৃহে লীলা স্থান সর্ব্ব অনুভব ॥ শ্রীচৈতন্য লীলা সব পরম গম্ভীর। রূপানুগ বিনা নাহি জানে কোন ধীর ॥

শোকশাতন ঃ— মৃত পুত্র মুখে তত্ত্ব কহি শ্রীবাসের। শোক অপনোদন কৈল সর্ব্ব জীবের॥ সবে নিজ কর্ম্ম ফল ভোগ করে যথা। পিতামাতা পুত্রাদি সম্বন্ধ সব বৃথা॥ শ্রীবাসে গৌর প্রীতে শোক না স্পর্শিল। তাঁর প্রীতে দুই ভ্রাতা পুত্ররূপে ছিলা॥

শুক্লাম্বরের ভিক্ষা গ্রহণ ঃ— অপ্রাকৃত ভক্তিবৃত্তি তাদাত্ম্য-সম্পন্ন। পরম উপাদেয়, করে প্রীতি উৎপন্ন॥ স্মার্ত্তের অশুদ্ধ শুদ্ধ করিতে শোধন। শুক্লাম্বর দত্ত অন্ন করিলা গ্রহণ॥

বিজয়কে কৃপা ঃ— বাণী প্রচারেতে প্রভু মহাসুখী হন। তাহার সেবায় বিজয়ে ঐশ্বর্য্য দেখান॥ নানা ভক্তে নানা ভাবে করুণা বিতরি। বলদেবের ভাবের আধিক্য বিচারি॥ শেষেতে ব্রজ-রসের মাধুর্য্য আবেশে। সর্ব্বক্ষণ মত্ত ছিলা গোপী ভাবাবেশে॥ গোপী-ভাবাশ্রয় বিনা কৃষ্ণ নাহি পাই। গোপী নাম সর্ব্বক্ষণ জপেন নিমাই॥ আশ্রয় আনুগত্যহীন অপূর্ণতা দোষ। রসের পূর্ণতা লাগি প্রভুর সন্তোষ॥ গোপী-আনুগত্য ছাড়ি কৃষ্ণনামকারী। তার উপদেষ্টাগণ দণ্ড্য, অবিচারী॥ পাষণ্ড পড়ুয়াগণ বিদ্যার দম্ভেতে॥ প্রভুর বিশুদ্ধ তত্ত্ব নারিল বুঝিতে॥ তাদের শোধিতে প্রভু লগুড় হস্তেতে। তাড়ন করিলা সবে কৃপা বিতরিতে॥ সুমঙ্গলময়ী কৃপা বুঝিতে নারিল। প্রতিকার প্রদানেতে সঙ্কল্প করিল॥ প্রভু কহে পিপ্পল খণ্ডে কফ নিবারিতে। এবে দেখি কফ বৃদ্ধি হইল তাহাতে॥ জগৎ তারিতে মোর এই অবতার। অপরাধে সর্ব্বনাশ হবে তা সবার॥ তাদের উদ্ধার লাগি সৃজিল উপায়। সন্ন্যাসী পূজিলে হবে অপরাধ ক্ষয়॥

সন্ন্যাস ঃ— ষড় গোস্বামী সবেই মহাভাগবত। পরমহংস

অধিকারী সর্ব্ব সুসম্মত॥ বিবিৎসা-সন্ন্যাসী অনুকরণ করি। অযোগ্য হইয়া শ্রেষ্ঠে ব্যঙ্গ সমাচারি॥ পরমহংস বেশ নিলে অপরাধ ফলে। সর্ব্বনাশ হবে সবে সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥ বৈষ্ণবের ভূষণ হয় দৈন্য আচরণ। উত্তমের বেশ কভু না করে গ্রহণ॥ দম্ভ করি যদি কেহ উত্তম আচরে। অধিকার লঙ্ঘি সেই অপরাধে মরে॥ বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উপস্থ, উদর। ছয় বেশ দমিবারে হয় অধিকারী॥ প্রতিষ্ঠা, কনকাদির লোভে যেইজন॥ মহা অপরাধী তার অবশ্য পতন॥ সর্ব্বনাশ কার্য্যে যে করে অনুমোদন। তিনিও অধিক দুষ্ট প্রশ্রয় কারণ॥ কলিতে সন্ন্যাস নাই শাস্ত্রের বচন। কর্ম্ম-জ্ঞান-সন্ন্যাসীর তাহা নিরারণ॥ বৈষ্ণব বিধান স্থান কালের অতীত। সেকারণ কলিকালে নহে নিবারিত॥ শিখা সূত্র ত্যাগ— চৈতন্য মত নয়। তদনুগজন শিখা সূত্রধারী হয়॥ বেদ-বিধি মর্য্যাদা লাগি সন্ন্যাস গ্রহণ। বিপ্রলম্ভ রসোৎকর্ষ করিতে শিক্ষণ॥ পরমাত্ম নিষ্ঠা মাত্র বেশ ধারণ। মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার মোচন॥ সেইব্রত লইবারে চৈতন্য গোসাই। কেশব ভারতী স্থানে যান কাটোয়ায়॥ সান্দীপনি মুনি এবে হন কেশব ভারতী। জানি গৌরলীলা রস উপাদেয় অতি॥ সাযুজ্য মুক্তি স্বরূপ নিদয়ার স্থান। তাহ'তে উদ্ধারি জীবে উদ্ধার কারণ॥ সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে। গৌর-বিশ্বম্ভর লীলা প্রকট কারণে॥ নিজ পাদাকৃষ্ট জনে উৎকণ্ঠিত করি। বিপ্রলম্ভ রসোৎকর্ষ পিয়াতে শ্রীহরি॥ চব্বিশ বৎসর গৌর নারায়ণ লীলা। পুরীতে সাধিয়া প্রভু সন্ন্যাস করিলা॥

ভ্রমণ বিলাস

রাম রায় দ্বারা যে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিল। তাহার প্রচার লাগি সন্ন্যাস করিল ॥ আসুর-বর্ণাশ্রম বৃত্তি করিতে শোধন। দৈব-বর্ণাশ্রম বিধি কৈল প্রবর্ত্তন ॥ পূর্ব্বের আশ্রমদ্বয় সুষ্ঠু আচরিয়া। সন্ন্যাস আশ্রম লাগি গেলেন কাটোয়া ॥ বাহ্য বৃত্তি যদিও তাহা সাধ্যের নির্ণয়ে। মুমুক্ষুর ত্যাগ ধর্ম্ম ফল্গুত্ব বিষয়ে ॥ অনাসক্ত বিষয়েতে যথার্থ বিধান। কৃষ্ণের সম্বন্ধে যুক্ত বৈরাগ্য সাধন ॥ অধিকার বিধি লঙ্ঘি আনুকরণিক। তা'দের দৌরাত্ম্য নাশি স্থাপেন বৈদিক ॥ সান্দিপনি মুনি গৌররস আস্বাদিতে। কেশব ভারতী নামে ছিলা কাটোয়াতে ॥ নিত্যলীলা সঙ্গীগণে কৃতার্থ করিতে। চলে প্রভু তাঁর স্থানে সন্ন্যাস লইতে ॥ প্রেমে মত্ত কৈলা প্রভু তারে আলিঙ্গনে। সন্ন্যাসের ছলে কৃপা করে নিজজনে ॥ মায়াবাদী নাহি ছিল ভারতী গোসাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লইল নিমাই ॥ ভক্তগণে শান্ত করি আকাশবাণীতে। বৃন্দাবনে চলে প্রভু ভারতী সহিতে ॥ লক্ষ কোটি লোক কান্দি প্রভু সঙ্গে যায়। তা সবারে প্রেম দানে গৃহেতে পাঠায় ॥ ভজনের ক্রম আর রসের বিধানে। বিপ্রলম্ভ প্রেমোন্মাদে করেন ক্রন্দনে ॥ বক্রেশ্বরে শুষ্ক নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী। তারে শোধি বেদান্তের উত্তমতা বিধি ॥ সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে প্রভু দয়াময়। নানা রীতে বহু বিধি সৃজেন

উপায় ॥ বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গা-মাহাত্ম্য প্রকাশিতে। মহাপ্রভু গঙ্গাস্তব করেন স্মরীতে ॥ নিত্যানন্দ প্রভু লই অদ্বৈত ভবন। নবদ্বীপ ভক্তগণে করিলা মিলন ॥ অনুগত, তটস্থ, বিপক্ষ, কোটি জনে। উদ্ধারিলা হরিদাস অদ্বৈতের সনে ॥ মাতা ভক্তগণের আর্ত্তি পূরণ লাগিয়া। নীলাচল পথে চলে জীব উদ্ধারিয়া ॥ সঙ্গে নিত্যানন্দ শ্রীগদাধর মুকুন্দ। গোবিন্দ জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥ ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ ঘাটে তীর্থ করি। আটিসারায় অনন্ত পণ্ডিতে উদ্ধারি ॥ পিছলদাদি স্থানে কর্ম্মকাণ্ডীকে কৃপা করি। রামচন্দ্রের নৌকায় উঠে গৌরহরি ॥ ভক্তে রক্ষে সুদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া। শ্রীপ্রয়াগ-ঘাটে সবে উঠিলেন গিয়া ॥ গ্রাসাচ্ছাদনে চিন্তাহীন শরণাগত। নিজ সঙ্গীগণে দেখি প্রভু আনন্দিত ॥ ভক্তগণ দ্বারা, কিম্বা নিজে ভিক্ষা করি। বৈষ্ণব-সেবন-লীলা দেখান শ্রীহরি ॥ সপার্ষদ প্রেম চেষ্টা করি প্রদর্শন। সুকৃতিদানীকে কৃপা অদ্ভুত কথন ॥ জগদানন্দ প্রভু-দণ্ড নিত্যানন্দে দিয়া। স্থানান্তরে চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া ॥ সর্ব্বদণ্ড বিধাতা স্বতন্ত্র ভগবান্। প্রভুর যোগ্য নহে বৈধ দণ্ডধারণ ॥ এত লাগি নিত্যানন্দ সে দণ্ড ভাঙ্গিল। 'ত্রিদণ্ড' জানাতে দণ্ড তিনখণ্ড কৈল ॥ গুণাবতারত্রয়ের অর্চ্চা-মূর্ত্তিরূপ। পরম পবিত্র ত্রিদণ্ড চিন্ময় স্বরূপ ॥ এত বলি বিধি রক্ষা শিক্ষার লাগিয়া। একাকী চলিলা ক্রোধে সবা তেয়াগিয়া ॥ জলেশ্বরে নিজ প্রিয় শম্ভুর পূজন। তাহা দেখে, ভক্তগণ সেখানে মিলন ॥ নিত্যানন্দে আলিঙ্গিয়া কৌতুক বচন। কহে প্রভু, সর্ব্বজীব উদ্ধার কারণ ॥ পথে যেতে প্রাকৃত-সহজিয়া 'পাপী শাক্ত'। কৌশলে বঞ্চিতে শিক্ষা করিয়া সুব্যক্ত ॥

রেমুণায় গোপীনাথ :— গৌড়ীয়া-নাথ, গোপীনাথ একতত্ত্ব হয়। ঔদার্য্য, মাধুর্য্য-লীলা হয় মূর্ত্তিদ্বয় ॥ মাধবেন্দ্র পুরী লাগি ক্ষীর কৈল চুরি। সে কারণ তাঁর নাম ক্ষীরচোরা হরি ॥

যাজপুর :— যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্ষেত্র পবিত্র করিতে। বৈধভক্তি শোধে একা বিনা ভক্ত সাথে ॥

কটকে :— অপরাধী, অবিশ্বাসী মঙ্গল কারণ। সাক্ষীস্বরূপ পরমেশ তত্ত্বের শিক্ষণ ॥ আত্মগোপন করে অভক্তে ভগবান্। ভক্তগণ প্রেমচক্ষে দরশন পান ॥ অক্ষজ দর্শনে দেখে হস্ত পদ নাই। অপ্রাকৃত হস্তপদ দেখে ভক্ত সর্ব্বদাই।

ভুবনেশ্বর :— ভুবনেশে ভুবননাথে কৈলে দর্শন। নির্ব্বিশেষ ধারণার হয় সংশোধন ॥ অনন্ত-বাসুদেব সঙ্কর্ষণ স্বরূপে। তাঁহার সেবক শম্ভু, দ্বারপাল রূপে ॥ তাঁহার সঙ্গেতে গোপালিনী গোপীশ্বর। বাসুদেব-প্রসাদেতে বিধান পূজার ॥ স্বয়ং নারায়ণ চক্র গদা হস্তে করি। ক্ষেত্রের পালন করে 'ক্ষেত্রপাল' হরি। 'গন্ধবতী' নাম্নী নদী তটে ব্রহ্মক্ষেত্র। একাম্র তীর্থ হয় ত্রিযোজন বিস্তৃত ॥ সিতাসিতবর্ণপ্রস্ত-লিঙ্গ বিরাজিত। পুরুষোত্তম সনাতন ব্রহ্মলিঙ্গ স্থিত ॥ হরিহর মিলিত-তনু ভুবনেশ্বর। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী চিহ্ন চক্রাকার ॥ মৎস্য-কূর্ম্মাদি দশ অবতার তাতে। তাঁহার প্রসাদ সেবা করেন ভক্তেতে ॥ চন্দনযাত্রা, নৌকাবিলাস যাত্রাদিতে। মদনমোহনে প্রদান করে বিধি মতে ॥ মদন-মোহন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজিত। মৃগ, পরশু, অভয়বর চারিহস্তে ধৃত ॥ মন্দির উপরে 'পিনাক ধনু' বিরাজিত। ভক্তে শুদ্ধভক্তি মাগে, ভক্তির সহিত ॥

শ্রীক্ষেত্রে ঃ— বমলপুরেতে করি চূড়া দরশন। মূর্চ্ছিত হইল করি গোপাল দর্শন॥ কমললোচন নির্গুনচেতা স্বরূপেতে। ভগবত পুরুষোত্তম মহিমা ঘোষিতে॥ সেবকাভিমানে সেব্যে বাৎসল্য রসেতে। সেবা লাগি লম্ফ দিতে পড়িলা ভূমিতে॥ সার্ব্বভৌম বৃহস্পতি অবতার হন। কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আকর্ষণ।। নিত্যানন্দ পদরজ বলেতে তাঁহার। প্রভুসেবা লাভে সাধ্য হইল অপার॥ বাৎসল্যেতে মগ্ন প্রভু তাঁহার ভাবেতে। সে রসে কিঞ্চিৎ শক্তি সঞ্চারিলা তাহাতে॥ বেদান্ত শ্রবণ ফলে, ষড়ভুজ দর্শনে। আত্মারাম ব্যাখ্যায় দাস্যরস প্রকটনে। সেই দাস্য ভাবে শত শ্লোক বিরচিল। প্রভুর স্তব বরে ভট্টাচার্য্যে প্রকাশিল॥ দেখি জগন্নাথে হস্ত পদ সঙ্কুচিত। নিত্যরূপ দর্শনের কৌতুক সমৃদ্ধ॥ 'জবনো গ্রাহকত্ব' নীলাচলপতিতে। 'নীলা' হতে ভূ-রূপিণী যোগ শ্রী-ভূমিকাতে॥ এ সিদ্ধান্তের বিচার অতিক্রম করি। অপ্রাকৃত রথে সুন্দরাচলে চলিলেন শ্রীহরি॥

দক্ষিণ ভ্রমণ ঃ— প্রভু মাঘে সন্ন্যাস করি নীলাচলে গেলা। ফাল্গুনে দোল, চৈত্রে সার্ব্বভৌমে শোধিলা॥ বৈশাখে কৃষ্ণদাস সহ দক্ষিণে চলিল। রাম রায় সহ সবে মিলিতে বলিল॥

আলালনাথে ঃ— আলালনাথে চতুর্ভুজ বিগ্রহ দেখিলা। অসংখ্য লোকেরে তথা প্রেমে মত্ত কৈলা॥ লোক দেখি পথে কহে বল কৃষ্ণ হরি। সেই লোক মত্ত হৈয়া বলে হরি হরি॥ শক্তি সঞ্চারিয়া তারে বিদায় করিলা। নিজ গ্রামে যাই সবে প্রেমে মত্ত কৈলা॥ যারে দেখে, তারে কহে—'কর কৃষ্ণ নাম'। এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ-গ্রাম॥ এইমত পথে যাইতে শত শত

জন। বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন ॥ এই মত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে। সর্ব্ব দেশ 'বৈষ্ণব' হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ॥ এই মত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হৈল। কৃষ্ণ নামামৃত বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥ এক গ্রামে 'কূর্ম্ম' নামে বৈদিক ব্রাহ্মণ। বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ বহু সেবা করি বহু স্তব স্তুতি কৈল। প্রভু সঙ্গে যাইবার তরে নিবেদিল ॥ প্রভু কহে— ঐছে বাত কভু না কহিবা। গৃহে রহি 'কৃষ্ণনাম' নিরন্তর লৈবা ॥ যারে দেখ তারে কহ—'কৃষ্ণ উপদেশ'। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥ বাসুদেব নামে বিপ্র ছিলেন তথায়। গলৎকুষ্ঠ অঙ্গ কৃমি-রক্ত রসাময় ॥ আলিঙ্গিয়া প্রভু তার রোগ মুক্ত কৈল। অভিমান ভয়ে বিপ্র কাঁদিতে লাগিল ॥ প্রভু কহে, কভু তোমার না হবে অভিমান। নিরন্তর কর তুমি কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন ॥ কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥ ইহা বলি মহাপ্রভু কৈল অন্তর্ধান। প্রভু কৃপা গুণে বিপ্র করিলা ক্রন্দন ॥ রামানুজ জগন্নাথ সেবার সংস্কার। শুদ্ধ ভাবে শাস্ত্র মতে চাহে করিবার ॥ জগন্নাথ তাঁর সেবা না কৈল গ্রহণ। খট্টা সহ কূর্ম্মাচলে কৈলা নিক্ষেপন ॥ শিব মূর্ত্তি জ্ঞানে তথা কৈল উপবাস। বিষ্ণুমূর্ত্তি জানি কৈল সেবার প্রকাশ ॥

জিয়ড় নৃসিংহ :— জিয়ড় নৃসিংহ দেখি প্রভু তথা হতে। চলিলেন প্রভু গোদাবরীর তীরেতে ॥

রামানন্দ মিলনোৎসব :— রামানন্দে মিলি প্রভু হইলেন মত্ত। তার মুখে শুনে সাধ্য সাধনের তত্ত্ব ॥ ভৌমলীলামৃত গ্রন্থে

ইহার বিস্তার। বর্ণিত হইয়াছে এথা না বর্ণিনু আর ॥

তত্ত্ববাদী ঃ—মাধ্বমতে তত্ত্ববাদ,—নহে মায়াবাদ। কেবলাদ্বৈত-বাদের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ॥ শ্রীমাধব পুরীর তত্ত্ববাদ অঙ্গীকার। চরম উদ্দেশ্য প্রেমভক্তি পরচার ॥ গৌড়ীয় মধ্ব হলেও তত্ত্ববাদী নয়। রামানুজের মূল গুরু— লক্ষ্মী, শ্রীসম্প্রদায় ॥ রামানুজ মধ্বাচার্য্য-মঠেতে এখন। 'রাম সীতা' শ্রীবিগ্রহ সম্পূজিত হন ॥

গৌতমী গঙ্গা ঃ— পতিত পাবনী গঙ্গার আসি ধারাদ্বয়। জগৎ পবিত্র করি কৃষ্ণ ভক্তি দেয়। এক ধারা—ভগীরথের বংশের উদ্ধারে। আর ধারা—গৌতমের পাপের সংস্কারে ॥ সে গৌতমী গঙ্গা এবে নাম গোদাবরী। স্নান করি তাঁকে শুদ্ধ কৈল গৌর-হরি ॥ মল্লিকাঅর্জ্জুন তীর্থ করিয়া শোধন। অহোবল-নৃসিংহেতে করিলা গমন ॥ সিদ্ধবট যান, যথা মূর্ত্তি — সীতাপতি। আশ্রম-বটবৃক্ষ হ'তে নামের উৎপত্তি ॥ রামনামী বিপ্র তথা কৈল নিমন্ত্রণ। তারে কৃপা করি' কৈল স্কন্দ দরশন ॥ ত্রিবিক্রম দেখি' পুনঃ সিদ্ধবট আসি। দেখে, রামজপী—'কৃষ্ণ জপে' দিবা-নিশি ॥ তাহার কারণ প্রভু পুছেন বিপ্রেরে। বিপ্র কহে, 'তোমা দেখি' কৃষ্ণনাম স্ফুরে ॥ বিপ্র কহে— শাস্ত্রে কহে সহস্র বিষ্ণুনাম। সমফল একবার কৈলে 'রাম নাম' ॥ তিনবার রাম নামে যেই ফল হয়। এক কৃষ্ণ নামের ফলে সকলই মিলয় ॥ শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় মতি, তোমার কৃপায়। সদা কৃষ্ণনাম স্ফুরে আমার জিহ্বায় ॥ 'সেই কৃষ্ণ তুমি'— ইহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল। এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥

দক্ষিণ দেশ উদ্ধার ঃ— লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে, না যায়

গণনে। সবে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল দরশনে॥ তার্কিক, মীমাংসক, যত মায়াবাদীগণ। সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, আগম, পুরাণ॥ নিজ-নিজ-শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড॥ সর্ব্বমত দূষি, প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥ সর্ব্বত্র স্থাপয় প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে। প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥ 'হারি হারি' প্রভুমতে করেন প্রবেশ। এই মত 'বৈষ্ণব' করিল দক্ষিণ দেশ॥ পুণ্যতোয়া নদী আর দিব্যস্মুরীগণ। ভাগবতগণ, নিত্যানন্দের ভ্রমণ॥ ক্ষেত্রকে পবিত্র করি রাখিলেন যথা॥ প্রেমদান কৈলা মহাপ্রভু যাই তথা॥ কৃষ্ণ প্রেমদান অংশ কলা হৈতে নয়। মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণে তা করয়॥

বৌদ্ধাচার্য্যে কৃপা ঃ—বৌদ্ধাচার্য্য মহা-পণ্ডিত বিজন বনেতে। প্রভুর আগে উদ্‌গ্রাহ করি, লাগিলা বলিতে॥ যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ, অযুক্ত দেখিতে। তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥ তর্ক-প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র 'নবমতে'। তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, বৌদ্ধ নারে স্থাপিতে॥ (বৌদ্ধ মতে 'হীনায়ন' ও 'মহায়ন' দুই প্রকার পন্থা। সে পন্থা-গমনের প্রস্থান স্বরূপ নয়টী সিদ্ধান্ত; যথা—(১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বর শূন্য, (২) জগৎ অসত্য, (৩) অহং তত্ত্ব, (৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্ব-লাভের উপায়, (৬) নির্ব্বাণই পরমতত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধ দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ—মানব রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধ জীবন। দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়। লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয়॥ প্রভুকে বৈষ্ণব জানি' বৌদ্ধ ঘরে গেল। বৌদ্ধগণ মিলি' তবে কুমন্ত্রণা কৈল॥ অপবিত্র অন্ন এক থালিতে

ভরিয়া ॥ প্রভু-আগে নিল 'মহাপ্রসাদ' বলিয়া ॥ হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল। ওষ্ঠে করি' থালি-সহ অন্ন লঞা গেল ॥ বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন অমেধ্য হঞা। বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥ তেরছে পড়িল থালি,—মাথা কাটি গেল। মূর্চ্ছিত হঞা আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥ হাহাকার করি' কান্দে সব শিষ্যগণ। সবে আসি' প্রভু-পদে লইল শরণ ॥ তুমি ত' ঈশ্বর সাক্ষাৎ, ক্ষম অপরাধ। জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ ॥ প্রভু কহে,—'সবে কহ, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি'। গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি' ॥ তোমা-সবার 'গুরু' তবে পাইবে চেতন। সব বৌদ্ধ মিলি' করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন ॥ গুরু কর্ণে কহে সবে 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'হরি'। চেতন পাঞা আচার্য্য বলে 'হরি' 'হরি' ॥ কৃষ্ণ বলি' আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয়। দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময় ॥ শিষ্য হই' গুরুর গুরু কৃষ্ণের কৃপায়। জগদ্গুরু এই শিক্ষা দিলা এ লীলায় ॥ অন্তর্হিত হৈয়া ত্রিপতি-ত্রিমল্লে গেলা। তথা ব্যেঙ্কটেশ্বর বিষ্ণু বিগ্রহ দেখিলা ॥ গোবিন্দরাজ, রামচন্দ্র শ্রীমুর্ত্তি দেখিয়া। পানা-শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি দেখিলেন গিয়া প্রবাদ নৃসিংহদেবে পানা সমর্পিলে। অৰ্দ্ধ 'লই'-আর অর্দ্ধ কভু নাহি গিলে ॥ শিবকাঞ্চীবাসী শৈবে বৈষ্ণব করিয়া। বিষ্ণুকাঞ্চী বরদ রাজে দেখিলেন গিয়া ॥ 'ত্রিকালহস্তীতে' বায়ুলিঙ্গ শিবে হেরি। বেদগিরীশ্বর শিবে দরশন করি ॥ তথা দুই বাজ পক্ষী নিত্য আসি খায়। তথা হ'তে বৃদ্ধকোল বরাহ দেখয় ॥ শ্রীমন্দিরে বরাহ বিষ্ণু শিরোপরি যথা। 'শেষ'-নাগ ছত্র ধরি নিত্য আছে তথা ॥ চিদাম্বর, শিয়ালী ভৈরবী, কাবেরীতে। কুম্ভকর্ণ

কপাঙ্গ সরোবর দেখিতে ॥ কাবেরীতে স্নান করি' শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রেতে। চারিমাস ছিলা ব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহেতে ॥

গীতাপাঠ ঃ— দেবাঙ্গনে যুধিষ্ঠির গীতা পাঠ করে। তার ভক্তিযোগের পাঠে কৃপা কৈল তারে ॥

ভট্টেকৃপা ঃ— 'শ্রী'-বৈষ্ণব ভট্ট পূজে লক্ষ্মী-নারায়ণ। রসোৎকর্ষ কৃষ্ণসেবা-দিবার কারণ ॥ কৃষ্ণে নারায়ণে রস তত্ত্বের প্রকার। শাস্ত্র সিদ্ধান্তে প্রভু কহিলা সর্ব্বসার ॥ তত্ত্বে ভেদ নাহি দোঁহে, উৎকর্ষ রসেতে। কৃষ্ণেতে আছয়ে, কহিলেন তার হিতে ॥ কৃপা শক্তি সঞ্চারিয়া মহা কৃপা করি। কৃষ্ণেরে ভজিতে যোগ্য কৈলা গৌর-হরি ॥ গোষ্ঠীর সহিত সবা কৃষ্ণভক্ত করি। ঋষভ পর্ব্বতে নারায়ণে দেখে হরি ॥ পরমানন্দ পুরী সহ তথায় মিলিলা। শ্রীক্ষেত্রে যাইতে তাঁরে অনুরোধ কৈলা ॥ মাদুরায় রামেশ্বর, 'মীনাক্ষী' দেখিলা। তথা এক রামভক্ত নিমন্ত্রণ কৈলা ॥ প্রভুকে ভিক্ষা দিয়া বিপ্র উপবাস কৈল। উপবাস-কারণ প্রভু তাহারে পুছিল ॥ জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী। রাক্ষসে স্পর্শিল শুনি এ দুঃখ কাহিনী ॥ ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি। রাবণে স্পর্শন দূরে, দর্শনে নাহি শক্তি ॥ চিদানন্দমূর্ত্তি সীতা রাবণে দেখিয়া। অন্তর্হিতা হৈলা তথা মায়া-সীতা দিয়া ॥ রাবণ সেই মায়াসীতা হরিয়া লয়। "অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত গোচর না হয় ॥" প্রভুর কথায় বিপ্র বিশ্বাস করিল। প্রাণত্যাগ সঙ্কল্প ছাড়ি শান্ত হইল ॥ মহেন্দ্র-শৈলে পরশুরামেরে দেখিয়া। সেতুবন্ধ, ধনুতীর্থ, রামেশ্বর গিয়া ॥ তথায় দেখিলেন এক বিপ্র-সভায় ॥ কূর্ম্ম-পুরাণ পাঠ হইতেছে তথায় ॥ তার মধ্যে পতিব্রতা-আখ্যানে

কথিত। সীতা হরণের রহস্য যথা উদঘাটিত ॥ পতিব্রতা-শিরোমণি দেখিয়া রাবণ। সীতাদেবী করিলেন অগ্নিকে স্মরণ ॥ সীতার আদেশে অগ্নি 'ছায়াসীতা' করি। রাবণের নিকটেতে রাখিলেন ধরি ॥ মূলসীতা 'বহ্নিপুরে' রহিলেন যথা। রাবণের সাধ্য নাই যাইবারে তথা ॥ পরীক্ষা সময়ে ছায়া অগ্নিতে পশিল। অগ্নিদেব মূলসীতা আনিয়া ধরিল ॥

শ্লোক যথা ঃ— "সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ। তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥ পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা। বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎ পুরস্তাদনীনয়ৎ ॥ (কূর্ম্ম'পুরাণ ও বৃহদগ্নিপুরাণ) ॥ সীতাভক্ত বিপ্রের বিশ্বাস দৃঢ় করিতে। প্রভু সেই পত্র লই' দিলা তার হিতে ॥ তাম্রপর্ণী নদী স্নান, বিষ্ণুমূর্ত্তি হেরি। 'কেরল' ও 'চোল' রাজ্যে ভ্রমিলা শ্রীহরি ॥

ভট্টথারি ঃ— মালাবার-প্রদেশে বহু নম্বুদ্রি-ব্রাহ্মণ। ভট্টথারি তাহাদের পুরোহিত হন। মারণ-উচাটন-বশীকরণ কার্য্যেতে। তান্ত্রিক যাগ-যজ্ঞে পারদর্শী তাহাতে ॥ সন্ন্যাসীর বেশে বাস সামান্য কুটীরে। চৌর্য্যবৃত্তি, প্রতারণা, ব্যবসা আচরে ॥ বহু স্ত্রীলোক বঞ্চিয়া রাখয়ে কুটীরে। তার দ্বারা নিজ দল সমৃদ্ধি আচরে ॥ প্রভু সঙ্গী কৃষ্ণদাস অন্য অভিলাষে। তীর্থযাত্রা-লোভ, কপটী, দুঃসঙ্গের বশে ॥ প্রসঙ্গ না করি পরিচর্য্যার দম্ভেতে। সেবা অপরাধ আর অনুকরণেতে ॥ সেবিয়াও মহাশক্তিমান ভগবান্। কপট, দাম্ভিকের কভু নাহি পরিত্রাণ ॥ কপটতা, অনুকরণ, দুঃসঙ্গ-করণ। মায়ার কবল হ'তে না পায় রক্ষণ ॥ দৌরাত্ম্য না থাকে

যদি সাধক হৃদয়ে। ভক্তি মহাশক্তি তার হৃদে প্রকাশয়ে॥ সর্ব্বদোষ একত্রিত দৌরাত্ম্য কহয়। তাহা দ্বারা সাধকের সর্ব্বনাশ হয়॥ নিজ সঙ্গী সেবকেরে উদ্ধার লাগিয়া। প্রভু তারে কেশে ধরি আনে উদ্ধারিয়া॥ "সেই দাস ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন॥ দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে। সেই প্রভু ধন্য তারে কেশে ধরি আনে॥" তারে উদ্ধারিয়া পয়ঃসিনী করি স্নান। আদিকেশব দেখি প্রেমে মত্ত হন॥

'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়'ঃ— তথা হ'তে ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ পাইলা। লিখাইয়া সেই গ্রন্থ সঙ্গেতে লইলা॥ ব্যতিরেকে শঙ্কর, সেবেন ভগবান্। তাঁর স্নেহে শৃঙ্গেরি মঠেতে প্রভু যান॥

তত্ত্ববাদী শোধন ঃ— মৎস্য-তীর্থ দেখি' তুঙ্গভদ্রায় স্নান। উড়ুপীতে মাধ্ব তত্ত্ববাদী স্থানে যান॥ মধ্বাচার্য্য গোপীচন্দনের তলে যাহা পান॥ সে-গোপাল শ্রীমূর্ত্তি দেখি প্রেমে মত্ত হন॥ সম্ভাষণ না কৈল প্রভুকে 'মায়াবাদী'-জ্ঞানে। প্রেমাবেশ দেখি' বহু করিল সম্মানে॥ বৈষ্ণবাভিমান গর্ব্ব করিতে মোচন। রঘুবর্য্য তীর্থে পুছেন 'সাধ্য-সাধন'॥ তীর্থ বলে,—"বর্ণাশ্রমে আত্মনিবেদন। 'পঞ্চবিধ মুক্তি' পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন॥" প্রভু কহে—"শ্রবণ-কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ-সাধন। কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফল লাভের কারণ॥" প্রভু-আজ্ঞা গুণ দোষ করিয়া বিচার। ধর্ম্ম ত্যজি কৃষ্ণে ভজে উত্তম সদাচার॥ বিনা কর্ম্মে নির্ব্বেদ, কিম্বা কৃষ্ণ-কথা রতি। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে না হবে বিরতি॥ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, একত্ব। শ্রীকৃষ্ণ দিলেও তাহা নাহি লন ভক্ত॥

ঈশ্বরের সত্য-নিত্য বিগ্রহ স্বীকৃত। এইগুণে মাধ্ব মত হয় অঙ্গীকৃত॥ আর সব সিদ্ধান্ত শুদ্ধ-ভক্তির বিরুদ্ধ। শাস্ত্রের বিচারে তাহা করিলেন শুদ্ধ॥ মধ্যে নানা তীর্থ দেখি পাণ্ডর-পুরেতে। বিরল ঠাকুর দেখিলেন হর্ষ চিতে। বিঠ্ঠল চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি। তুকারামে কৃপা কৈলা কীর্ত্তনেতে স্ফুর্ত্তি॥ মৃদঙ্গাদি বাদ্যসহ কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন। সে' প্রদেশে তাহা হ'তে হ'ল প্রবর্ত্তন॥ তথায় শ্রীরঙ্গ পুরীর সহিত মিলন। বিশ্বরূপের সিদ্ধি প্রাপ্তি পাইল সন্ধান॥

কৃষ্ণকর্ণামৃত ঃ— কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ-পাঠের শ্রবণ। উপাদেয় গ্রন্থ জানি' লিখাইয়া লন॥ তাপী নদী স্নান করি' মহিষ্মতিপুরে। নানা তীর্থ দেখি গেলা নর্ম্মদার তীরে॥ ধনুস্তীর্থ দেখি' নির্ব্বিন্ধ্যা-নদীতে স্নান। ঋষ্যমূক-পর্ব্বতেতে করিলা গমন॥ দণ্ডকারণ্য দেখি' সপ্ততাল বিমোচন। বৈকুণ্ঠে পাঠাঞা পম্পা-সরোবরে স্নান॥ নাসিক সহরে দেখি পঞ্চবটী স্থান। সূর্পনখার এস্থানেতে নাসিকা ছেদন॥ ত্র্যম্বক নামে মহাদেবের এই স্থান। ব্রহ্মগিরি দেখি' গোদাবরী জন্মস্থান॥ কুশাবর্ত্ত গোদাবরী সপ্তধারা তীরে। বহুতীর্থ উদ্ধারি গেলা বিদ্যানগরে॥ রামানন্দ রায়সহ মিলিত হইয়া। গ্রন্থদ্বয় দিলা, পুরী যাইতে কহিয়া॥ আলালনাথেতে আসিয়া কৃষ্ণদাসেরে। পাঠালেন পুরী-ভক্তে সংবাদ দিবারে॥ নিত্যানন্দ আদি আলালনাথে আসিয়া। প্রভুকে শ্রীক্ষেত্রে লন আনন্দ করিয়া॥

শ্রীক্ষেত্রে ঃ—সর্ব্বভক্তে মিলি' রহে, কাশীমিশ্র ঘরে। মিশ্র প্রভু-পদে আত্মনিবেদন করে॥ ঐশ্বর্য্য প্রধান ভক্তি তাহার দেখিলা।

'চতুর্ভুজ মূর্ত্তি' প্রভু তাঁরে দেখাইলা ॥ উৎকণ্ঠিত ভক্তে ভট্টাচার্য্য মিলাইলা। 'ভবানন্দ পাণ্ডু, পঞ্চপুত্র পাণ্ডব' কহিলা ॥ সবংশে তাহার সেবা অঙ্গীকার কৈল। দাক্ষিণাত্য সমাচার সবারে কহিল ॥ কালাকৃষ্ণদাস দোষে, তারে ত্যাগ কৈলা। তার তীব্র আর্ত্তি-ক্রন্দনে, ভক্ত আবেদিলা ॥ তারে ক্ষমি প্রসাদসহ গৌড়েতে প্রেরিলা। গৌড়ে শচীমাতার সেবায় নিয়োগিলা ॥ অদ্বৈত আচার্য্য-সহ গৌড় ভক্তগণ। প্রভু দরশনে কৈল শ্রীক্ষেত্রে গমন ॥

স্বরূপদামোদর মিলন :— পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য দামোদর-স্বরূপ। শ্রীললিতা সখী প্রভুর মর্ম্মী অনুরূপ ॥ সঙ্গীতে— গন্ধর্ব্বসম, বিদ্যায়— বৃহস্পতি। শুদ্ধভক্তি পরীক্ষক, আচার্য্য, শুদ্ধমতি ॥ 'হেলোদ্ধূলিত'-শ্লোক করি উচ্চারণ। শ্রীক্ষেত্রেতে প্রভুসহ হইল মিলন ॥

গোবিন্দের সেবা গ্রহণ :— সিদ্ধি প্রাপ্তিকালে ঈশ্বরপুরীর আজ্ঞায়। গোবিন্দ আসিলে, প্রভু ত'ার সেবা লয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ভারতীর চর্ম্মাম্বর ঘুচাইল। কাশীশ্বর গোস্বামী আদি আসিয়া মিলিল ॥ গৌড় হ'তে ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া। নানা সেবা করে সবে চারি মাস রহিয়া ॥ প্রতাপরুদ্র রাজা জগন্নাথে সেবিল। কর্ম্মমিশ্রা বৈধভক্ত্যে প্রেম না পাইল ॥ গৌরভক্তে সেবা করি' প্রভুকৃপা পায়। তাঁদের কৃপা বলে প্রেম লভ্য হয় ॥ : চারি বর্ষ শ্রীক্ষেত্রেতে, দক্ষিণে বর্ষদ্বয়। পঞ্চম বর্ষেতে প্রভু গৌড় দেশে যায় ॥ নানা ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গেতে চলিল। ক্ষেত্র সন্ন্যাসী গদাধর যাইতে নারিল ॥ উড়িষ্যার সীমা পরে যবন অধিকারে। পিছল্দার পরে কেহ যাইতে না পারে ॥ ছদ্মবেশে যবন রাজের এক গুপ্তচর।

প্রভু কৃপা কহি' রাজার দ্রবিল অন্তর ॥ বিশ্বাসের দ্বারা প্রভুর আদেশ লইল। হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ॥ দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমেতে পড়িয়া। দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হৈয়া ॥ যোড়হাতে প্রভু আগে কৃষ্ণ নাম লয়। প্রভু কৃপা দৃষ্ট্যে যবন প্রেমে মত্ত হয় ॥ সেবা করিবার লাগি আজ্ঞা সে মাগিল। 'গঙ্গা-তীরে যাইতে সেবা' মুকুন্দ কহিল ॥ প্রাতে বহু নৌকা সজ্জা প্রভুকে পাঠাল। সুন্দর নৌকায় প্রভুর সগণ উঠাল ॥ জলদস্যু ভয়ে দশ নৌকা সৈন্য ভরি। আপনে চলিলা মহাপ্রভুর সেবা করি ॥ পিছল্‌দায় প্রভু তারে বিদায়ের কালে। তাহার আৰ্ত্তির কথা শুনিলে ভক্তি মিলে ॥ এমন কৃপার কথা কে বর্ণিতে পারে। মদ্যপ, যবন, মন ফিরাতে শক্তি ধরে ॥

গৌড়দেশ উদ্ধার ঃ— পাণিহাটী যান প্রভু রাঘব ভবনে। কৃতার্থ অসংখ্য লোক প্রভু-দরশনে ॥ হালিসহর গেলা ঈশ্বরপুরীর স্থানে। কুমারহট্টেতে শ্রীবাস পণ্ডিত ভবনে ॥ শ্রীবিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতি-ঘরে। লোকের সংঘট্টে গেলা কুলিয়া নগরে ॥ মাধব দাসের গৃহে রহি— দেবানন্দে। গোপাল-চাপালে ক্ষমি অপরাধীবৃন্দে ॥ অনন্ত অৰ্ব্বুদ লোক প্রভুর দর্শনে। কৃষ্ণ নামে মহা মত্ত হইল তখনে ॥

বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন ঃ— বৈষ্ণব নিন্দুক এক চরণে পড়িল। দৌরাত্ম্যহীন, অজ্ঞ, জানি উপায় কহিল ॥ যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব নিন্দন। সেই মুখে কর সদা বৈষ্ণব বন্দন ॥ দৌরাত্ম্যে-কৃতেতে, অপরাধ—জ্ঞাতসারে। কভু না খণ্ডিব তাহা এই বিধি দ্বারে ॥

রামকেলি :— বৃন্দাবন যাত্রা ছলে রূপ সনাতনে। রামকেলি গেলা প্রভু দোঁহার মিলনে ॥ অর্দ্ধরাত্রে আসি দোঁহে প্রভুর চরণে। দন্তে তৃণ ধরি করে আত্মনিবেদনে ॥ তাঁর দৈন্যে বিগলিত প্রভুর হৃদয়। আত্মসাৎ করি দোহে দিলেন বিদায় ॥ সনাতন কহে এত লোকের সংহতি। বৃন্দাবন গমনের নাহি হয় রীতি। রূপানুগ বিনা নহে ব্রজের ভজন। তাহা শিখাইতে প্রভু না কৈলা গমন ॥ কৃষ্ণ চিত্র দেখি কানাই-নাটশালায়। শান্তিপুরে গেলা প্রভু আচার্য্য আলয় ॥ আচার্য্যের গৃহে এক সন্ন্যাসী আসিলা। কেশব ভারতী প্রভু-সম্বন্ধ পুছিলা ॥ গূঢ়তত্ত্ব সংগোপিয়া আচার্য্য তখন। 'চৈতন্যের গুরু ভারতী' তাহারে কহেন। পঞ্চ-বৎসরের শিশু শ্রীঅচ্যুতানন্দ। যাইয়া কহেন "কভু এ নহে সম্বন্ধ ॥ চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য-গোসাই। তার গুরু, কেহ হয়— কোন শাস্ত্রে নাই ॥" আর না কহিব কভু, কহেন আচার্য্য। চৈতন্য পার্ষদ জানি আনন্দে অধৈর্য্য ॥ এমন সময়ে প্রভু আচার্য্য গৃহেতে। আসিয়া উঠিলা তার প্রার্থনা পূরাতে ॥ শ্রীশচীমাতাকে নিজ গৃহেতে আনিয়া। প্রভুকে করান ভিক্ষা রন্ধন করিয়া ॥

মুরারি গুপ্ত :— মুরারি রচিত রাম-স্তোত্রাষ্টক পড়িতে। শুনি, সুখে রামদাস লিখে কপালেতে ॥

বৈষ্ণবাপরাধ :— কুষ্ঠরোগী প্রভু পদে কান্দিতে কান্দিতে। শরণ লইল আর্ত্ত ব্যাধি মুক্ত হতে ॥ বৈষ্ণবাপরাধের প্রভু কহিল বিধান। কুষ্ঠ হ'তে বহু দুঃখ কুম্ভীপাক স্থান ॥ বৈষ্ণব চরণে আছে অপরাধ যা'র। কৃষ্ণও না করেন কভু তার প্রতি-কার।

যে বৈষ্ণব চরণে অপরাধ হয় যা'র। তিনি ক্ষমা করিলেই তাহার নিস্তার ॥

মাধবেন্দ্রপুরী-তিথি পালন :— শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর তিথি-আরাধন। মহৈশ্বর্য্যে প্রভু সহ করিলা পালন॥ আচার্য্য—'নন্দীশ্বর শিবের অবতার।' ইঙ্গিতে জানান প্রভু মাহাত্ম্য তাঁহার॥ কুমারহট্টেতে গেলা শ্রীবাস-গৃহেতে। বহু ভক্ত আসিলেন প্রভুকে মিলিতে॥ বাসুদেব দত্তের গুণ কহিলা অপার। পাণিহাটি রাঘব-গৃহে গমন তাঁহার॥ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহি, সেবাভার দিলা। তথাকার ভক্ত সব আসিয়া মিলিলা॥ সবাবাঞ্ছা পুরি গেলা বরাহনগরে। রঘুনাথ ভাগবত আচার্য্যের ঘরে॥ গঙ্গাতীরে যত ভক্ত সবা গৃহে গিয়া। আশাতীত কৃপা দান সবারে করিয়া॥

বৃন্দাবন যাত্রা :— পুরী গিয়া তথা হতে ঝারিখণ্ড পথে। ভৃত্যসহ বলভদ্রে লইলেন সাথে॥ পথে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগী আদি পশুগণ। প্রভুকৃপা পাই করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥ হিংসা ছাড়ি কৃষ্ণ নামে সবে নৃত্য করে। কৃষ্ণ নামে মহামত্ত করিলা সবারে॥ মহতের কৃপালব্ধ জীবে যোগমায়া। একত্রিত করি রাখে কৃপার লাগিয়া॥ পুর্ব্বের সুকৃতি বলে পশু পক্ষীগণ। হিংসা ছাড়ি মত্ত হৈয়া করে সঙ্কীর্ত্তন॥ এত কৃপা কোন অবতারে করে নাই। যে কৃপা প্রকট কৈল চৈতন্য গোসাই॥ বনে ভট্টাচার্য্য-সেবায় প্রভু তুষ্ট অতি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপে প্রভু, ভট্ট করে স্তুতি॥

কাশীর বিবরণ :— অসি ও বরুণাক্ষেত্র পবিত্র কারণ। বারাণসীতে প্রভু করিলেন গমন॥ বিষ্ণুকর্ণ মণি পড়ে মনিকনিকা নাম। তাহা পবিত্রিয়া প্রভু করে কৃষ্ণনাম॥ মৃত্যুকালে ত্রাণে

শম্ভু দিয়া 'রাম নাম'। তপনমিশ্র প্রভু দেখি করেন প্রণাম। বিশ্বেশ্বর, বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া। তপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহিয়া॥ চন্দ্রশেখর প্রভুর দাস পুরাতন। আসিয়া করিলা প্রভুর চরণ বন্দন॥ ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী, যমুনা। গঙ্গা, পঞ্চ-নদীতে স্নানে পুরান বাসনা॥ বিন্দুমাধব দেখি' শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ। হনুমান, সীতারাম করিল দর্শন॥ চৈতন্যবটের তলে বিশ্রাম করিলা। মহারাষ্ট্রী বিপ্রে প্রেম দেখি' বিস্মিত হইলা॥ চন্দ্রশেখর কহে, কাশী—মায়াবাদী স্থান। কিছুদিন রহি প্রভু আম কর ত্রাণ॥ প্রভুরূপে-গুণে মুগ্ধ বিপ্র একজন। প্রকাশানন্দের সভায় কহে বিবরণ॥ প্রকাশানন্দ কহে, আসিয়াছেন এক। ভাবুক, ইন্দ্রজালী, সন্ন্যাসী, প্রতারক॥ কাশীতে না বিকাবে চৈতন্য ভাবকেলি। প্রভু-নিন্দা শুনি দুঃখ পাঞা গেল চলি। প্রভু কহে,—"মায়াবাদী অপরাধী হয়। কৃষ্ণনাম নাহি স্ফুরে তাহার জিহ্বায়"॥ তারে আত্মসাৎ করি কহে গৌরহরি। অল্প শ্রদ্ধা পেলে ভাসাইব কাশীপুরী॥

প্রয়াগ প্রসঙ্গ ঃ— তথা হতে মহাপ্রভু প্রয়াগে চলিলা। তিনদিন থাকি লোকে প্রেমে মত্ত কৈলা॥ বল্লভ-ভট্ট প্রভু দেখি' বিস্মিত হইয়া। আড়াইলে লইয়া গেলা নৌকা করিয়া॥ বহু সেবা করিলেন করিয়া যতন। নিজ হস্তে করিলেন শ্রীপাদ সেবন॥ রঘুপতি উপাধ্যায় প্রভুর চরণে। শরণ লইতে প্রভু কহিলেন তানে॥ প্রভু কহে,—উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান' কায়? "শ্যামমেব পরং রূপং" কহে উপাধ্যায়॥ শ্যাম-রূপের বাসস্থান 'শ্রেষ্ঠ মান' কায়? 'পুরী মধুপুরী বরা'

কহে উপাধ্যায়॥ 'বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে, শ্রেষ্ঠ মান' কায়? 'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়॥ রসগণ-মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায়? 'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায়॥ প্রভু কহে,—ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে। প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন করে॥ যত গ্রামের লোক আসে প্রভুর দর্শনে। 'কৃষ্ণভক্ত' হইলেন প্রভু কৃপাগুণে॥

মথুরা প্রসঙ্গ ঃ— মথুরায় বিশ্রাম তীর্থেতে করি স্নান। জন্মস্থানে আসি কৈল কেশব দর্শন॥ মাধব পুরীর শিষ্য বিপ্র সনোড়িয়া। তার ঘরে ভিক্ষা কৈল বৈষ্ণব জানিয়া॥ বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভূমি কৃষ্ণ জন্মস্থান। 'বাসুদেব-স্বরূপের' নিত্য অধিষ্ঠান॥ নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানী কংস, স্মার্ত্ত সে রজক। তাহাদের হস্ত হ'তে কৃষ্ণই রক্ষক॥ বৈকুণ্ঠে আড়াই রস কেবল অজত্ব। অজের জন্মের লাগি' মথুরার শ্রেষ্ঠত্ব॥ রজোহীন বিরজা, মথুরা-চারিধারে। আলোকময় ব্রহ্মলোক মথুরা-বাহিরে॥ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে আছে কালত্রয় ভেদ। বিরজার পারে নাহি সে সব বিভেদ॥ হেয় ঐতিহাসিক ক্ষুদ্রবুদ্ধি-অগোচর। অখণ্ড কাল, ইতিহাস নিত্য সেবাপর॥ আল্লা, গড্, হ'তে বড় 'বাসুদেব' নাম। ভগবদ্-বস্তু-স্বরূপ-বিজ্ঞানে উত্তম॥ দ্বারকা, মথুরা আর গোকুল-নাথেতে। পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম, প্রকাশেতে॥ কৃষ্ণের নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিবার। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির নাহি অধিকার॥

দ্বাদশ বন ঃ— মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্যবন। খদির, বৃন্দা, যমুনা পশ্চিমে সপ্ত হন। ভদ্র, ভাণ্ডীর, বেল, লৌহ ও মহাবন। যমুনার পূর্ব্বেতে এ পঞ্চ বিরাজমান॥

চব্বিশ উপবন :— গোবর্দ্ধন, গোকুল, বর্ষাণ, নন্দগাঁও। সঙ্কেত, পরমাদরা, আড়িং, উচাগাঁও ॥ রাধাকুণ্ড, খেলন, মাট, গন্ধর্ব্ববন। শেষশায়ী, বিল্‌ছু, আদিবদ্রী, বাচ্‌বন ॥ আঁজনখ, করালা, আর কোকিলাবন। পিয়াসো, দধিগাঁও, রাভেল, কোটবন ॥

পঞ্চ পর্ব্বত : —গোবর্দ্ধন, বর্ষাণ, নন্দীশ্বরাদি যত। ছোট বড় চরণপাহাড়ী পঞ্চ পর্ব্বত ॥

সপ্ত সরোবর :— মানস, কুসুম, চন্দ্র, প্রেমসরোবর। নারায়ণ, মান, পাবন, সপ্ত সরোবর ॥

সপ্ত চরণচিহ্ন :— নন্দগ্রামে, সুরভীকুণ্ডতটে, হস্তিপদে। গোবর্দ্ধন, বড় ছোট চরণপাহাড়ী দ্বয়ে ॥

সপ্ত বলদেব মূর্ত্তি :—বিলাসবনে, আড়ীঙ্গে, আর উচাগাঁওয়ে। নন্দগ্রামে, নরীসেম্‌রী, ডেঁাজপাসে, ভ্রিখিনগাঁওয়ে ॥

ছয়টি ঝুলন-স্থান :—গোবর্দ্ধনে, শ্রীসঙ্কেতে, শ্রীরাধাকুণ্ডেতে। কর্‌হলাগ্রামে, আঁজনোখ, শ্রীবৃন্দাবনেতে ॥

ছয়টি দানলীলা স্থান :— গোবর্দ্ধন, কর্‌হলাগ্রামে, দানঘাটে। কদমখণ্ডী, গহ্বরবনে, সাক্‌রী খোটে ॥

নয়টি ক্ষেত্রপাল-শিব :— গোপেশ্বর, ভূতেশ্বর ও গোকর্ণেশ্বর। রঙ্গেশ্বর, কামেশ্বর আর নন্দীশ্বর। হতরেশ্বর, চকলেশ্বর, বৃদ্ধেশ্বর ॥ ক্ষেত্রের পালনকারী নয়টি ধামেশ্বর। ব্রজের সকল স্থান পরিক্রমা করি। মহাপ্রেমে মত্ত হৈলা শ্রীগৌরহরি ॥ প্রভুরে যে দেখে, সেই প্রেমে মত্ত হয়। তাহারে যে দেখে সেই কৃষ্ণনাম গায় ॥ বৃন্দাবনে চীরঘাটে প্রভু করি স্নান। লোকভীড়ে আম্‌লিতলায়

কৃষ্ণনাম গান ॥ অক্রূরতীর্থে রহি লোক-ভীড় ভয়েতে। পরে বৃন্দাবনে রহে আম্‌লিতলাতে ॥ কৃষ্ণদাস রাজপুত স্বপন দেখিয়া। আশ্রয় লইল প্রভু-পাদপদ্মে গিয়া ॥ প্রভু কৃপা লভি, কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া। প্রভু পাশে সদা রহে স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া ॥ জনরব উঠে কালিদহে নাগশিরে। মণিজ্বলে কৃষ্ণ তার শিরে নৃত্য করে ॥ বলভদ্র তাহা শুনি, দেখিবারে চায়। 'কলিতে না আসেন কৃষ্ণ' প্রভু তাঁরে কয় ॥ নৌকায় কালীয়-জ্ঞান—দ্বীপে রত্ন ভায়। ধীবরেরে কৃষ্ণজ্ঞান অজ্ঞজনে কয় ॥ শিষ্টলোক কহি করে প্রভু দরশন। প্রভু দেখি, সবার হইল কৃষ্ণজ্ঞান ॥ এত সেবা করি ভট্ট বিবর্ত্তে পড়িল। প্রভু কৃপা বলে, কারো বিবর্ত্ত না হৈল ॥ প্রসঙ্গ-সেবার লোকে মাহাত্ম্য জানাতে। প্রসঙ্গের সহিত পরিচর্য্যার স্মরীতে ॥

প্রভুর প্রেমোন্মাদঃ— ঘাটে বসি চিন্তে প্রভু দর্শন-প্রভাব। অক্রূরের ঐশ্বর্য্যসহ ব্রজ-প্রেমভাব ॥ ব্রজের মাধুর্য্য প্রেমে উন্মত্ত হইয়া। পড়িলেন প্রভু যমুনায় ঝাঁপ দিয়া ॥ ভট্ট যুক্তি করি কহে সহ কৃষ্ণদাস। ভিক্ষার দৌরাত্ম্য আর প্রভুর প্রেমাবেশ ॥ লোকের সঙ্ঘট্ট এথা না পারি সহিতে। মাঘ স্নানে চল প্রভু সত্বর প্রয়াগেতে ॥

ভট্টসেবায় তুষ্ট প্রভুঃ— ভট্টসেবায় তুষ্ট হঞা কৈল অঙ্গীকারে। প্রভু তীর্থদ্বয়ে তীর্থীকৃত করিবারে ॥ স্মার্ত্তকৃত্য মাঘ-স্নান প্রভু কার্য্য নয়। রূপ-সনাতনে কৃপা মুখ্য অভিপ্রায় ॥ মহাপ্রেমামৃত রত্ন করিতে প্রদান। মহাপ্রভু করিলেন প্রয়াগে গমন ॥ সঙ্গীসহ ভট্টাচার্য্য বিপ্র সানোড়িয়া। প্রেমী কৃষ্ণদাস সহ গঙ্গাতীর দিয়া ॥ রাখালের বংশী শুনি দেখি গাভীগণে।

মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু কৃষ্ণ উদ্দীপনে ।। হেনকালে অশ্বারোহী পাঠান দশজন। ঠগ্‌ বলি' চারি জনে করিল বন্ধন ।। ক্ষণকালে বাহ্যদশা প্রভু প্রকাশিল। প্রভুকৃপা লভি' পাঠান বৈষ্ণব হইল।। 'পাঠান বৈষ্ণব বলি' তার খ্যাতি হৈল। সর্ব্বত্র প্রভুর কীর্ত্তি গাইতে লাগিল ।। 'শ্রীবিজলী খাঁন' মহাভাগবত হইল। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু ঐছে লীলা কৈল ।।

প্রয়াগ প্রসঙ্গ :— পঞ্চম সংস্কার যাগ প্রকৃষ্ট হইলে। শুদ্ধ ভক্তিযজ্ঞে দিব্যজ্ঞান সুষ্ঠু ফলে ॥ গুরুপদে সমর্পিত সৌভাগ্য-বলেতে। সর্ব্বাত্মস্নপনে পারে কৃতার্থ হইতে ।। কর্ম্ম', জ্ঞান-তীর্থে স্নান সম্যক না হয়। রূপের ভক্তিরসামৃতে স্নান না করয় ।। ঔদার্য্যময় রূপমাধুর্য্য প্রকটিয়া। অনর্পিত মহাপ্রেম রসেতে প্লাবিয়া ॥ যে লাগি প্রকট হৈলা মহাপ্রভু জগতে। পূর্ণতম-ভাবে দিলা রূপের দ্বারাতে ॥ কোটি কুম্ভস্নান, কল্প প্রয়াগ-বাসেতে। আত্মার মঙ্গল কভু নারিবে সাধিতে ॥ বেদের সম্বন্ধ জ্ঞানের শান্ত রসেতে। মহাভারতের কৃষ্ণ বিষ্ণুর লীলাতে ॥ সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে 'শ্রদ্ধা' মূল হয়। ভাবভক্তি পর্য্যায়েতে 'রতি' মূল বিষয় ॥ প্রেমভক্তি পর্য্যায়েতে রসই মূলাশ্রয়। গৌর কৃপা বিনা ইহা বুঝা নাহি যায় ॥ স্বরূপরামরায়-সহ যে সব বিচার। বলভদ্র চরিত্রেতে বিন্দু নাহি তার ॥ আধ্যক্ষিক জড়-চক্ষে গুরু-কৃষ্ণ দর্শন। কর্ম্মমিশ্রা ভক্ত ধ্রুব বিচার শোধন ।। প্রয়াগেতে রূপ শিক্ষা শ্রেষ্ঠতম দান। রূপে শক্তি সঞ্চারিয়া অপূর্ব্ব বিধান ।। রামানন্দ স্থানে প্রভু যে তত্ত্ব শুনিলা। সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সার রূপে সমর্পিলা ।। অর্চ্চা, অন্তর্য্যামী, বৈভব, ব্যূহ

পরতত্ত্ব। কৃষ্ণ বিনা আর কেহ নহে পরতত্ত্ব ॥ পরতত্ত্বে— 'অপ্রাকৃত' ব্যূহ, বৈভবে— অধোক্ষজ। অন্তর্য্যামি— অপরোক্ষ, অর্চ্চা—পরোক্ষ, প্রত্যক্ষজ ॥ অধোক্ষজ সেবায় হয় অনর্থনিবৃত্তি। চতুর্ভুজ চারি অস্ত্রে ছেদে অনর্থ বৃত্তি ॥ অধোক্ষজ বস্তুতে আছে মর্য্যাদা বিচার। অপ্রাকৃতে মর্য্যাদার নাহি অধিকার ॥ অনর্থ উপশান্তিতে অপ্রাকৃত বিচার। অপ্রাকৃত-তত্ত্ব— দ্বিভূজ-মুরলীধর ॥ প্রাকৃত প্রত্যক্ষ, অনুমানে উপাসনা। তার বিকৃত প্রতিফলনে হেয়ত্ব সাধনা। শ্রীরাধাগোবিন্দ সেবার পরম মাহাত্ম্য। তাঁর উপাসনা সেবার সর্ব্বোত্তমত্ব ॥ তাঁহার সেবকগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। সে ভক্তের ভক্ত সেবাই পরম মাহাত্ম্য ॥ ঐতিহাসিক, রূপক নহে শ্রীকৃষ্ণের রূপ। অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রামের উপাসনা। রসের পূর্ণতা নাহি রাধা-কৃষ্ণ বিনা ॥ আড়াই রসেতে নারায়ণের সেবা হ'তে। ব্রজসখা শ্রেষ্ঠ, চড়ে কৃষ্ণের স্কন্ধেতে ॥ তা হ'তে শ্রেষ্ঠত্ব আছে বাৎসল্য রসেতে। ততোধিক শ্রেষ্ঠত্ব আছে বিশ্রম্ভ সখ্যেতে ॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোপীগণের সর্ব্বাঙ্গ সেবায়। কিশোর কৃষ্ণের উপাসনা চমৎকৃতিময় ॥ ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব পরাকাষ্ঠা সেবা। রূপানুগগণ-গম্য, মাহাত্ম্য জানে কেবা ॥ গৌর-নারায়ণ-লীলা নবদ্বীপে করি। ঐশ্বর্য্য-ঔদার্য্যসহ সংযোগ বিস্তারি ॥ বৈধ-গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিধানে। গৌরকৃপা মহানিধি অনর্পিত দানে ॥ নিতাই অদ্বৈতে করি সে ভার অর্পণ। আপনি দক্ষিণে গিয়া প্রেম কৈল দান ॥ বিশ্বম্ভর লীলায় তাহা পরিপূর্ণ করি। অনর্পিত গৌর-কৃপা তাহাতে সঞ্চারি ॥ ব্রজে যাই কৃষ্ণ-লীলা আশ্রয়ের ভাবে।

আস্বাদিল ঔদার্য্য-লীলা অপরূপ রূপে ।॥ সর্ব শ্রেষ্ঠতম ব্রজ উন্নত উজ্জ্বল । রসোৎকর্ষতম প্রেম মহারত্ন সকল ।। অনর্পিত মহারত্ন করি একত্রিত । গৌর প্রেম মহারসে করি বিভাবিত ॥ ঔদার্য্য-লীলায় মহা কৃপা সমন্বিত । সর্ব্বাধার, সর্ব্বশক্তি, করি বিভাবিত । অসমোর্দ্ধ কৃপা রস-বন্যা প্রবাহিয়া । শ্রীরূপেতে সমর্পিলা শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ গৌর প্রেম রসার্ণবের উখাড়ি ভাণ্ডার । শক্তি দিয়া অর্পিলা প্রভু রূপের উপর ।। কালে, পাত্রে, দ্রব্যে, জ্ঞানের সম্বলেতে যাহা । নাহি মিলে যে বস্তু প্রভু, রূপে দিলা তাহা ।। নাম, মন্ত্র, অর্চ্চা, বিধিতে রাধা কৃষ্ণেরে সেবিলে । ঐশ্বর্য্য সংযুক্ত হ'লে বিষ্ণুভক্তি মিলে ।। শাস্ত্র, মন্ত্র, ঋষি, সম্বন্ধ, সাধন তত্ত্ব । সাধ্য, আধার এই সপ্ত-তত্ত্বে প্রকাশিত ।। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রমাণ শিরোমণি । অষ্টাদশাক্ষর বলি' মন্ত্ররাজ জানি ।। রাধা সর্ব্ব গুরু, ভক্তি মূল-স্বরূপিণী । উপাস্য রাধা-কৃষ্ণ মিলিত গৌর গুণমণি ।। কীর্ত্তনাখ্য কৃষ্ণভক্তি সাধন সর্ব্বোত্তম । রূপানুগ গৌড়ীয় সাধ্য পরাকাষ্ঠা প্রেম ।। পরম পরাকাষ্ঠা রাধাকুণ্ডের সেবন । প্রভুর বৈশিষ্ট্য জানে রূপানুগগণ ।। শ্রীরূপের কৃপা বিনা কেহ নাহি জানে । এ গূঢ় সিদ্ধান্ত প্রভু কহিলা আপনে ।। কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রান্ত । সব শিখাইল রূপে ভাগবত সিদ্ধান্ত ।। প্রভুর মনোঽভীষ্ট রূপ মাত্র জানে । তাতে কৃপা শক্তি দিয়া সম্পত্তি প্রদানে ।। তাহার সহায় কেবল শ্রীসনাতন । তাঁরে ভার দিতে যত রূপের শিক্ষণ ।। তার মাত্র যোগ্য পাত্র হন সনাতন । সম্বন্ধ তত্ত্বের পূর্ণ অভিধেয় ধন ।। দোহা দ্বারে সম্বন্ধ, অভিধেয় বিজ্ঞান । দাস রঘুনাথে দিলা-তত্ত্ব প্রয়োজন ।। সম্বন্ধ তত্ত্বের শিক্ষা সনাতনে

দিতে। প্রয়াগ হইতে প্রভু চলিলা কাশীতে ॥

সনাতন শিক্ষা ঃ— সনাতনে আনিলেন করি আকর্ষণ। অন্য দ্বারা তাহা না হইবে কদাচন॥ কৃষ্ণ গৌর প্রকোষ্ঠদ্বয় নিত্য ধামেতে। ইঁহাদের স্থান তথা গৌর কৃষ্ণ সেবিতে॥ যে লাগি আসিলা যাহা করিতে প্রদান। অন্য দ্বারা তাহা না হইবে কদাচন॥ সেই লাগি প্রভু নিজ অবতার কালে। সর্ব্বদাই নিজ নিত্যসঙ্গীসহ চলে॥ প্রশ্ন করিবার শক্তি সনাতনে দিয়া। উত্তর দিলেন প্রভু শক্তি সঞ্চারিয়া॥ সর্ব্ব গূঢ় শুদ্ধ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধ বিজ্ঞান। অদ্ভুত প্রণালী দ্বারে করান শিক্ষণ॥ 'আত্মারাম' শ্লোকের অর্থ অপূর্ব্ব বিধানে। একষষ্ঠিতম অর্থ প্রভু করিলা ব্যাখ্যানে॥ বৈষ্ণব স্মৃতির সূত্র হরিভক্তি বিলাস। অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত রত্ন করিতে প্রকাশ॥ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভার দোহে সমর্পিয়া। শুদ্ধ-ভক্তি প্রদানেতে আনন্দিত হিয়া॥ ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ভ্রমণ-বিলাসে। সংক্ষেপে এথায় তাহা হইল প্রকাশে॥

প্রকাশানন্দ উদ্ধার ঃ— তত্ত্ববস্তু চিদ্বিলাস, চিদ্বৈচিত্র্য নাই। কেবল চিন্মাত্র কাশীর মায়াবাদী কয়॥ সকলেই প্রকৃতিবাদী ব্রহ্ম-বাদী নয়। কাশীর মায়াবাদী মুখে ব্রহ্মবাদী কয়॥ ব্রহ্ম প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য না করে স্বীকার। সমন্বয়বাদে মায়া ব্রহ্ম অভিন্ন আকার॥ ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাধীন। তত্ত্ববস্তু চিদ্বৈচিত্র্য নহে কল্পনাধীন॥ সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী মায়াবাদী জানি। তাহার শোধন প্রভু করিলা আপনি॥ প্রকাশানন্দ কাশীতে সন্ন্যাসী প্রধান। বিচার সভায় তারে করিলা শোধন॥ মায়াবাদ দুষ্টক্ষেত্র করিয়া শোধন। প্রবাহ করিলা তথা প্রেমের প্লাবন॥ কৃষ্ণ নামে

মত্ত হৈল যত কাশীবাসী। প্রভু কৃপা লভিলেন যতেক সন্ন্যাসী। রূপ-সনাতনে পাঠাইলা বৃন্দাবনে। রূপানুগ শুদ্ধ ভক্তে করিতে পালনে ॥

সুবুদ্ধি রায়ের বৃত্তান্ত :—সুবুদ্ধি রায় প্রায়শ্চিত্ত লাগি প্রভুকে পুছিল। প্রভু তারে কৃপা করি উপায় কহিল ।। প্রভু কহে— 'ইহা হৈতে যাহ 'বৃন্দাবন'। নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ দোষ যাবে। আর 'নাম' লৈতে 'কৃষ্ণ' চরণ পাইবে ॥ আর কৃষ্ণ নাম লৈতে কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি। মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥ বলভদ্র-সঙ্গে প্রভু শ্রীক্ষেত্রে চলিলা। সর্ব্ব ভক্ত মিলি, কাশীমিশ্র-গৃহে রহিলা ॥" স্বভজন বিভজন প্রয়োজনাবতারী। বিভজনে, নারায়ণ, ভ্রমণে, বিস্তারী ॥ গৌর-নারায়ণে— ঐশ্বর্য্য-ঔদার্য্য মিশ্রণ। মাধুর্য্য প্রবল, ঐশ্বর্য্য কিছু প্রকটন ॥ গার্হস্থ্যলীলায় দৈববর্ণাশ্রম বিধি। গয়াযাত্রা পর্য্যন্ত তাহার অবধি ॥ মধ্যে মধ্যে অনর্পিত প্রেমের প্রকার। সর্ব্ব সম্মিলনে মহাবল প্রেমাধার ॥ পূর্ব্ববঙ্গে সম্বিদের প্রকাশ বিচিত্র। কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদে বিচিত্র ।। শরণাগতি বিধি ব্রজপ্রেম দিতে। অনর্পিত প্রেমলীলার উপায় বর্ণিতে ॥ সন্ন্যাসান্তে শ্রীক্ষেত্রে বামণের লীলা। কর্ম্ম জ্ঞান-যোগপন্থা কৌশলে শোধিলা ।। দক্ষিণ-গমন রীতি অপূর্ব্ব বিধান। নানা মতবাদ শোধি ভক্তিতে প্রবর্ত্তন ।। পুনঃ গৌড়ে যাত্রা রূপ-সনাতনে আকর্ষণ। রূপানুগ মহারত্ন প্রকাশ কারণ ।। ঝারিখণ্ড পথে যাত্রা অপূর্ব্ব বিধান। শান্তভক্তে ব্রজরস কৌশলে প্রদান ॥ বৃন্দাবন, কাশী আর প্রয়াগ ভ্রমণ। সর্ব্বোত্তম ব্রজপ্রেম প্রদান কারণ ॥

শ্রীক্ষেত্র-বিলাস

সার্ব্বভৌম শোধন ঃ— জগন্নাথ দর্শন প্রভুর অদ্ভুত প্রকাশ। যাহাতে আছয়ে প্রভুর সর্ব্ব অভিলাষ॥ শ্রীক্ষেত্রে আছয়ে প্রভুর যত অভিমত। তাহা আরম্ভিল প্রভু নিজ ভক্ত সাথ॥ ক্ষেত্রের শোধন লাগি সার্ব্বভৌম ভূমিকে। প্রথমে প্রকাশে শুদ্ধ করিতে তাহাকে॥ বৃহস্পতি-অবতার মায়াবাদ দোষে। তাহাকে শোধেন প্রভু অশেষ বিশেষে॥ নিজ শক্তি প্রকাশিয়া গোপীনাথ দ্বারে। বিশুদ্ধ করিলা তারে শাস্ত্রের বিচারে॥ জড় বিদ্যা দম্ভ চূর্ণ নবদ্বীপে করি। মায়াবাদ শোধে প্রভু সর্ব্ব অবতারী॥ বিদ্যার প্রভাবে আর তর্কের আশ্রয়ে। বেদান্ত ব্যাখ্যন কৈলে মায়াবাদাশ্রয়ে॥ কৃপা বিনা যেই বিদ্যা সর্ব্বনাশ করে। প্রভু কৃপা যুক্ত হ'লে তা'হতে নিস্তারে॥ বেদান্ত-কেশরী ধ্বনি সবা স্তব্ধ করে। মায়াবাদ দুষ্ট হলে সর্ব্বানর্থ ধরে॥ যে অনর্থ নাশিবরে প্রভুর যতন। আসি দেখে' মায়াবিষ্ট আছে নিজ জন॥ অধোক্ষজ ভগবান্ নিজ সঙ্গোপিয়া। হস্ত পদহীন হই' আছেন বসিয়া॥। ভট্টাচার্য্যে কৃপা আর অধোক্ষজ তত্ত্ব। এই দুই কার্য্য লাগি প্রকাশে মাহাত্ম্য॥ জগন্নাথ আগে পড়ে স্বরূপার মহাভাবে হই' বিভাবিত। সার্ব্বভৌমে কৃপা তাঁর প্রথম প্রকাশ। হইয়া মূর্চ্ছিত॥

তাঁরে আকর্ষিয়া ল'ন জগন্নাথ-পাশ ॥ প্রকাশ লাগিয়া কৃপা—সেবার গ্রহণ। তত্ত্ব প্রকাশিতে ষড়ভুজ প্রদর্শন॥ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মতে করিতে স্থাপন। করালেন ভট্টাচার্য্যে বেদান্ত শ্রবণ॥ অধোক্ষজ চারি হস্তে অনর্থ নাশিয়া। কৃষ্ণ-কৃপা দুই হস্ত তা'তে সংযোগিয়া॥ এই ছয় হস্ত-মূর্ত্তি তাঁরে প্রকাশিয়া। আত্মসাৎ কৈলা প্রভু করুণা করিয়া॥ বিশুদ্ধ বেদান্ত শিক্ষা সার্ব্বভৌমে দিয়া। অসংখ্য মায়াবাদীগণের উদ্ধার লাগিয়া॥ মায়াবাদ-শূন্য হৃদে ঈশ্বর দর্শন। দর্শনের বিধি প্রভু করিলা স্থাপন॥ নিজ তত্ত্ব সার্ব্বভৌম-হৃদে প্রকাশিয়া। চৈতন্য শতকেতে তাহা প্রকাশ লাগিয়া॥ মায়াবাদের শ্রেষ্ঠাচার্য্য ছিল ভট্টাচার্য্য। তাহারে শোধিতে শক্তি ধরেন আশ্চর্য্য॥ সেই ভট্টাচার্য হৈল প্রভুর প্রিয় ভক্ত। এত বড় চৈতন্যের কৃপার মাহাত্ম্য। 'আত্মারাম' শ্লোকের করে অষ্টাদশ অর্থ। তাহা শুনি ভট্টাচার্য্য হইল কৃতার্থ॥ আর দুই শ্লোকে গৌর-মাহাত্ম্য বিস্তার। ভক্তগণ কণ্ঠে শোভে যেন মণিহার॥ সাযুজ্য মুক্তির প্রতি ঘৃণা দেখাইতে। 'মুক্তিপদ' স্থানে 'ভক্তিপদ' বাখানেতে॥ কাশীমিশ্র গৃহে থাকি ভক্ত সম্মেলন। বৈধ ভক্ত কাশী মিশ্রে চতুর্ভুজ প্রদর্শন॥

গুণ্ডিচা সম্মার্জ্জন :— বৈধ ভক্তগণ-চিত্ত করিতে শোধন। স্বগণ সহিত কৈলা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন॥ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-পন্থা ভক্তির সাধনে। আবর্জ্জনা রূপে দোষে হৃদয় কাননে॥ তাহাদের দোষ শুদ্ধি, আর সম্মার্জ্জন। ভক্ত কৃপা বিনা তাহা না হয় কখন॥ এই লাগি নিজ ভক্ত সঙ্গে, নিজে গিয়া। শিখায়েন কৃষ্ণ বাস যোগ্য নিরূপিয়া॥ কর্ম্মকাণ্ডের আবর্জ্জনা করি উৎপাটিতে।

জ্ঞানের কঙ্কর যত করি একত্রিত ।। যোগমার্গের ধূলি রাশি সম্মার্জ্জনী-দ্বারে। সকলি ফেলান হৃদ-মন্দির-বাহিরে ॥ ভক্তকৃপা, সাধনাঙ্গে বিধৌত করিয়া। বৈরাগ্য সাধন বস্ত্রের-দ্বারেতে মুছিয়া ।। প্রভুকৃপা শুভদৃষ্টে স্নিগ্ধোজ্জ্বল করি। কৃষ্ণের সেবন-যোগ্য শিখান শ্রীহরি ।। গৌড়ীয়ের নীতি এথা নহেত শোভন। স্বরূপ-দ্বারে গৌড়ীয়ারে বাহির কারণ ॥ রূপানুগগণের এথা নাহি প্রয়োজন। বৈধ সাধক ভক্তের গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ॥ সর্ব্বরসে সর্ব্ববিধ ভক্তের শোধন। স্বরূপের দ্বারে প্রভু করেন সমাধান ॥

গোপালের মূর্চ্ছা :— দাস্য, সখ্য, রসের ভক্ত আচার্য্য-নন্দন। গোপালে করিতে কৃপা প্রভুর যতন ॥ রাগ-মার্গে প্রবেশিতে মূর্চ্ছিত হইল। তার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবারে আচার্য্য নারিল ॥ প্রভু কৃপা লভি সেই কৃতার্থ হইল। এ গূঢ় রহস্য কথা কেহ না জানিল ।।

রথযাত্রা :— বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হ'লে—রথে আরোহণে। নগর ভ্রমণ-প্রথা আছে সর্ব্বস্থানে ।। পূর্ব্বে সেই ভাবে লোক দেখে রথযাত্রা। জগন্নাথের গুঢ় রহস্য না জানিত বার্ত্তা ॥ সেই সব গূঢ় রস আস্বাদ কারণে। অপরূপ লীলা রস তত্ত্বের বিধানে ।। সপার্ষদে প্রভু তাহা প্রকটিত করি। জগতে প্রদান লাগি প্রেম অবতারি ।। অনর্পিত অতি গূঢ় ভাবে বিভাবিত। প্রকটিল অন্তরঙ্গ ভক্তের সর্ব্বোত্তম রস পানে করিয়া উন্মত্ত ॥ হৃদয়ে। বিতরিল সর্ব্বজীবে কৃতার্থ লাগিয়ে ।। এ লীলায় অসংখ্য জীব কৃতার্থ হইল। নিন্দুক পাষণ্ডীগণ অপরাধে মৈল ।। শ্রীক্ষেত্রেতে হয় কৃষ্ণের দ্বারকার লীলা। মহান ঐশ্বর্য্য পূর্ণ তথা

প্রকাশিলা ॥ ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেম তথা সঙ্কুচিত। সেই মহা-রত্ন দান প্রভুর বিহিত ॥ ব্রজদেবী নাহি যান কভু দ্বারকাতে। কুরুক্ষেত্র-লীলা প্রভু কৈলেন রথেতে ॥ কুরুক্ষেত্রে যে সকল ভাবের প্রকাশ। তাহ'তে মহান গূঢ় রসের উল্লাস ॥ আস্বাদেন প্রভু সহ নিজ সঙ্গীগণ। স্বভজন প্রয়োজন করিতে সাধন ॥ পূর্ব্বেতে প্রতাপরুদ্র বহু সেবা করি। সকল গৌড়ের ভক্তের সেবন বিস্তারি ॥ জগন্নাথে হীন-সেবা পথের মার্জ্জন। ইত্যাদি করিয়া হৈল কৃপার ভাজন ॥ প্রতাপ রুদ্রের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হৈলা। আস্বাদন অনুকূলে সেবিয়া লভিল ॥ বলগণ্ডি ভোগ দ্বারা অসংখ্য জীবেরে। তার বস্তু লই' মহাপ্রেম দিল তারে ॥ ঔদার্য্য-লীলাতে প্রভু নানাবিধ রীতে। সুকৌশলে প্রকাশিলা শ্রীক্ষেত্র লীলাতে ॥ যে যে লীলা করে প্রভু সবই বিলক্ষণ। কোন অবতারে যাহা না কৈল কখন ॥ প্রভুর গম্ভীর লীলা কে জানিতে পারে। রূপানুগগণ বিনা ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥ রথযাত্রা ছলে বহুজীবে কৃপা করি। জগন্নাথে লৈঞা গেলা শ্রীগুণ্ডিচা পুরী। গুণ্ডিচা মার্জ্জন রীতে অসংখ্য জীবেরে। প্রেমদান কৈলা শুদ্ধ হৃদয় মন্দিরে ॥ আই টোটা রহি প্রভু নয় দিন ধরি। অসংখ্য জীবেরে কৃপা কৈল গৌরহরি ॥

ইন্দ্রদ্যুম্নে জলকেলি :— অভিনবভাবে নিজ নিত্যসঙ্গী লঞা। ইন্দ্রদ্যুম্নে জল কেলি মহামত্ত হঞা ॥ পার্ষদগণেরে সর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিয়া। রস যুদ্ধ করায়েন উন্মত্ত করিয়া ॥ অদ্বৈত আচার্য্যে মহাশক্তি সঞ্চারিয়া। রসের সমুদ্রে বুলে বিশ্বম্ভরে লঞা ॥ জগন্নাথবল্লভে রাম রায়ের বিধানে। পুষ্পোদ্যানে

ব্রজলীলা করে আস্বাদনে ॥

হেরা পঞ্চমী ঃ— ব্রজরস আস্বাদিতে নীলাচলনাথ । নানা ক্রীড়া করে তথা ভক্তগণ সাথ ॥ দ্বারকা-লীলার লক্ষ্মীগণেরে তথায় । সঙ্গে নাহি ল'ন রথ যাত্রার লীলায় ॥ ব্রজের লীলার ভাব গোপীগণ বিনে । অধিকার নাহি কারো তাহা আস্বাদনে ॥ কল্য আসিব বলি' গেলে কয়দিন । ক্রোধ করি যান লক্ষ্মী পঞ্চমীর দিন ॥ গুণ্ডিচায় যাই দেবী ঐশ্বর্য্য প্রকটিয়া । জগন্নাথের গণেরে দণ্ডে রথ ভাঙ্গিয়া ॥ লক্ষ্মীর মানের ভঙ্গী এমন দেখিয়া । মানতত্ত্ব শুনিলেন স্বরূপে কহিয়া ॥ ব্রজ দেবীর মানের মহিমা অতুল । কৃষ্ণ সুখ দিতে নাহি যার সমতুল ॥ অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব কথা কহিলেন স্বরূপ । ব্রজদেবীর মানতত্ত্ব অতি অপরূপ ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত আর সহ ভক্তগণ । অপূর্ব্ব মানের তত্ত্ব করেন আস্বাদন ॥ বৃন্দাবন মাহাত্ম্য আর ব্রজ-মানতত্ত্ব । স্বরূপের মুখে শুনে পরম মাহাত্ম্য ॥ প্রেমাবেশে প্রভু রাধা মূর্ত্তি প্রকটিলা । রসাভাস ভয়ে নিতাই দূরেতে রহিলা ॥ পুনর্যাত্রা দিনে প্রভু সেযাত্রা দেখিল । রথাগ্রেতে পূর্ব্ববৎ নৃত্য-গীত কৈল ॥ লক্ষ্মীর সান্ত্বনা আর ভক্তের পোষণ । পুনর্যাত্রা দিনে প্রভু করিলা কীর্ত্তন ॥ কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খানে । পট্টডোরী আনিবারে কৃপাদেশ দানে ॥

অদ্বৈতের পূজা ঃ— আচার্য্য পূজেন প্রভুকে পঞ্চ উপচারে । জোড়হস্তে পাদপদ্মে নতিস্তুতি করে ॥ আচার্য্য 'মহাবিষ্ণু তত্ত্ব' করিতে জ্ঞাপন । প্রভুও আচার্য্যেরে কৈলা প্রতিপূজন ॥ কৃষ্ণ জন্মোৎসবাদি করি ভক্ত সনে । কৃষ্ণের ব্রজলীলারস আস্বাদ

কারণে। গৌড়ভক্তে মুগ্ধ প্রভু যার যেই গুণে! প্রকাশ করেন প্রভু বিদায়ের দিনে॥

শ্রীখণ্ডবাসীকে কৃপা ঃ— রামানন্দ সত্যরাজ পুছে প্রভুর চরণে। গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণের কিরূপ সাধনে॥ প্রভু কহে,—কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবন। নিরন্তর কর, কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ সত্যরাজ বলে, 'বৈষ্ণব চিনিব কেমনে? কে বৈষ্ণব, কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে'॥ প্রভু কহে,—"যাঁর মুখে শুনি একবার॥ কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার॥" "এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব-পাপ ক্ষয়। নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥ দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥ অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত-আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥" আর কিছু না পুছিল কুলীন-বাসীগণ। সর্ব্ব সিদ্ধি-দাতা সেই বৈষ্ণব লক্ষণ॥ বর্ষত্রয় ধরি প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণে। ক্রম করি তারতম্য শাস্ত্রের বচনে॥ পূর্ব্বে প্রভু কহিয়াছেন তপন মিশ্রেরে। সাধ্য-সাধন তত্ত্বের প্রশ্নের উত্তরে॥ নাম সঙ্কীর্ত্তন মুখ্য প্রেম প্রয়োজন। সম্বন্ধ- অভিধেয় তত্ত্বের বিবরণ॥ রূপ-সনাতনে লক্ষ্যে, সম্বন্ধ, অভিধেয়। প্রয়োজন তত্ত্ব সর্ব্ববিধ সুনিশ্চয়॥ কেবল কহিলা এবে বৈষ্ণব লক্ষণ। নাম সঙ্কীর্ত্তন মুখে বৈষ্ণব-সাধন॥ কি সম্বন্ধ, কি প্রণালী, কিবা প্রয়োজন। সাধ্য-সাধন তত্ত্বের সর্ব্ব বিবরণ॥ ঐশ্বর্য্য-বিচারে অনর্থ যুক্ত জনের। দশাবতার আর লক্ষ্মী নারায়ণের। শ্রীসীতারাম, শ্রীবিষ্ণু-মূর্ত্তি উপাসনা॥ সাধারণ জীবগণের কল্যাণ কামনা॥ আত্মার সেবন-ধর্ম্মের পূর্ণ

অবস্থাতে। পরম নিগূঢ় ভজন হয়ত কৃষ্ণেতে॥ অখিল রসামৃত সিন্ধু কৃষ্ণ সমাশ্রয়। সর্ব্বশক্তিমান কৃষ্ণ সর্ব্বগুণময়॥ সর্ব্ব অবতারের অবতারী কৃষ্ণ হন। দ্বারকা, মথুরা, ব্রজ, পূর্ণ, তর, তম স্থান॥ সর্ব্ব রসাধার কৃষ্ণ দ্বাদশ রসেতে। পূর্ণতম অভিব্যক্তি ব্রজে মধুরেতে॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম ভাব শ্রীরাধার প্রীতে। তারমধ্যে যূথেশ্বরী ললিতার যূথে॥ সেবাপরা মঞ্জরীর ভাব সর্ব্বোত্তম। গৌরভক্তে রূপানুগ সর্ব্ব-সর্ব্বোত্তম॥ রাধা কৃষ্ণ ভজন-রীতি ছিল সঙ্গোপিত। গৌরহরি আসি' তাহা কৈল প্রকাশিত॥

গৃহস্থঃ— অবৈষ্ণব কভু না পারে গৃহস্থ হইতে। তাদের গার্হস্থ্য সদা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে॥ যাহার পালনে জীব যায় নরকেতে। সমর্থশালীই যোগ্য গার্হস্থ্য লীলাতে॥ ক্ষুদ্র মায়াবদ্ধ-জীব করে অনুকরণ। গৃহস্থ লীলার ধর্ম্ম করে আচরণ॥ অপরাধ ফলে তার সর্ব্বনাশ হবে। কপটী অনুকরনি নরক লভিবে॥ ঈশ্বর, মহাবলশালী, সমর্থগণ। বৈষ্ণবের গার্হস্থ্য কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ॥ 'গৃহস্থের কর্ত্তব্য সাধন বৈষ্ণবেতে হয়।' মহাপ্রভু এ সিদ্ধান্ত করিলা নির্ণয়॥ সর্ব্বক্ষণ করেন যিনি শ্রীহরি কীর্ত্তন। তাঁর মুখে শুনি যদি নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ সর্ব্ব অবস্থাতে পারি নামের কীর্ত্তন করিতে। সার্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বকাল ভক্তের কৃপাতে। সঙ্কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব সেবার সাধন॥ কীর্ত্তন আর কৃষ্ণের সেবন। প্রয়োজনতত্ত্বে তাহার সাধন, ভাব, প্রেমভক্তি নাম-ভজনেতে। উপায়, উপেয়, আর সাধ্য ও সাধন। নাম প্রকাশ পূর্ণেতে॥ জড় স্থুল-সূক্ষ্ম মায়িক সাধনেতে সঙ্কীর্ত্তনে লভে অপ্রাকৃত ধন॥ চেতনের বিশুদ্ধ প্রকাশ না হয় সেই অপ্রাকৃত বিভু॥ কভু।

খাতে চিন্ময় সাধনে। ভক্ত-ভগবৎ কৃপায় হইবে স্ফুরণে॥ নিজ সুখ লাগি মায়িক সাধন করিলে। প্রাকৃত সহজিয়া হ'বে অপরাধ ফলে॥ কোটী জন্ম করে যদি প্রাকৃত সাধন। অপরাধ ফলে হবে নরকে পতন॥ অসৎসঙ্গ কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি সাধন। অসৎসঙ্গ ত্যজি সৎসঙ্গে অনুক্ষণ॥ রূপানুগগণ কৃপালাভে আর্ত্তি-যোগে। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম করে অনুরাগে॥ কৃষ্ণপ্রেম লাভে সেই হয় অধিকারী। এই উপদেশ সবা দিলা গৌরহরি॥

সার্ব্বভৌমের নিমন্ত্রণঃ— ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল। সেবার নৈপুণ্যে বহু ভোগ নিবেদিল॥ তাঁর প্রীতে তাঁর দ্রব্য করেন গ্রহণ। জামাতা অমোঘ তাহা কৈল দরশন॥ ভূরি-দ্রব্য দেখি সেই করেন নিন্দন। অপরাধে বিসূচিকা কৈল আক্রমণ॥ বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দার ফল ভীষণ জানিলা। ভট্টাচার্য্য অমোঘকে বর্জ্জন করিলা॥ ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে প্রভু করুণা করিয়া। রোগমুক্ত কৈলা তারে আলিঙ্গন দিয়া॥ প্রভু কৃপা লভি সেই কৃতার্থ হইল। কৃষ্ণ বলি প্রেমোন্মাদে নাচিতে লাগিল॥ শুদ্ধ-ভক্তসঙ্গ বলে অপরাধ ক্ষয়। জানাইতে মহাপ্রভুর এই লীলা হয়॥

ওড়ন ষষ্ঠী যাত্রাঃ— মাড়ুয়া বসন জগন্নাথেরে পরায়। বিবিধ প্রকারে মহা মহোৎসব হয়। বিদ্যানিধি প্রভু সহ সে লীলা দেখিয়া। সেবক সহ মাড়ুয়া বস্ত্রের গ্রহণে নিন্দিয়া॥ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমত নিরাশ করিতে। রাত্রে কৃষ্ণ বলদেব চড়ান গালেতে॥ ভক্ত ভগবানের সেবা দোষ দৃষ্টি হেরি। নরকেতে যায় জীব অপরাধ করি॥ ভগবান্ প্রদত্ত শাস্তি প্রেমানন্দ নিধি। প্রেমানন্দে মত্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি॥

শ্রীরূপ মিলন ঃ— শ্রীরূপ গোসাঞি যবে শ্রীক্ষেত্রে আসিলা। হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গেতে রহিলা॥ সত্যভামাপুরে স্বপ্নে কহে সত্যভামা। ব্রজ আর পুরলীলা পৃথক মহিমা॥ প্রভুও কহিলা তাঁরে পৃথক্ রচিতে। বিদগ্ধ, ললিত দুই পৃথক করিতে॥ রথযাত্রায় প্রভুর গীত, শ্লোক অনুরূপ। 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং'— শ্লোক লিখিলেন শ্রীরূপ॥ রূপকৃত শ্লোক দেখি প্রভু আনন্দিত। রূপ প্রতি প্রভু কৃপা হৈল প্রমাণিত॥ রূপের বর্ণন শুনি, প্রভুর আলিঙ্গন। মহা চমৎকৃত হৈল সবাকার মন॥ কৃষ্ণসেবা, রস-ভক্তি, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার। ব্রজে রহি এ সকল করিহ প্রচার॥ এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন। রূপ গোসাঞি শিরে ল'ন প্রভুর চরণ॥

জীবোদ্ধার প্রকারত্রয় ঃ— (১) সাক্ষাৎ দর্শন, (২) যোগ্য ভক্তজীবে আবেশ, (৩) আবির্ভাব— প্রকারত্রয়ে প্রভুর বিশেষ॥ (১) প্রভুর দর্শন মাত্র কৃতার্থ জীবগণ। (২) নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে আবিষ্ট হন॥ (৩) শচীর রন্ধনে, নিত্যানন্দের নর্ত্তনে। শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে॥

মায়াবাদ-দোষ গর্হন ঃ— ভগবান্ আচার্য্য বৈষ্ণব পণ্ডিত। তাঁর ছোট ভ্রাতা গোপাল নামেতে বিদিত॥ মায়াবাদ দোষ হৃদে, বেদান্তে পণ্ডিত। স্বরূপেরে আচার্য্য তাহা করিল বিদিত॥ স্বরূপ কহে, বৈষ্ণব হৈঞা শারীরক শুনে। সেব্য-সেবক ছাড়ি' ঈশ্বর বাখানে॥ মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর। মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর॥ জীবজ্ঞান— কল্পিত, ঈশ্বরে— সকল অজ্ঞান। যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ॥

ছোট-হরিদাস প্রসঙ্গ ঃ— প্রভুর কীর্ত্তনীয়া ভক্ত 'ছোট-হরিদাস'। সেবা লাগি গেলা শিখি মাইতি নিবাস॥ তাঁহার গৃহেতে ছিল যুবতী একজন। কপটতা ভোগবুদ্ধ্যে কৈল সম্ভাষণ॥ সেই দোষে মহাপ্রভুর দ্বার-মানা হৈল। অনেক যতনে প্রভু ক্ষমা না করিল॥ প্রয়াগ তীর্থেতে যাই' দেহত্যাগ করি। গন্ধর্ব্বদেহ দিয়া শুদ্ধ কৈল গৌরহরি॥ ব্রহ্ম-হরিদাসে ত্রিরাত্র বেশ্যার সঙ্গেতে। তাঁর কোন দোষ না পাইল দেখিতে॥ নিত্যসিদ্ধ দেহ তাঁর মায়া-বিকার হীন। শ্রীনাম ভজনে সিদ্ধ আচার্য্য প্রবীন॥ নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতগণ সহ। সাম্যজ্ঞানে অনুকরণ না করেন কেহ॥ "আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ। স্বভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ॥ তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাৎ। এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত॥" আনুকরণিক দুষ্ট ধূর্ত্ত যেই জন। তার ক্ষমা কোন কালে না হয় কখন॥ নির্ব্বিন্নগণের যা'তে বিপুল পতন। স্ত্রী-সম্ভাষণ হয় মহা দোষের কারণ॥ কপটতা করি' সাধু সাজিবারে চায়। তার ক্ষমা, অব্যাহতি নাহিক কোথায়॥ প্রয়াগ তীর্থেতে মৃত্যু— পাপ ক্ষয় করে। আনুকরণিক কপটি কভু না উদ্ধারে॥ সম্প্রদায় রক্ষা কার্য্যে সুদৃঢ় হইতে। মহাপ্রভু শিক্ষা দিলা জগতের হিতে॥

দামোদর পণ্ডিত ঃ— যুবতী-ব্রাহ্মণী-পুত্রে আদর দেখিয়া। পণ্ডিত দামোদর তাহা নিন্দাই জানিয়া॥ প্রভুকেও সাবধান করেন পণ্ডিত। অযোগ্য হইলেও বাঞ্ছেন তাঁর হিত॥ দামোদর পণ্ডিতের শুদ্ধ গৌর প্রীতি। প্রভু নিন্দা সহিবারে নাহিক শকতি॥ পরম ঈশ্বর প্রভু স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময়। তাঁরে বিধি

বাধ্য করিতে কভু না যুয়ায় ॥ কিন্তু তার শুদ্ধ নিষ্ঠা প্রীতে তুষ্ট হঞা। বৈধ ভক্তি স্থানে তাঁরে দিলা পাঠাইয়া ॥ বিষ্ণুপ্রিয়া, শচীমার সুযোগ্য সেবন। অধিকার নিষ্ঠা মত করিলা বিধান ॥

শ্রীসনাতন সঙ্গোৎসব ঃ— শ্রীসনাতন মাথুর মণ্ডল হইতে। ঝারিখণ্ড পথে আইলা প্রভুরে মিলিতে ॥ কণ্ডুরসা তার অঙ্গে লীলার পোষণে। রথাগ্রে চক্রতলে চাহে ছাড়িতে জীবনে ॥ প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ করে সনাতন। প্রভু তাঁরে জোর করি করেন আলিঙ্গন ॥ জানি প্রভু কহে—দেহত্যাগে কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয়। ভক্তি বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তির নাহিক উপায় ॥ ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'। পাপের কারণ দেহত্যাগ-ধর্ম্ম তমোময় ॥ প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে। প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেই না পারে মরিতে ॥ সমর্পিত দেহ তব মোর নিজধন। তোমার শরীর— মোর প্রধান 'সাধন' ॥ ভক্ত, ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার। কৃষ্ণভক্তে প্রেম সেবা কৃত্য সদাচার ॥ যদ্যপিও তুমি হও জগৎ পাবন। তোমাস্পর্শি' পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥ তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ। মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল। তাঁর কণ্ডুরস প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ জগদানন্দেরে তবে পুছিল উপায়। রথ শেষে বৃন্দাবনে যাইতে কহয় ॥ শুনি' প্রভু জগদানন্দে কৈল তিরস্কার। মর্য্যাদা-লঙ্ঘন তাঁর লাগি শোধিবার ॥ তব দেহ মোর লাগে অমৃত সমান। এত বলি সনাতনে কৈলা আলিঙ্গন ॥ কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম। এ লীলা লাগিয়া প্রভুর কণ্ডুর উদ্গম ॥ আত্মসমর্পণ আর প্রভুর আত্মসাৎ। মাহাত্ম্য দেখান প্রভু সনাতন সাথ ॥

প্রদ্যুম্ন মিশ্র সংবাদ :— প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শ্রবণে। পাঠায়েন প্রভু, রায় রামানন্দ স্থানে ॥ দেবদাসী নৃত্য গীত শিখায়েন রায়। ইহা শুনি' মিশ্রবর ফিরি চলি যায় ॥ মহা-ভাগবত, সিদ্ধ রাম রায়। তাঁর কাছে কৃষ্ণ কথা শুনিতে যুয়ায়॥ এত বলি' প্রভু তাঁরে পুনঃ পাঠাইল। 'কি প্রসঙ্গ শুনিতে ইচ্ছা?' রায় জিজ্ঞাসিল ॥ যে প্রসঙ্গ প্রভুসহ বিদ্যানগরেতে। মিশ্র কহে— ইচ্ছা মোর তাহাই শুনিতে ॥ কৃষ্ণকথা রসামৃত-সিন্ধুর উদ্বেলনে। প্রেমাবেশে আত্মস্মৃতি ছাড়িল দুজনে ॥ কৃতার্থ হইয়া মিশ্র নাচিতে নাচিতে। প্রভু পাশ গেলা মিশ্র আনন্দিত চিতে॥ মিশ্র কহিলেন — 'রায় রসের সাগর। এ সকল কথা ব্রহ্মারও অগোচর॥' আভিজাত্য অভিমানে হলেও বঞ্চিত। প্রভু কৃপালাভে মিশ্র হইল কৃতার্থ ॥ "ত্রিবর্ণের— ব্রাহ্মণ গুরু, সন্ন্যাসী আশ্রমের। সর্ব্বপূজ্য বৈষ্ণব হন, প্রণম্য সবের ॥ বৈষ্ণব হৈতে শ্রেষ্ঠ হয়েন ভাগবত। কৃষ্ণভক্ত ততোঽধিক শাস্ত্র-অভিমত॥ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরভক্ত সর্ব্বাচার্য্য হন। রূপানুগ গৌড়ীয় জগৎগুরুর প্রধান ॥ প্রাক্তন-সংস্কারে, কিম্বা প্রভু-আদেশেতে। জন্মলাভ করেন যদি অবর কুলেতে ॥ গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় তত্ত্ববুদ্ধি লাভ করে। আচার্য্য হইয়া সর্ব্ব জগৎ উদ্ধারে ॥" এই গূঢ় তত্ত্ব শিখাতে প্রভুর এ লীলা। মিশ্র দ্বারে জগতেরে এই শিক্ষা দিলা ॥

বঙ্গদেশীয় কবির বর্ণন শোধন :— বঙ্গদেশী কবি স্বরূপের আজ্ঞা পাঞা। শ্লোক পাঠ, ব্যাখ্যা করে আনন্দিত হঞা ॥ 'জগন্নাথ— সুন্দর শরীর, চৈতন্য শরীরী।' স্বরূপ শুনিয়া তারে কহে ক্রোধ করি ॥ জগন্নাথ দারু-মূর্ত্তি প্রাকৃত বস্তু হন। "অর্চ্চা মূর্ত্তৌ

প্রাকৃত বুদ্ধি”—নরকে গমন ॥ “শ্রীচৈতন্যের প্রাকৃত দেহে জগন্নাথ গমন। অর্চ্চাতে প্রাকৃত বুদ্ধি—অপরাধ কারণ॥” অতত্ত্বজ্ঞ-ব্যক্তির ভাগবত্ত বর্ণনে। নানা দোষ, অপরাধ, অবশ্য তাহানে॥ অজ্ঞতাবশতঃ তব মায়াবাদ দোষ। এ সব শুনিলে ভক্তের না হয় সন্তোষ॥ দৃঢ়ভাবে গৌরভক্ত চরণ আশ্রয়ে। ভাগবত পড় তাঁর সঙ্গ-সমাশ্রয়ে॥ তবে ত পাণ্ডিত্য তব হইবে সফল। কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥ ভক্ত-কৃপা বিনা, ‘দম্ভে’ করিলে বর্ণন। বক্তা শ্রোতা উভয়ের নরকে গমন॥

দণ্ডমহোৎসব ঃ— প্রভু-আজ্ঞা পাই, নিত্যানন্দ প্রভুবর। গৌড়দেশে নাম প্রেম করেন প্রচার॥ দাস্য-সখ্য-বৎসল রসেতে নিতাই। গৌরের অনর্পিত প্রেম পূর্ণতা তা'তে নাই॥ কিন্তু তাহা সঙ্গোপিত আছে রঘুনাথে। সেই রসামৃত পান স্বগণে আস্বাদিতে॥ পরম করুণ নিত্যানন্দের হৃদয়। কিন্তু তা সম্ভব নহে তাঁহার দ্বারায়॥ মাত্র সেই মহারত্ন আছে রঘুনাথে। তাঁর দ্বারে কিছু যদি পারি বিতরিতে॥ ‘ধনিষ্ঠা’ প্রসাদ দাতা— ‘রাঘব পণ্ডিত’। তাঁহার কৃপাও তা'তে হইলে মণ্ডিত॥ ব্রজরসে অধিকারী রাধা নিত্য সখী। মম প্রতি স্নেহশীল তাহাতেও লখি॥ তাঁহাদের কৃপাপীঠ পানিহাটি স্থানে। রঘুনাথে আকর্ষিয়া আনিল সেখানে॥ রঘুনাথ আসিলেন যখন তথায়। মহানন্দে হর্ষে স্নেহে কহয়ে নিতাই॥ ‘ভাল হৈল আইলে মোর প্রার্থনা পূরাতে। মহা-প্রেম রত্ন রাখিয়াছ চৌর্য্যরীতে॥’ বাৎসল্যোতে ‘দণ্ড’ নাম করিলা উচ্চারণ। মোর কৃপা প্রাপ্ত জনে করিতে বিতরণ॥ তব পিতা-মাতা বহু সেবন করিল। তাঁহাদের লাগি মোর হৃদয় দ্রবিল॥

তাঁদের সঞ্চিত ধনে তুমি বিনা কেহ। দিতে না পারয়ে তাহা, তুমি আনি দেহ॥ নিত্য সিদ্ধ মহামৃত বিকার রহিতে। কারো সাধ্য নাহি তাহা দিতে অবিকৃতে॥ পাচনে, রন্ধনে তাহা বিকৃত হইবে। সে অমৃত আস্বাদ তাহা কেহ না পাইবে॥ দধি, দুগ্ধরূপে ব্রজরসেতে অমৃত। তাহা সহ ফল চিড়া মিষ্টাদি মিশ্রিত॥ সে দধি নহে ত মায়ার দুগ্ধের বিকার। ব্রজে যাহা কৃষ্ণভোগ্য-রূপে ব্যবহার॥ সেই গৌর মহাপ্রেম সুধা পরসাদ। তাহা বিতরিতে যার অপূর্ব্ব আস্বাদ॥ নিত্যানন্দ মহাশক্তি তথা প্রকাশিল। অসংখ্য সুকৃতি জনে আকর্ষণ কৈল॥ রঘুনাথ দৈন্যে নিজে সঙ্গোপন করে। অপ্রাকৃত ব্রজরস সংযোগ না করে॥ সে লাগি' নিতাই মহাপ্রভুকে আকর্ষিয়া। আনিলেন আজ্ঞাশক্তি কৃপার লাগিয়া॥ প্রভু আসি' ধনিষ্ঠারে ইঙ্গিত করিয়া। রঘুনাথে কৃপাশক্তি উদ্বুদ্ধ লাগিয়া॥ অনর্পিত মহা প্রেমরসের ভাণ্ডার। তার কিছু অংশ প্রভু দিবারে সবার॥ নরলীলা অবতার মাধুর্য্য কারণ। পদধূলি আদি, আর মর্য্যাদা বচন॥ স্বয়ং প্রকাশ তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ রায়। প্রভুতত্ত্ব বলি' ব্যবহার এ লীলায়॥ চোরা, দণ্ড আদি কথা—বাৎসল্য কারণ। 'দরশন দান কৃপা গ্রহণ, বিতরণ॥' পরম করুণ প্রভু নিত্যানন্দ রায়। অনর্পিত প্রেমধন জগতে বিলায়॥ গৌর অবতার বিনা কোন অবতারে। এত বড় কৃপামৃত না দিল কাহারে॥ প্রভু আকর্ষণে, রঘু গেলা প্রভু পাশ। স্বরূপের রঘু বলি হইল প্রকাশ॥ সিংহদ্বারে ভিক্ষা, আর ছত্রে মাধুকরী। শেষে সড়া অন্ন খায় অপ্রাকৃত হেরি'॥ গোবর্দ্ধন, গুঞ্জামালা, ভাবসেবা প্রভু দিল। ব্রজে যাই এক দোনা মাঠ্য পানে জীল॥

বল্লভভট্টের মিলন :— প্রয়োজন তত্ত্বের গুরু রূপানুগ বর। সর্ব্ব গৌরগণ পূজ্য আচার্য্য প্রবর॥ আড়াইলের বল্লভভট্ট শ্রীক্ষেত্রে আসিলা। স্বগণে প্রভুকে সেই নিমন্ত্রণ কৈলা॥ তাহার পাণ্ডিত্য গর্ব্ব চূর্ণ করিতে। আপন গণের তত্ত্ব লাগিল প্রকাশিতে॥ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর। নিত্যানন্দ অবধূত প্রেমের সাগর॥ বড়োদর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম। জগদ্‌গুরু, তত্ত্ববেত্তা ভাগবতোত্তম॥ রামানন্দ রায়—কৃষ্ণ রসের নিধান। তেঁহ জানাইলা, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান॥ কহন না যায়, রামানন্দের প্রভাব। রায়-প্রসাদে জানিলু—ব্রজের শুদ্ধভাব॥ দামোদর-স্বরূপ— 'প্রেমরস' মূর্ত্তিমান। যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজ-মধুররস-জ্ঞান॥ ঠাকুর হরিদাস—মহাভাগবত-প্রধান। প্রতিদিন লয় তেঁহ তিন লক্ষ নাম॥ এইরূপে সর্ব্বভক্তের মহিমা কহিয়া। ভট্টের হৃদয়ে দম্ভ ভঙ্গের লাগিয়া॥ ভাগবতের টীকা ভট্ট শুনাইতে চায়। জড় বিদ্যা-পাণ্ডিত্যে ভাগবত দুর্ব্বোধ্য হয়॥ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা খণ্ডন শুনিলা। 'স্বামী না মানে বেশ্যা' মহাপ্রভু কহিলা। নাম ব্যাখ্যা শুনাতে চাহিলে প্রভু কয়। "তমাল শ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয়॥ কৃষ্ণনাম্নোরূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়॥" প্রভুর উপেক্ষায় ভট্টের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইল। গদাধর পণ্ডিতের শরণ লইল॥ প্রভু কৃপা করি ভট্টের দম্ভ শোধিবারে। তাহার মঙ্গল লাগি দর্প চূর্ণ করে॥ তাহা জানি ভট্ট প্রভুর লইল শরণ। পদে ধরি' দৈন্য করি' করে নিমন্ত্রণ॥ অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিলা। সেই দ্বারা আর সব লোকে শিক্ষা দিলা। অন্তরে 'অনুগ্রহ' বাহ্যে 'উপেক্ষার' প্রায়। বাহ্যার্থ যেই লয়, সেই নাশ যায়॥

বাল-গোপাল-মন্ত্রে ভট্টের উপাসন। কিশোর-গোপাল উপাসনায় দিল মন॥ গদাধর পণ্ডিত স্থানে কৈল দীক্ষা গ্রহণ। নানাভাবে ভট্টে কৃপায় করেন শিক্ষণ॥

রামচন্দ্র-পুরীর বিবরণ ঃ— শ্রীল মাধবপুরীর অন্তর্দ্ধান কালে। রামচন্দ্রপুরী সে স্থানেতে আসি মিলে॥ বিপ্রলম্ভভাবে পুরী করেন ক্রন্দন। রামচন্দ্র গুরুকে করে উপদেশ দান॥ ক্রোধে পুরী রামচন্দ্রে উপেক্ষা করিলে। পতন হইল তার অপরাধ ফলে॥ শ্রীঈশ্বর পুরী করেন, শ্রীপাদ সেবন। স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জ্জন॥ নিরন্তর কৃষ্ণলীলা করান শ্রবণ। তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন॥ সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী— প্রেমের সাগর। রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্ব নিন্দাকর॥ মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের 'সাক্ষী' দুই জন। দেখাইলা এই লীলা— শিক্ষার কারণ॥ রামচন্দ্রপুরী রহি নিন্দয়ে সবারে। ক্রমে নিন্দা লাগে গিয়া ঈশ্বর-উপরে॥ গুরুর গুরুভ্রাতা বলি' প্রভু করেন সম্মান। নিম্ন অধিকারীগণে শিক্ষার কারণ॥ তার ভয়ে প্রভু ভিক্ষা অর্দ্ধেক গ্রহণ। ভক্তগণের মহাদুঃখ তাহার কারণ। গুর্ব্ববজ্ঞা-হেতু গুরুর উপেক্ষার ফলে। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধীত্ব পাষণ্ডত্ব মিলে॥ 'শুদ্ধভক্তের শিষ্য হ'লে শুদ্ধভক্ত হ'বে।' কখনও কোন শাস্ত্রে ইহা নাহি বলে॥ শিষ্য হই' অপরাধী অনুকরণ করে। তার সর্ব্বনাশ হয় কপট আচারে॥

গোপীনাথ-পট্টনায়কোদ্ধার ঃ— রামানন্দ-ভ্রাতা পট্টনায়ক গোপীনাথ। তহশীলদার মালজাঠ্যা দণ্ডপাট॥ রাজ স্থানে দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি ঋণ হৈল। ঘোড়া দিয়া ঋণশোধ যদি

না হৈল ॥ রাজপুত্র তাহা লাগি' চাঙ্গে চড়াইল। রাজা জানি' চাঙ্গ হ'তে তারে উদ্ধারিল ॥ প্রভু কৃপা লাগি' রাজা ঋণ ছাড়ি' দিল। দ্বিগুণ বর্ত্তন, নেতধটী পরাইল ॥ মহাপ্রভুর শরণের এমত প্রভাব। প্রভুর প্রিয়পাত্র রামানন্দ গোষ্ঠী সব ॥ গোপীনাথ কহে, নহে ভক্তির বিধান। মায়ার বঞ্চনা লাগি' বিষয় প্রদান ॥

রাঘবের ঝালি ঃ— ব্রজের ধনিষ্ঠা সখী— রাঘব পণ্ডিত। প্রতি বর্ষে পুরী যায়, ঝালির সহিত ॥ বৎসরেক উপযোগী ভক্ষ্য দ্রব্য নানা। প্রভুর সেবার যোগ্য না যায় বর্ণনা ॥ অতি যত্নে আনি তাহা গোবিন্দে অর্পয়। তার শুদ্ধ প্রীতে প্রভু সব আস্বাদয় ॥

বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ—বর্ণেতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সন্ন্যাসী আশ্রমীর। সন্ন্যাসীরও পূজ্য হন বৈষ্ণব ঠাকুর ॥

ভক্ত-বাৎসল্য-সীমা—হরিদাস-নির্য্যাণে ঃ— ইচ্ছা মাত্র কৈল যেহ লীলা সঙ্গোপন। তাঁর ত্যক্ত দেহ লই' প্রভুর নর্ত্তন ॥ স্বহস্তে সমাধি, ভক্তে পাদোদক দিল। নিজে ভিক্ষা করি' তাঁর মহোৎসব কৈল ॥ এমন সৌভাগ্য আর কারো না হইল। স্বয়ং মহাপ্রভু যাঁরে স্বধামে প্রেরিল ॥ প্রভুর প্রধান লীলা— নাম-প্রেম-দান ॥ তাহার প্রধান-সহায় হরিদাস হন ॥ বর্ষানা-ঈশ্বর হরিদাস— রাধার সম্বন্ধে। রাধাভাবদ্যুতি প্রভুর স্বরূপ নির্ব্বন্ধে ॥ প্রভু কহে'— "মোর যাহা, সব তোমা লৈয়া। নামাচার্য্য, জগত্রাণ কৈনু তোমা দিয়া ॥"

শিবানন্দ সেন ঃ— শ্রীক্ষেত্রে আসেন যত গৌড়ের ভক্তগণ।

ঘাটী সমাধান করে শিবানন্দ সেন॥ এক স্থানে কর দিতে বিলম্ব হইতে। নিত্যানন্দের অভিশাপ আর লাথি মাথে॥ অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। তাঁর এত ক্রোধ কেন হইল এথায়? শিবানন্দ-সেবায় তুষ্ঠ হইয়া নিতাই। ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভপদ দিলেন মাথায়॥ ক্রোধ-ছলে কৃপা করি যে সম্পদ বিলায়। কোটি জন্মে সাধনেতে কভু না মিলয়॥ তাহা জানি শিবানন্দ 'ভক্তির কৃপায়। মহানন্দে পদ বন্দে—আনন্দ হৃদয়॥ শিবানন্দ বলে—"মোরে ভৃত্য করি নিলা। ব্রহ্মার দুর্ল্লভপদ মোর মাথে দিলা॥ আজি মোর সফল হৈল জন্ম-কুল-ধর্ম্ম। আজি কৃষ্ণ-পাইনু ভক্তি, অর্থ, কাম, কর্ম্ম॥" নিত্যানন্দের কৃপার ফলেতে শিবানন্দ। মহাপ্রভুর মহাকৃপা, লভে প্রেমানন্দ॥ গৌরভক্তের মহা-মাহাত্ম্য এই হয়। মহা দুঃখ কষ্টে, সেবায় হয় প্রেমোদয়॥ শিবানন্দ-ভাগিনা নাম শ্রীকান্ত সেন। নিত্যানন্দ-ব্যবহারে করি অভিমান॥ দল ছাড়ি' আগে প্রভুর নিকটেতে আইলা। শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভু তাহারে ক্ষমিলা॥ জামা খুলি প্রণাম-বিধি শিখাতে তাহারে। 'পেটাঙ্গি উতার' — বলিলেন শিক্ষা দিবারে॥

কুক্কুর উদ্ধার :— সেনের কুকুর এলে প্রভু নিকটেতে। প্রসাদ দিয়া তারে—পাঠান বৈকুণ্ঠেতে॥ গৌড়ের ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রেতে আসিলে। দর্শন, উৎসব করে, সঙ্গে সবে মিলে॥ যাইবার কালে কেহ যাইতে না চায়। মধুর বাক্যে প্রবোধি প্রভু গৌড়েতে পাঠায়॥

জগদানন্দের প্রভুসেবা :— দ্বারকার সমঞ্জসা রতির সহিত।

শ্রীরাধার বাম্যভাব তাহাতে মিশ্রিত ॥ গৌরহরির ঔদার্য্য তাহাতে মণ্ডিত। সর্ব্বমিলি শ্রীজগদানন্দ সুশোভিত॥ প্রভু লাগি' গৌড় হ'তে আনি একভাণ্ড তৈল। প্রভু না লইলে তাহা ক্রোধে ফেলি দিল॥ অভিমানে তিন দিন উপবাসী ছিল। ভিক্ষা অঙ্গীকারে তাঁর ক্রোধ শান্ত কৈল॥ কৃষ্ণ বিচ্ছেদে কঠোর বৈরাগ্য জীবন। জীব শিক্ষা লাগি প্রভু করেন যাপন॥ জগদানন্দের চিত্তে তাহা নাহি ভায়। প্রতিকার চেষ্টা করে প্রভু নাহি লয়॥ প্রভু শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন-রীতি-নীতি। পাঠালেন জগদানন্দে বৃন্দাবন প্রতি॥ "মথুরা গেলে সনাতন সঙ্গে রহিবা। মথুরার স্বামী সবের চরণ বন্দিবা॥ দূরে রহি ভক্তি করি সঙ্গে না রহিবা। তা সবার আচার চেষ্টা লইতে নারিবা॥" সনাতন সঙ্গে করিহ বন দরশন। সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা একক্ষণ॥ শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিহ চিরকাল। গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল॥" প্রভু কৃপাদেশে তিঁহ বৃন্দাবন গেলা। সনাতন-সহ সর্ব্ব দর্শন করিলা॥ মুকুন্দ সরস্বতী দত্ত এক বহির্ব্বাস। সনাতন শিরে বাঁধি গেলা তাঁর পাশ॥ পণ্ডিত জানিয়া ক্রোধে হাড়ি লৈয়া হাতে। সনাতন প্রতি যায় তাঁহারে মারিতে॥ লজ্জিত হইয়া তাঁরে কহে সনাতন। তব চৈতন্য-নিষ্ঠা দেখিতে বস্ত্র ধারণ॥ শ্রীচৈতন্য নিষ্ঠা তব শিক্ষা যোগ্য হয়। এত কহি আলিঙ্গন করিল উভয়॥ রাসস্থলী বালু, পিলু, গোবর্দ্ধন শিলা। সনাতন প্রভুকে দিতে দিল গুঞ্জামালা॥

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীঃ— তপন মিশ্রের পুত্র ভট্ট রঘুনাথ। দেখিতে আসিল মহাপ্রভু, জগন্নাথ॥ আট মাস রহি' করে

প্রভুর সেবন। স্বহস্তে রান্ধিয়া করে প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ "বিবাহ না কর, পিতামাতার সেবন। বৈষ্ণবের কাছে কর ভাগবত পঠন॥" উপদেশ দিয়া তাঁরে গৃহে পাঠাইল। চারি বৎসর পিতা-মাতা সেবা কৈল॥ পুনঃ আসি আট মাস রহে প্রভু-স্থানে। প্রভু পাঠাইলেন তাঁরে শ্রীবৃন্দাবনে॥ চৌদ্দ-হাত মালা, ছুটা পান-বিড়া দিয়া। 'ইষ্টদেব'-জ্ঞানে হৃদে রাখিতে ধরিয়া॥ বৃন্দাবনে রূপ-সনাতন-স্থানে গিয়া। ভাগবত পাঠ করে আকুল হইয়া॥ গোবিন্দ চরণে কৈল আত্মসমর্পণ। বংশী, মকর-কুণ্ডলাদি করাইল 'ভূষণ'॥ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা। কৃষ্ণ নাম প্রেমরসে মহামত্ত হৈলা॥ গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে, না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥ বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ ভজন করে,— এই মাত্র জানে॥ মহাভাগবতাধিকারে করেন ভজন। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব দেহে হয় প্রকটন॥

জরতীর আর্ত্তি ঃ—জগন্নাথ দেখিবারে জরতী একজন। মহা-প্রভুর স্কন্ধে উঠে করিতে দর্শন॥ গোবিন্দ নিবারিতে গেলে প্রভু নিষেধিল। তার দর্শনে আর্ত্তি দেখি' প্রভু তুষ্ট হৈল॥

কালিদাস প্রসাদ ঃ— দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস। উচ্ছিষ্ট খাইলা গৌড়ে যত বৈষ্ণবের বাস॥ যতেক উত্তম বস্তু ভেট লইয়া যান। আবর্জ্জনা গর্ত্তের উচ্ছিষ্ট উঠাঞা খান॥ মন্দিরে প্রবেশাগ্রে প্রভু পদ-প্রক্ষালেন। কালিদাস সেই পাদোদক কৈল পান॥ প্রভুর অবশেষ পাত্র কালিদাসে দিল। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট সেবি এভাগ্য পাইলা॥

পুরীদাস-মাহাত্ম্য ঃ— শিবানন্দ সেনের শিশুপুত্র পুরীদাস। নাহি লয়—'কৃষ্ণ নাম', প্রভু কৈলে উপদেশ॥ আর দিন প্রভু শ্লোক পড়িতে বলিলা। অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-লীলা শ্লোক রচিয়া কহিলা॥ বিনা-অধ্যয়নে শ্লোক কেমনে রচিল। চৈতন্য প্রভুর কৃপা-মাহাত্ম্যে স্ফূরিল॥

দ্বারপালকে কৃপা ঃ— প্রভু দলই দ্বারপালের ধরি' হাত। "দেখাও কোথায় কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥" এত বলি' দ্রুতপদে জগন্নাথ প্রতি। দেখি' জগন্নাথে,— দেখে বাল্য-ভোগারতি॥

কূর্ম্মরূপ ধারণ ঃ— অদ্ভুত রসের আশ্রয় শ্রীকূর্ম্মেতে স্থিত। অদ্ভুত না হ'লে কোন রসে নাহি প্রীত॥ সর্ব্ব রসাধার প্রভু পরিপূর্ণ ভাবে। আস্বাদিতে আবিষ্ট রাধার মহাভাবে॥ সর্ব্বরস একত্রিত, সঙ্কুচিত প্রায়। কমঠাকৃতে সেই মহাভাব আস্বাদয়॥ নিত্যধামে গো-স্বরূপা গাভীগণ তথা। লীলাপুষ্টি সাধিবারে আসিয়াছে এথা॥ সে ভাবের পোষণে তা'রা থাকি চারিদিকে। প্রভু অঙ্গ সেবা লাগি শ্রীমুখ নিরখে॥ অপ্রাকৃত সেবামূর্ত্তি গো-রূপ ধরিয়া। প্রভু-অঙ্গ চাটে তা'রা চৌদিকে বেড়িয়া॥ স্ব-ভজন অবতারী অনর্পিত ধন। নিত্য নব নব ভাবে করেন আস্বাদন॥ রূপানুগ গুরু কৃপা, তার এক কণ। অদ্ভুত বদান্য চৈতন্য লীলার কথন॥ মিলে যদি এ সম্বন্ধ কোন ভাগ্যবানে। সেইজন সেই রস করে আস্বাদনে।

সমুদ্রে পতন ঃ— যমুনা-ভ্রমেতে প্রভু সিন্ধুতে ঝাঁপ দিলা। মূর্চ্ছিত হইয়া স্রোতে কণার্কের দিকে গেলা॥ এক জালিয়া তাঁ'কে জালেতে উঠাইল। স্পর্শমাত্রে জালিয়া মহা উন্মত্ত হইল॥

শরীর দীঘল তাঁর— হাত পাঁচ-সাত। এক হস্ত পদ তাঁর, তিন তিন হাত। অস্থি-সন্ধি ছুটি' চর্ম্ম করে নড়-বড়ে। তাহা দেখি' প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে॥ রস-সন্ধি মহামৃত আস্বাদ লাগিয়া। সন্ধি ছাড়ি' আস্বাদিতে পৃথক করিয়া॥ জলক্রীড়া মহারস প্রকৃষ্ট ভাবেতে। ভাবসন্ধি ভিন্ন করি, পূর্ণ আস্বাদিতে॥" জালিয়ারে তিন চাপড়ে ভূত ছাড়াইল। প্রভু দেখি' স্বরূপাদি কীর্ত্তন আরম্ভিল॥ কীর্ত্তন শুনিয়া প্রভুর বাহ্য দশা হৈল। উঠিতেই অস্থি সব স্বস্থানে লাগিল॥ সর্ব্বক্ষণ মত্ত প্রভু প্রেম আস্বাদনে। স্ব-ভজন-প্রয়োজন অবতারী রাত্রি দিনে॥

নব অবতার কীর্ত্তন :— ছন্ন অবতার প্রভু করে সঙ্কোচন। অদ্বৈতাদি সবে তাঁ'রে প্রকাশিতে চান॥ অদ্বৈতের আজ্ঞায় মিলি' সর্ব্ব ভক্তগণ। নব অবতার সবে করেন কীর্ত্তন॥ মহানন্দে সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইল। আচার্য্যের ভরসায় সঙ্কোচ ছাড়িল॥ প্রভু কহে,—যেবা চাহে করিতে গোপন। তারে প্রকাশিতে কেন করহ যতন॥ শ্রীবাস কহেন—প্রভু তব গুণগ্রাম। ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যশ প্রকাশে তব নাম॥ হাত দিয়া সূর্য্যে কভু ঢাকা নাহি যায়। হেনকালে অসংখ্য লোক প্রভু গুণ গায়॥

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব প্রকাশ :— শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু একদা পুছিলা। আমার অদ্বৈতে তুমি কেমন বুঝিলা॥ পণ্ডিত কহেন— 'শুক, প্রহ্লাদাদি সম।' শুনি' প্রভু করিলেন শাসন বিষম॥ কালিকার শিশু শুকাদি, তা-সম ভাবিলি। আজি তুই আমারে বড় দুঃখ দিলি॥ দণ্ড লই প্রভু তা'রে মারিতে উঠিলা। আচার্য্য আসিয়া তবে প্রভুকে নিবারিলা॥ পঞ্চতত্ত্ব বস্তু, লীলা-

পরিচয়ে প্রকাশিত। বস্তুতত্ত্বে ভেদ নাই আরাধ্য-আরাধক তত্ত্ব ॥ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আরাধ্য তত্ত্ব। শুক প্রহ্লাদাদি সব আরাধক ভক্ত ॥ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শক্তিমান ঈশ্বর কোটি। কভু তা-সম নাহয় কোন জীবকোটি ॥ দৈন্যে পণ্ডিত সঙ্কোচিলা, তত্ত্ব-প্রকাশিতে। প্রভু প্রকাশিত কৈলা, তাহা জীব হিতে ॥

অপ্রকট লীলা :— হা হা কষ্টং সকল জগতাং ভক্তিভাজাং
বিশেষং গোপীনাথালয়ে পরিসরে কীর্ত্তনে যো প্রদোষে।
অপ্রাকট্যং ব্রত সমভজন মোহয়ন্ ভক্ত নেত্রং
বন্দে তস্য প্রকট চরিতং নিত্যমপ্রাকৃতং তৎ ॥ (গৌঃলীঃস্মঃমঃস্তোত্র)

ভক্ত নেত্র মোহি প্রভু গোপীনাথাগারে। লীলা সংগোপিয়া কৈল জগৎ আঁধারে ॥ ভক্ত সঙ্গে মহা সঙ্কীর্ত্তন গোপীনাথা-লয়ে। মন্দিরে প্রবেশি প্রভু না হৈল বাহিরে ॥

বিশ্বম্ভরের প্রেমদানের সোপান :-

প্রথম সোপান পূর্ব্ববঙ্গে পরাবিদ্যার প্রদান :— পদ্মার প্রবল আর্ত্তি করিতে পূরণ। পদ্মাবতী তীরে প্রভুর গমন-কারণ ॥ অপরার দৌরাত্ম্য শোধি' পরাবিদ্যা-দানে। অসংখ্য সুকৃতজনে উদ্ধার কারণে ॥ শুদ্ধ গৃহস্থগণের শিক্ষার কারণ। সদুপায়ে অর্থলাভ পন্থার নিদর্শন ॥ সুকৃতির শ্রদ্ধা দত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণে। বৈধ—ভক্তে শুদ্ধভাবে জীবন যাপনে ॥ তপন মিশ্রেরে কৃপায় উদ্ধার কারণ। নামের ভজন রীতি করান শ্রবণ ॥ কাশীতে প্রেমের বন্যা করিতে প্লাবন। মিশ্রে আদেশিয়া কৈল কাশীতে প্রেরণ ॥ সনাতন শিক্ষা আদি অপূর্ব্ব বিধান। পূর্ব্ববঙ্গে গমনের

এ সব কারণ ॥

দ্বিতীয়ে— গয়াযাত্রা ঃ— বিমুখ মোহন, স্মার্ত্ত-পাষণ্ড-দলন। ভ্রান্ত বৌদ্ধ, কর্ম্মাগ্রহিগণের শোধন ॥ জন্মান্তর স্বীকৃত বৌদ্ধে সবিশেষ স্থানে। শ্রীবামন-পরমপদ করিতে স্থাপনে ॥ নিরাকার নির্ব্বিশেষ বিচার শোধিতে। পথে যেতে যত স্থান তীর্থে পরিণতে। মায়ামূঢ় আধ্যক্ষিক বুদ্ধি বিমোহিতে। ভ্রান্ত সহজিয়াগণের দৌরাত্ম্য শোধিতে ॥ জ্বর-লীলায় বিপ্র-পাদোদক পান করি'। অচ্যুতাত্মা বিপ্র-মর্য্যাদা রক্ষিলেন হরি ॥ এত কার্য্য সাধি' বৈষ্ণবী দীক্ষার গ্রহণ। করিলেন প্রভু, জীব উদ্ধার কারণ ॥ গয়া-কৃত্য সামাজিকসহ, পারমার্থিক। সংযোগ করিতে, যাহা—শিক্ষা প্রাথমিক ॥ ব্যতিরেক বাধা শোধি' অন্বয় স্থাপিতে। দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালিতে সুরীতে ॥ ভক্তির সাধন— অগ্রে গুরু পাদাশ্রয়। শ্রীঈশ্বর পুরীর দীক্ষা-শিষ্য অভিনয় ॥ কোটী তীর্থ স্নান, বিধিমত পিণ্ডদান। শুদ্ধ সাধু-দর্শন-ফলের নহে এককণ ॥ সংসার তারণ হয় আত্মনিবেদনে। মুখ্যফলে কৃষ্ণ-পাদ-রসামৃত আস্বাদনে ॥ শিষ্যের কর্ত্তব্য, আর ভক্ত কৃপাবল। আপনি আচরি প্রভু শিখান সকল ॥ বৈধ-ভক্তি সাধনেতে দৃঢ়তা কারণ। গুরুকৃপালাভ বিধি, প্রথম কারণ ॥ ইহার প্রকৃষ্ট শক্তি প্রেম আস্বাদন। আচরণের ক্রম পন্থা শিক্ষার প্রদান। প্রথমেই শিক্ষা দিলা 'ভক্তের সেবন'। তাহা প্রবর্ত্তাইতে প্রভুর গৃহেতে গমন। অসদ্গুরু-গ্রহণ, অশ্রদ্ধালু-জনে নামদান। তীব্র নিষেধিতে কৈল সন্ন্যাস-গ্রহণ ॥ তীব্র অনুরাগ, আর বিপুল ব্যাকুলতা। কৃষ্ণ-ভক্তি-সাধনের করে সহায়তা ॥ অনুতাপ

তীব্র যদি না হয় কাহার। মহাশক্তিশালী নামের কৃপা নহে তার॥ প্রত্যাহার সাধনের তীব্র চেষ্টা করি। পরানুশীলনে গুরুকৃপা দৃঢ় ধরি॥ এ বিধানে আর গতি নহে সমীচীন। এ কারণ গয়া হ'তে গৃহে আগমন॥ কৃষ্ণ-দর্শনার্থে তীব্র ব্যাকুল হইয়া। চলিলেন মহাপ্রভু সন্ন্যাস লাগিয়া॥

তৃতীয় সোপান— পুরুষোত্তম যাত্রা :— পুরুষোত্তম গমনে প্রভু এক এক স্থান। ভজন পথে অভিসারে দেখান সোপান॥ ছত্রভোগ, পিছলদাদি স্থানেতে গমনে। কর্ম্মকাণ্ডীর মঙ্গল উদয় কারণে॥ বৈতরণী-তীরে, নাভিগয়ায় গমন। কর্ম্মকাণ্ড-বিষ-দোষ করিতে শোধন॥ কটকে যাইয়া সাক্ষীগোপাল সমীপেতে। সাক্ষি-স্বরূপ পরমেশ্বর-তত্ত্ব শিক্ষা দিতে॥ ভুবনেশ্বরে, ভুবনেশে নির্ব্বিশেষ সীমা। সঙ্কর্ষণ-স্বরূপ অনন্ত-বাসুদেবের মহিমা॥ তাঁহার সেবক শম্ভু—বৈষ্ণব, দ্বারপাল। গোপীশ্বর গোপালিনী-শক্তি মহাবল॥ জগন্নাথে নির্গুণ চেতা ভগবত্তত্ত্ব। ঘোষিতে পুরুষোত্তম দেবের মহত্ত্ব॥ আলালনাথে চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্য মার্গেতে। গৌড়ীয়নাথ, গোপীনাথ রূপানুগেতে॥ টোটা-গোপীনাথে গৌর-গদাধরাশ্রয়ে। রূপানুগগণ গোপীনাথেরে সেবয়ে॥ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সহ ঔদার্য্য মিশ্রণ। গৌর-নারায়ণ-লীলা অমূল্যরতন॥ দিব্যোন্মাদ মহারত্ন তাহার ভূষণ। অনর্পিত প্রেমধন কৈল বিতরণ॥ তবে আসি শ্রীক্ষেত্রেতে স্বভজন লীলা। স্বরূপ, রামরায়-সহ শেষে আস্বাদিলা॥ বিষয়-অভিমানে তাহা নহে আস্বাদন। আশ্রয়ের ভাব লইল তাহার কারণ॥ অদ্ভুত রসের মূর্ত্তি সর্ব্বরসাধার। অনর্পিত মহারত্ন প্রেমের

ভাণ্ডার ॥ সর্ব্ব-আস্বাদিয়া প্রভু অত্যদ্ভুতভাবে। অন্য অবতারে যাহা কভু না সম্ভবে ॥ প্রভু রূপ-সনাতনে সর্ব্ব সমর্পিয়া। অপ্রকট হইলেন— গোপীনাথে গিয়া ॥

চতুর্থ সোপান—দক্ষিণ গমন ঃ—পরে প্রকটিল নিজ বিশ্বম্ভর শক্তি। স্বাংশ, ভক্তে না লইলা দিতে প্রেমভক্তি ॥ ঔদার্য্য প্লাবনে 'সদনুগ্রহ ভগবান্'। একাকী চলিলা সঙ্গে না লইলা আন ॥ সর্ব্বশক্তি সমন্বিত প্রভু বিশ্বম্ভর। ভক্ত-ভাবধারী— 'বিষয় আশ্রয় শক্তিধর ॥' উভয় মিশ্রণে মহাশক্তির উদ্ভব। দক্ষিণ দেশ উদ্ধারেন প্রকটি বৈভব ॥ ভক্ত শুভ ইচ্ছা—প্রভুর সুখের কারণ। বিভুত্ব প্রকাশে কভু বিঘ্ন সঙ্ঘটন ॥ ইচ্ছা, ক্রিয়া-শক্তি যদি না হয় সহায়। তবে সেই সেবা বহু বিপত্তি ঘটায় ॥ সর্ব্ব-মহাশক্তি-ধারী প্রভু বিশ্বম্ভর। অসংখ্য জীবেরে প্রভু করিলা উদ্ধার ॥ নানা মতবাদ-দুষ্ট জনে কৃপা করি। উদ্ধারিয়া প্রেমে মত্ত কৈলা গৌরহরি ॥ দৃষ্টিদানে, আলিঙ্গণে শক্তি-সঞ্চারিলা। বিশ্বম্ভর লীলায় অসংখ্য জীবে নিস্তারিলা ॥ অসিদ্ধান্ত শোধন, সুসিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তন। মায়াবাদাদি দুষ্ট মতবাদ শোধন ॥ দুষ্টের শোধন আর শিষ্টের তোষণ। নানা রীতে কৈল প্রভু ধর্ম্ম সংস্থাপন ॥ নিজগণ, ভক্ত সঙ্গে সৎ আলাপন। সুসিদ্ধান্তপর গ্রন্থ সংগ্রহ করণ ॥ নিজসঙ্গী, শুদ্ধভক্ত, একত্রিত করি। সর্ব্ব দেশ পুণ্য-তীর্থে পরিণত করি ॥ অত্যদ্ভুত মহাকৃপা বদান্য শিরোমণি। কোন অবতারে, স্থানে, কালে, পাত্রে, নাহি শুনি ॥ সর্ব্ব রসের অধিকার হ'তে উচ্চরসে। মহৌদার্য্য মহাপ্রেম, দানের প্রকাশে ॥

পঞ্চম সোপান ঃ— রূপ-সনাতন-দ্বয়ে করিতে উদ্ধার। যে লাগি' করিলা প্রভু কৃপা অবতার॥ দোহা উদ্ধারিতে প্রভু রামকেলি গেলা। পথে নিজ ভক্তগণে কৃতার্থ করিলা॥ মহাকৃপা কৈলা যত অপরাধীগণে। নিজ-ভক্ত-বাঞ্ছা পূরি শ্রীক্ষেত্রে গমনে॥

ষষ্ঠ সোপান ঃ— পুরী হ'তে বৃন্দাবন ঝারিখণ্ড পথে। পশু পক্ষী আদি মত্ত করিলা প্রেমেতে॥ পূর্ব্ব মহাজন-কৃপালব্ধ জীবগণে। যোগমায়া একত্রিত করিয়া সেখানে॥ তা সবারে কৃপা করি' বৃন্দাবনে গেলা। কোন অবতারে কেহ যাহা না করিলা॥ ১। বৈধীভক্তির মর্য্যাদা করিতে রক্ষণ। গয়া পথে বৃন্দাবন না কৈল গমন॥ ২। 'পরমাত্মা নিষ্ঠা, বেশ-ধারণ' জানাতে। দ্বিতীয় বারেতে প্রভু গেলেন শ্রীক্ষেত্রেতে॥ ৩। বৃন্দাবন যাইবার যোগ্যতা শিখাতে। রূপ-সনাতন কৃপা-মাহাত্ম্য জানাতে॥ ৪। মায়াবাদ দুষ্ট মত শোধন করিতে। বারানসী যা'ন তথা তপনে মিলিতে॥ যজ্ঞক্ষেত্র শুদ্ধ লাগি' প্রয়াগেতে যান। প্রেমাস্বাদ লাগি' প্রভুর বৃন্দাবন গমন॥ ৫। অনর্পিত ছিল যাহা সুগুপ্ত রতন। সেই সব গুপ্তধন সংগ্রহ কারণ॥ ৬। পুনরায় আসি রূপ-সনাতন-দ্বয়ে। সর্ব্বপ্রেম মহারস দিলেন উভয়ে॥ গৌর-নারায়ণ আর বিশ্বম্ভর লীলা। ষষ্ঠ সোপানেতে তাহা সম্পূর্ণ স্থাপিলা॥

রূপানুগ-ভজনে মহাপ্রভুর অনর্পিত দান ঃ— শ্রীগৌর, শ্রীকৃষ্ণ প্রকোষ্ঠদ্বয় বিরাজিত। অপ্রাকৃত লীলারত্ন তথা প্রকটিত॥ নিত্য নব নবায়মানভাবে উদ্ভাবিত। নিত্যসঙ্গীগণ-সহ সদা আস্বাদিত॥ সর্ব্বত্র প্রকাশ নহে এ সব সিদ্ধান্ত।

রূপানুগগণ মাত্র জানে এই তত্ত্ব॥ ছন্ন অবতারী গৌরলীলার মাহাত্ম্য। অতি গূঢ় লীলারস যথা বিভাবিত॥ তার মধ্যে গৌর প্রকোষ্ঠেতে সঙ্গোপিত। রূপানুগগণ বিনা অন্যে অবিদিত॥ শ্রীগৌর প্রকোষ্ঠে আছে ক্ষিরোদ-সাগর। পুরুষাবতারের মূল অংশী গুঢ়তর॥ তথা সংগোপনে গৌর যেই লীলা করে। রূপানুগ বিনা তাহা অজ্ঞাত সংসারে॥ "যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদ সাগরে"। এ বর্ণনে পরিস্ফুট ছন্ন অবতারে॥ রূপানুগ, পঞ্চতত্ত্ব গূঢ় রসামৃতে। অন্যে না সম্ভবে সেই রস আস্বাদিতে॥ সে লীলারস বিলাতে আচার্য্য গোসাঞি। কৃষ্ণাবেশে হুঙ্কার করয়ে গৌর-ঠাঞি॥ গঙ্গাজল তুলসী দ্বারে করিয়া সেবন। ছন্ন-গৌর-লীলা এথা করিতে প্রকটন॥ ব্রজের উন্নত রস শ্রীকৃষ্ণ জগতে। লতাকেও বিলাইলা শ্রীকৃষ্ণ-লীলাতে। কিন্তু গৌর-গুপ্ত লীলা উজ্জ্বল উন্নত। কৃষ্ণেরও যাহাতে লোভ ছিল বিনিহিত॥ স্বভজন, বিভজন-রস প্রয়োজন। অবতীর্ণ গৌর দিতে অনর্পিত ধন॥ নিত্য নব নব রস যথা প্রকটিত। স্বরূপ রামরায়-সহ যাহা আস্বাদিত॥ তাহা এথা প্রকটিতে আচার্য্য অদ্বৈত। গৌর আনা ঠাকুরের কৃপার মাহাত্ম্য॥ নিত্যানন্দে, শ্রীঅদ্বৈতে বিশ্বরূপ দর্শনে। কিছু লীলা দেখান প্রভু অতি সঙ্গোপনে॥ হেরা পঞ্চমীর দিনে শ্রীবাস পণ্ডিতে। শ্রীবাসে জানান কিছু স্বরূপ দ্বারাতে॥ শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জনে গোপালের মূর্চ্ছায়। গৌড় ভক্তে স্বরূপ দ্বারে বাহির করায়॥ নিত্যানন্দে, অদ্বৈতে নাহি যাতে অধিকার। রূপানুগ ভক্তের মাত্র যে সব বিচার॥ শ্রীগৌর পার্ষদগণ যত অবতার। নিত্য সঙ্গী-সহ গৌর লীলার

প্রচার ॥ সর্ব্ব অবতারী গৌর তাঁর সঙ্গীগণ। অংশী অবতার মধ্যে সবার গণন ॥ মাধবেন্দ্র-তিথি আরাধনে গৌরহরি। অদ্বৈতের তত্ত্ব গুপ্তে জানান কৃপা করি ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত হন, নারদাবতার। পঞ্চতত্ত্ব সবে হন অংশী সবার ॥ ব্রজের বলাই নিতাই লীলার সহায়। গৌর-পার্ষদ নিতাই, বিশ্বরূপ অংশী হয় ॥ রূপানুগগণ সহ যে লীলা-রতন। সঙ্গোপনে যে সব লীলা কৈলা আস্বাদন ॥ তাহা চির অনর্পিত ছিল এ জগতে। তাহা প্রচারিলা গৌর-সুন্দর লীলাতে ॥ শেষশায়ী নামে ব্রজের শিরোদেশেতে। ক্ষীর-সাগর আছে, তাহা কহেন ভক্তেতে ॥ তা'হতে সুগুপ্ত-স্থিত গৌর-প্রকোষ্ঠেতে। অন্তঃ, বহিঃ, প্রকোষ্ঠদ্বয় তাহার মধ্যেতে ॥ অন্তঃ-প্রকোষ্ঠে মাত্র রূপানুগগণের। অধিকার নাহি যথা যাইতে অন্যের ॥ সেই লীলামৃত পানে গৌর সদাই প্রমত্ত। নিদ্রায় থাকেন বলি অব্যক্ত গূঢ়ত্ব ॥ অদ্বৈতের সে প্রকোষ্ঠেতে নাহি অধিকার। কৃষ্ণেচ্ছা-পূরণে তদাবেশেতে হুঙ্কার ॥ গঙ্গা, যমুনাদি নদীর মূল প্রস্রবণ। গৌর প্রকোষ্ঠেতে করে সর্ব্বদা সেবন ॥ তারা সব গৌরলীলা-প্রকট কালেতে। গৌর-সেবা লাগি সবে মিলে এ জগতে ॥ তথা কাল নিত্য রত গৌরাঙ্গ সেবাতে। তাহারাও লীলা লাগি' আসে এ জগতে ॥ নিত্যসিদ্ধ গৌর-সঙ্গী প্রকট লীলায়। শুদ্ধভক্ত্যাবিষ্টে করেন লীলার সহায় ॥ পারাপার-শূণ্য গৌর-লীলামৃত সিন্ধু। রূপানুগে চাখান প্রভু তার এক-বিন্দু ॥ এক এক লীলামৃত কণা ক্ষণে ক্ষণে। আস্বাদেন প্রভু নিজ সঙ্গীগণ সনে ॥ সকলই অনর্পিত লীলা রসামৃত। তাহা আস্বাদেন রূপানুগ হইয়া অতৃপ্ত ॥ রূপানুগ পদরেণু যাহার

শিরেতে। সে অমৃত সিন্ধুর কণা পারেন স্পর্শিতে॥ অনর্পিত যত মহারত্ন প্রেমধন। শ্রীগৌরলীলাতে তাহার সর্ব্ব প্রকটন॥ শ্রীরাধার আস্বাদন কৃষ্ণের অজ্ঞাত। শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন রাধারও অবিদিত॥ উভয়ের মিলনে অমৃত আস্বাদন। সখী বিনা পূর্ণ-ভাবে নহে প্রকটন॥ সকল একত্রে গৌরহরির প্রকটন। রূপানুগ বিনা নাহি তাঁর আস্বাদন॥ কৃষ্ণসহ চৈতন্যের ভেদাভেদ বিচার। সে লাগি অনর্পিত মহা গুপ্ত রত্ন সার॥ গোবর্দ্ধন-লীলায় মহাবদান্য প্রকাশ। রাধাকুণ্ডের প্রেমলীলা মাধুর্য্য বিলাস॥ তদুপরি গৌরধামে চৈতন্যের লীলা। মহাগুপ্ত রত্নবলি অনর্পিত ছিলা॥ রূপানুগ প্রভুপদরেণু শিরে ধরি'। অযোগ্য হলেও কিছু বর্ণিতে চেষ্টা করি॥

শ্রীরূপানুগের নাম-ভজনোদ্দেশ :— মহামন্ত্র নাম যাহা গৌর প্রকটিত। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে প্রকাশিত। প্রথমে, দ্বিতীয়ে জীবে কৃপার আবেশ। কৃষ্ণাকর্ষি জীবপ্রতি কৃপার নির্দ্দেশ॥ তৃতীয়ে চতুর্থে জীবের সম্বন্ধ স্থাপন। পঞ্চমে ষষ্ঠেতে কৃষ্ণে অভিধেয় দান।' সপ্তমে অষ্টমে অযূথে যুগল সেবন। নবমে দশমে উদার-পাণির রমণ॥ একাদশে দ্বাদশে জীবে প্রয়োজন দান। ত্রয়োদশে চতুর্দ্দশে প্রেমামৃতের প্লাবন॥ পঞ্চদশে, ষোড়শেতে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। অনর্পিত মহাপ্রেম ঔদার্য্যে বদান্য॥ রাধা, কৃষ্ণ একত্রিত গৌরহরি নাম। জীবে কৃপা লাগি আবির্ভূত গৌর-ধাম॥

—: ✪ :—

শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন

সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ-লীলায়। আবির্ভূত মায়াপুরে নিত্য নিজালয়॥ মহানসুকৃত জীবে করুণা করিতে। প্রকটিল ভৌমলীলা মহাচমৎকৃতে॥ সাগরসম্ভূত সহস্রযোজন, পরিমিত। বৃন্দাবন, গোলোক, পরব্যোম, দ্বীপশ্বেত॥ নবদ্বীপ, মায়াপুরে জগন্নাথালয়। সর্ব্বপ্রকারেতে সর্ব্বধাম-শ্রেষ্ঠ হয়॥ অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলাসয়। জাহ্নবীর পূর্ব্বতটে মায়াপুর হয়॥ কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণগৌরহরি। নবধা ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা করি॥ নিগম যাঁহারে ব্রহ্মপুর বলি' গায়। পরব্যোম, শ্বেতদ্বীপ, চিদানন্দময়॥

শ্রীধাম নবদ্বীপের স্বরূপঃ— তিলকশোভিতা গঙ্গাজল শুক্লাম্বরা। কাঞ্চন-চম্পকাভাসো রসোল্লাসপরা॥ কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর-রসে সম্মোহিনী। শোভা পায় গৌরাটবী গৌরাঙ্গ-মোহিনী॥ সুরেন্দ্র বৈভবযুতা যথা তরুগণ। মহারসময়ী ভক্তি-বনিতা রঞ্জন॥ বিদ্যুৎকোটী প্রভাময়ী রাধা-আলিঙ্গিত। নবজলধর শ্যাম-ধ্যানে সমাহিত। ইন্দ্রনীলমণি বৃক্ষগণ নানামত। পূরট-স্ফটিক-পদ্মরাগ বিনির্ম্মিত॥ রত্নবেদী—যেখানে ঝঙ্কারে অলিগণ। শুক, পীক, ময়ূরের অপূর্ব্ব দর্শন॥ পদ্ম-পুষ্প-সুশোভিত নানা সরোবর। সেই নবদ্বীপ ধামে প্রকৃতির পর॥ নানা কেলি-নিকুঞ্জ-মণ্ডলে সুশোভিত। নানা সরোবর, বাপী, তড়াগ মণ্ডিত॥ নানা গুল্ম, লতা, দ্রুম-মণ্ডপে বেষ্টিত। নানাজাতি খগমৃগ দ্বারা উল্লসিত॥ গৌর-নারায়ণ-লীলাশক্তি প্রকটিত।

জ্যোতির্ম্ময় ধামে বহু স্থান বিরাজিত ॥ "চিৎ-চক্ষু খুলে যা'র শ্রীগুরু-কৃপায়। ধামের স্বরূপ সেই দেখিবারে পায়॥ উৎকট বাসনা যদি ভক্তহৃদে হয়। ভক্তিযোগে কভু স্বপ্নে, ধ্যানে দেখা পায়॥" "নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান। যথা জন্মিলেন শ্রীগৌরচন্দ্রভগবান্ ॥"

নবদ্বীপের ভক্তিপীঠ ও বিষয়াশ্রয়ঃ— ১। আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র **(অন্তর্দ্বীপ)** মায়াপুর হয়। শ্রীবামন, বলিরাজ, বিষয় আশ্রয় ॥ ২। শ্রবণাখ্য-ভক্তিপীঠ **শ্রীসীমন্ত দ্বীপ**। শুকদেব পরীক্ষিত বিষয়াশ্রয়-স্বরূপ ॥ ৩। কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিপীঠ **শ্রীগোদ্রুম** হয়। শ্রীশুক, শ্রীসূত হন বিষয় আশ্রয় ॥ ৪। স্মরণাখ্য-ভক্তিপীঠ **মধ্যদ্বীপ** হয়। শ্রীনৃসিংহ, প্রহ্লাদ হন বিষয় আশ্রয় ॥ ৫। শ্রীপাদ-সেবন ভক্তিপীঠ **কোলদ্বীপ**। শেষশায়ী, লক্ষ্মীদেবী, বিষয়াশ্রয় রূপ ॥ ৬। অর্চ্চনাখ্য-ভক্তিপীঠ **ঋতুদ্বীপ** হয়। শ্রীবিষ্ণু, পৃথুরাজ, হন বিষয় আশ্রয় ॥ ৭। বন্দনাখ্য-ভক্তিপীঠ **জহ্নুদ্বীপ** হয়। শ্রীবিষ্ণু, অক্রূর, হন বিষয় আশ্রয়। ৮। দাস্যাখ্য-ভক্তির পীঠ **মোদদ্রুম** হয়। রামচন্দ্র, হনুমান, বিষয় আশ্রয় ॥ সখ্য-ভক্তির পীঠ **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** হয়। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সুদামাদি, বিষয়াশ্রয় ॥ বৃন্দাবনে আছে যত বন উপবন। শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থান কে করে গণন ॥ নবদ্বীপে সে সকল আছে স্থানে স্থানে। গৌররূপে কৃষ্ণলীলা প্রকট কারণে ॥ ষোলক্রোশ নবদ্বীপে ষোড়শ-প্রবাহে। মধ্যে গঙ্গা বেড়ি পঞ্চদশ নদী বহে ॥ শ্রীযমুনা, সরস্বতী, বিদ্যাধরী, বয়। তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, ব্রহ্মপুত্র-ত্রয় ॥ সরযূ, নর্ম্মদা, সিন্ধু, গোমতী,

কাবেরী। দীর্ঘ, প্রস্থে, সদা বহে সহ গোদাবরী॥ পরস্পর ছেদি নববিধ করি ছেদ। এক নবদ্বীপে নববিধ করে ভেদ॥ উৎকট বাসনা যদি ভক্ত-হৃদে হয়। সর্ব্বদ্বীপ, সর্ব্বধারা, দর্শন মিলয়॥ কভু স্বপ্নে, কভু ধ্যানে, কভু দৃষ্টি-যোগে। ধামের দর্শন পায় ভক্তির সংযোগে॥ অপ্রাকৃত ধাম—প্রাকৃত পরিমাপ নয়। বিভু অনন্ত হৈয়াও পরিচ্ছিন্ন হয়॥ লীলা-অনুরূপ-ভাবে রূপ প্রকটিয়া। নিত্যকাল অবস্থিত সেবার লাগিয়া॥

অন্তর্দ্বীপের তথ্য ঃ—"দ্বাপরে ঐশ্বর্য্যমদে ব্রহ্মা বিমোহিত। চুরি করে কৃষ্ণ-সখা, বৎস-সহিত॥ বুঝিয়া আপন দোষ, হই' অনুতপ্ত, আকর ব্রহ্মার স্থানে পুছে নিজ হিত॥ মূলব্রহ্মা—'হরিদাস' তাঁরে কৃপা করি। "গৌর অবতার-কথা কহে মায়াপুরি॥ সে লাগি' তথায় যাই' করহ যতন। তাঁর কৃপাবলে হবে সফল জীবন॥" হরিদাসকৃপা-লভি' ব্রহ্মা এথা আসি। আরাধেন আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে বসি॥ প্রসন্ন হই' বর দিল তাহার সাধনে। প্রকট-কালেতে হ'বে বাঞ্ছার পূরণে॥ 'তোমা-দেহে হরিদাস হবে অধিষ্ঠান। তাঁহার সংস্পর্শে হ'বে অভীষ্ট পূরণ॥ অভিমান ভয়ে যাহ ঋচিকের স্থান। তাঁহার কৃপায় হ'বে 'ম্লেচ্ছ-যবন'॥ নিগম শাস্ত্রেতে কর আমার বর্ণনে। সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হবে, নামের ভজনে॥ হরিদাস সম্পর্কেতে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়। স্বীকার করিব আমি মধ্ব মত যা'য়॥ বলিরাজ প্রহ্লাদাদি পূর্ণ মনোরথ। হরিদাস কৃপালাভে হইবে কৃতার্থ॥" এই অন্তরের কথা ব্রহ্মাকে কহিলা। সেই হেতু অন্তর্দ্বীপ নাম খ্যাত হইলা॥ বিনা আত্ম নিবেদন শ্রীধাম-দর্শন। সকল

বিফল হ'বে বৃথায় ভ্রমণ ॥ শরণাগত হই' অন্য ভক্তি সাধিলে। নববিধা ভক্তি বলে প্রেমধন মিলে ॥

মহাযোগপীঠে বসি' যোগমায়া দেবী। আকর্ষি আনিলা যত ভক্ত, গৌর-সেবি ॥ একত্র করিলা সর্ব্ব প্রভু-ভক্তগণে। সবার সেবার লাগি সুষ্ঠু সুবিধানে ॥ সকল ভক্তেরে আনি' যথাযথ-স্থানে। পরিপূর্ণ সেবাযোগ্য অপূর্ব্ব বিধানে ॥ অভিন্ন গোকুল-ধাম নিত্য অধিষ্ঠিত। যোগপীঠে শচীগৃহে কৈলা আবির্ভূত ॥ সর্ব্বভক্ত-সহ মহাপ্রভুর মিলন। অপূর্ব্ব বিধানে সর্ব্ব কৈল সমাধান ॥ নিজ সঙ্গীগণে আনি' কীর্ত্তন করিয়া। সঙ্কীর্ত্তন পিতা প্রভুর প্রকট লাগিয়া ॥ মহামহোৎসব কৈল প্রভু-প্রকটিয়া। গ্রহণের ছলে ভক্তে কীর্ত্তন করিয়া ॥ তবে গৌরহরি, সর্ব্বভক্তে কৃপা করি। শচীর অঙ্গনে আবির্ভূত গৌরহরি ॥ যশোদা, দেবকী, পৃশ্নি, কৌশল্যা, অদিতি। দেবহুতি শচীমার মধ্যে অবস্থিতি ॥ সুতপা, কশ্যপ, দশরথ, নন্দরাজ। বসুদেব, জগন্নাথ মিশ্রেতে বিরাজ ॥ ব্রজের বলাই আর মূল সঙ্কর্ষণ। শ্রীলক্ষণ নিত্যানন্দে হৈল অধিষ্ঠান ॥ বিশ্বরূপে রামচন্দ্র, বলাই (বাসুদেব) সঙ্কর্ষণ। শ্রীচৈতন্যে সর্ব্বস্বাংশ, অবতারীগণ ॥ সর্ব্বঅবতার গৌর-রসাস্বাদেচ্ছুগণে। যোগমায়া একত্রিত করিল বিধানে ॥ গৌরাবির্ভাবেতে সর্ব্ব গৌর-রস-সুধা। সর্ব্বভাবে, সর্ব্বভক্তে, মিলন সর্ব্বথা ॥ মহামহোৎসব হৈল শচীর অঙ্গনে। অসংখ্য ভক্তের মিলন কেহ নাহি জানে ॥ গৌররস লভি' সবে উন্মত্ত হইয়া। মহানন্দে মত্ত হৈল গৌর-রস পিয়া' ॥ মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে। সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে ॥

"ঈশোদ্যান"-নামেতে শ্রীরাধার কানন। মাধ্যাহ্নিক-লীলা করে শ্রীশচীনন্দন ॥ বনস্পতি বৃক্ষলতা নিবিড় দর্শন। নানা পক্ষী গায়' যথা গৌর গুণগান ॥ সরোবর, শ্রীমন্দির, অতি শোভা পায়। হিরণ্য, হিরক, নীল, পীত, মণিভায় ॥ সরস্বতী ঠাকুরের কিছু শিষ্যগণ। মঠ মন্দিরাদি কৈলা প্রচার-কারণ ॥ (১) শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ। শ্রীরূপানুগ-ভজনাশ্রমে করিয়া বিরাজ ॥ শুদ্ধভক্তি গ্রন্থরাজি করি' প্রকাশিত। চিত্র-প্রদর্শনী, শ্রীমূর্ত্তি আসি প্রকটিত ॥ অনুসন্ধান কেন্দ্রাদি করিয়া স্থাপন। করিবারে সর্ব্বপ্রশ্ন সদুত্তর দান ॥ (২) গৌরাঙ্গ গৌড়ীয় মঠ শ্রীসার মহারাজ। (৩) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ শ্রীসান্ত মহারাজ ॥ (৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ শ্রীমধুসূদন। (৫) শ্রীযাযাবর মহারাজের মঠ-স্থাপন ॥ (৬) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমাধব মহারাজ। (৭) নন্দনাচার্য্য ভবন শ্রীগোস্বামী মহারাজ ॥ (৮) ইস্‌কন্ মঠ বেদান্ত স্বামীর স্থাপিত। (৯) মহা যোগপীঠ সর্ব্বোপরি বিরাজিত ॥ (১০) শ্রীবাস-অঙ্গন আর (১১) শ্রীঅদ্বৈত-ভবন। (১২) গদাধর-অঙ্গনাদি করুন দর্শন ॥ (১৩) শ্রীচৈতন্য মঠ প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত। চৈতন্যের বাণী যথা হ'তে প্রকাশিত ॥ রূপানুগ মহাপ্রেমরত্ন প্রকাশিতে। সর্ব্ববিধ সর্ব্বচেষ্টা গৌরাঙ্গ-ভজিতে ॥ অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব চৈতন্যের দান। শুদ্ধভক্তি প্রচারিতে অপূর্ব্ব বিধান ॥ "চিত্রপ্রদর্শনী-প্রদর্শকাদি গ্রন্থেতে। প্রকাশিত আছে তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবেতে ॥" ঘাটত্রয়, গঙ্গানগর, শ্রীধর-অঙ্গন। মুরারি গুপ্তের পাট পৃথুকুণ্ড-স্থান ॥ কাজীর সমাধি আর

মারামারি স্থান। পৃথুকুণ্ড, 'বল্লালসেনের ঢিপি' নাম॥ রাধাকুণ্ড-তট কুঞ্জাবলী ঈশোদ্যান। যোগপীঠ অভিন্ন গোকুল মহাবন॥ বৃন্দাবন-রাসস্থলী—শ্রীবাস-অঙ্গন। শ্রীব্রজপত্তন অভিন্ন শ্রীগোবর্দ্ধন॥ শ্রীচৈতন্যমঠ রাধাকুণ্ডাভিন্ন-স্থান। কাজীবাড়ী—মথুরা, নিকটে মধুবন॥ তন্নিকটে—তালবন, মারামারি স্থান। পাড়ডাঙ্গা— সটিকার স্বরূপ বর্ণন॥ জয়দেব-ভিটা, আর যষ্টি-তীর্থ স্থান। বল্লালদীঘি— পৃথুকুণ্ড করুন দর্শন॥

(২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্য ভক্তিপীঠ ঃ— শিবমুখে গৌর-গুণ পার্ব্বতী শুনিয়া। গৌর-পাদপদ্ম ভজে একান্ত হইয়া॥ গৌরাঙ্গ-দর্শন পাই' তাঁর পদধূলি। সতীত্ব গৌরবে সিমন্তেতে নিল তুলি'॥ আবরণী-বিক্ষেপিণী-বৃত্তি আবরিয়া। ভকত সেবায় নিজ শক্তি নিয়োগিয়া॥ শ্রবণাখ্য ভক্তিরীতি যতেক সম্ভার। সুষ্ঠু সন্নিবেশ করি' ভকত সেবার। শুকদেব, পরীক্ষিত-আদি ভক্তগণে। সেবা-লাগি আকর্ষিয়া সেবেন যতনে॥ শিবমুখাগত, নিজকর্ণে প্রবেশিত। বাসুদেব-কথা— যাহা আগমে বর্ণিত॥ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শচীমার পিতা। জ্যোতিষে সেবেন গৌরগুণ-তত্ত্বকথা॥ তপস্বী ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধির কারণ। একপক্ষ বিল্বদলে কৈলা শিবার্চ্চন। গৌর-বাল্যসখ্য বর লভিয়া শিবের। সখ্যরসে সেবে হৈয়া গৌর-পরিকর॥ রক্তবাহু দৌরাত্ম্যেতে নীলাচলপতি। এথায় আসিলা সহ দয়িতা-সংহতি॥ গৌরহরি-লীলারস আস্বাদ করিতে। শবরডাঙ্গাতে বলদেবাদি সহিতে॥

(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ বা গাদিগাছা। কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিপীঠ ঃ—সুরভীর 'গো' আর কল্পতরুর 'দ্রুম'। কীর্ত্তনাখ্য-

ভক্তিপীঠ নাম—'শ্রীগোদ্রুম'॥ স্থূল-সূক্ষ্ম-চেতনের পালনের শক্তি। কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি॥ সর্ব্বশক্তি সঞ্চারের অক্ষয় সরোবর। নিত্যানন্দ মহাজন মহাশক্তিধর॥ দৃঢ় শ্রদ্ধাবানজনে দিতে প্রেমধন। পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥ ভক্তিরত্নাকর হ'তে মহারত্ন ধন। লৌল্য-মূল্যে বিকাইতে করিলা রক্ষণ॥ বেদ-কল্পতরু-পক্ক ফল হেথা আনি'। আপামরে বিলায়েন নিত্যানন্দ ধনী॥ সত্যযুগে সুবর্ণ সেন নামেতে নৃপতি। নারদ কৃপায় দেখে গৌরাঙ্গ-মূরতি॥ শ্রীগৌর-লীলাতে তিনি বুদ্ধিমন্ত খান। প্রভুর বিবাহে কৈল বিবিধ সেবন॥ স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে রাধাকুণ্ড সেবা। ভকতি-বিনোদ প্রভু দেখে কুঞ্জ শোভা॥ শ্রীরাধা-কৃষ্ণেতে দেখে শ্রীগৌর-গদাধর। রূপানুগভজনের ভজন-চতুর॥ দেবরাজ ইন্দ্র আর শ্রীমার্কণ্ড ঋষি। সুরভী-কৃপায় হেথা ভজে গৌর-শশি॥ হরিহর ক্ষেত্র—হেথা 'মহাবারাণসী'। শম্ভু গৌরী গৌর-গুণ গা'ন হেথা বসি॥ শ্রীনৃসিংহদেব হেথা গৌরভক্তগণে। বিঘ্ন বিনাশিয়া সদা পালেন যতনে॥ কীর্ত্তন, স্মরণ ভক্তি-পীঠস্থানে বসি'। রক্ষণ, পালন করি' সেবে গৌরশশি॥

(৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ বা মাজদিয়া। স্মরণাখ্য ভক্তিপীঠ ঃ— ব্রহ্মাদেশে সপ্তঋষি গৌরাঙ্গ ভজিল। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তেজ গৌরাঙ্গে দেখিল॥ বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত উপল গৃহেতে। গণেশাদি দেব গৌরে পূজে নিজ হিতে॥ নৃসিংহ-কৃপায় বিঘ্ননাশি' দেবগণ। ভোগবুদ্ধি ছাড়ি' করে গৌরাঙ্গ ভজন॥ গোমতীর তীরে সদা নৈমিষ কাননে। শৌনকাদি ঋষি গৌর-

ভাগবত শুনে॥ বৃষ ছাড়ি' শিব ত্বরা হংসের বাহনে। ঋষিগণ সঙ্গে গৌর-ভাগবত শুনে॥ **ব্রাহ্মণ-পুষ্কর**—দিবদাস বিপ্র হেথা সর্ব্বতীর্থ-সনে। পুষ্করতীর্থেরে দেখে বহু আর্ত্তি মনে॥ **হাটভাঙ্গা**—কুরুক্ষেত্র স্থান, হেথা সর্ব্ব দেবগণ। উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে করে গৌরগুণ গান॥

(৫) শ্রীকোলদ্বীপ— অপরাধ ভঞ্জনের পাট (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) পাদসেবন ভক্তিপীঠ ঃ— সরস্বতী, মন্দাকিনী, যমুনা সহিত। মানসগঙ্গা, ভোগবতী পঞ্চ মিলিত॥ মহা প্রয়াগেতে ব্রহ্মা সহ ঋষিগণ। কোটি কোটি মহাযজ্ঞ কৈলা অনুষ্ঠান। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, বসতি বা স্নানে। মৃত্যুভয় ছাড়ি যায় গোলোক-বৃন্দাবনে॥ সত্যযুগে বাসুদেব নামেতে ব্রাহ্মণ। বরাহ-রূপ দেখে গৌরে পর্ব্বত প্রমাণ॥ যে মূর্ত্তি ব্রহ্মার যজ্ঞে আবির্ভূত হৈল। দ্রংষ্ট্রাগ্রে হিরণ্যাক্ষ বধ যে বরাহ কৈল॥ **পাদসেবন**—**শ্রী**মূর্ত্তি দর্শন-স্পর্শন-অনুব্রজন। পরিক্রমা, তীর্থস্নান, ভক্তের সেবন॥ লক্ষ্মীদেবী—শেষশায়ী চরণ সেবিল। তাঁর কৃপাবলে গোষ্ঠবিহারী পাইল॥ **অপরাধভঞ্জন**—গোপাল-চাপাল দেবানন্দাদি অপরাধী। উদ্ধারিল গৌরহরি অপরাধ শোধি॥ বিদ্যানগর হতে গোপনে গৌরশশি। মাধব দাসের গৃহে রহিলেন আসি॥ যত অপরাধী ছিল, সবা উদ্ধারিল। 'অপরাধভঞ্জন-পাঠ' তাই নাম হৈল॥ **মহারাসস্থলী**—গঙ্গার পুলিনে—রাস-পঞ্চের কীর্ত্তনে। মহারাসস্থলী হেথা, যথা বৃন্দাবনে॥ **ধীরসমীর**—যমুনার তীরে যথা ধীরসমীর॥ সর্ব্বতীর্থ বিরাজিত নবদ্বীপ পুর॥ **ভজনকুটীর** হৈল জগন্নাথ

দাস। গৌর আবির্ভাব স্থান করিলা নির্দ্দেশ॥ গৌড়ীয় মঠের তিন সন্ন্যাসী হেথায়। শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাদি কৈল মঠত্রয়॥

(৬) শ্রীঋতুদ্বীপ বা রাতুপুর—অর্চ্চনাখ্য-ভক্তি-পীঠ :— বসন্তাদি ছয়ঋতু, ঋতুদ্বীপে বসি। স্বপ্রভাবে নিত্য হেথা সেবে গৌরশশি। পৃথুমহারাজ পঞ্চরাত্রের বিধানে। অর্চ্চেন নিষ্ঠায় বৈধভক্তির সাধনে॥ ভাগবতমার্গে শুদ্ধরাগের সেবনে। নিষ্ঠাময়ী অর্চ্চনের কৈল প্রবর্ত্তনে। অর্চ্চনে সুষ্ঠুতাপূর্ণ করি জয়দেব। শ্রীরাধাগোবিন্দ-ভাব-সেবার প্রভাব॥ **সমুদ্রগড়—** "সমুদ্র, গঙ্গার বাঞ্ছা করিতে পূরণ। সমুদ্রগড়েতে গৌর দিলেন দর্শন॥ "শ্রীসমুদ্র সেন রাজা ভীমে পরাজিল। কৃষ্ণেতে গৌরাঙ্গ দেখি' কৃতার্থ হইল॥" **চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটী :—** চাঁপাফুলে রাধা কৃষ্ণে করিয়া পূজন। রাধা-কৃষ্ণে পাইল বিপ্র গৌর দরশন॥ খদির-বনের কামলেখা সখি এবে। দ্বিজবাণী-নাথ গৌর-গদাধর সেবে॥ চম্পকলতিকা সখী চাঁপাফুল দিয়া। রাধা-কৃষ্ণে সেবে নিত্য এথায় রহিয়া॥ মানস-গঙ্গার তীরে গোচারণ স্থল। সখাসব কৃষ্ণ গায়' করি নানা ছল॥

(৭) জহ্নুদ্বীপ বা জান্নগর। বন্দনাখ্য ভক্তি-পীঠ :— অভিন্ন ভদ্রবন—জহ্নুমুনি-তপঃস্থান। ভগীরথ গঙ্গা আনি করিল প্লাবন॥ ভগীরথ দুঃখী, গঙ্গা পান কৈলে মুনি। জানু হ'তে গঙ্গা দিলা তার স্তব শুনি॥ ভীষ্মদেব মাতামহ স্থানেতে রহিলা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত-তত্ত্ব মাহাত্ম্য শুনিল॥ শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভীষ্ম যে রসে সেবিল॥ গৌর-কৃপায় রসের উৎকর্ষ লভিল॥ ভীষ্ম হেথা নিত্য থাকি' গৌর গুণ গায়। সেই হেতু ভীষ্মটীলা নাম সবে কয়॥

শ্রীবিদ্যানগর :— সারদাপীঠ, সর্ব্ববিদ্যাপীঠ এ স্থান। অবিদ্যাজয়ে বিদ্যালাভ করে ঋষিগণ ॥ নির্বিশেষ-বাদ দোষে ভক্তিবাধা হয়। নামসঙ্কীর্ত্তনে শুদ্ধ হলে' ভক্তি পায় ॥ বৃহস্পতি দেবগুরু গৌরকৃপা লোভে। সার্ব্বভৌম দেবসভা ছাড়ি' (এথা) জন্ম লভে ॥ মহাপ্রভু বাচস্পতি গৃহেতে রহিয়া। অসংখ্য জীবেরে কৃপা কৈল প্রেম দিয়া ॥

(৮) শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ বা মামগাছি। দাস্য ভক্তিপীঠ :— অভিন্ন ভাণ্ডীর বন মোদবৃদ্ধি স্থান। বনবাসে রামচন্দ্র বড় প্রীত হন ॥ দাস্যভক্তি মিলে হনুমানের কৃপায়। মুরারি গুপ্তের কৃপায় গৌরদাস্য পায় ॥ শ্রীনারায়ণীদেবীর পুত্র বৃন্দাবন দাস। শ্রীচৈতন্যভাগবত যে কৈল প্রকাশ ॥ গুরুপীঠ, ব্যাসপীঠ, নৈমিষ গৌড়েতে। গৌর-নিত্যানন্দ মূর্ত্তি আছে প্রতিষ্ঠিতে ॥ শ্রীমদন-গোপাল বাসুদেব প্রতিষ্ঠিত। ব্রজের গোপাল গায়ক মধুব্রত ॥ জীব-পাপ লই চায় নরকভুঞ্জিতে। এমন বান্ধব কেবা আছে এ জগতে ॥ 'শ্রীরাধা-গোবিন্দ'—শার্ঙ্গ'মুরারি প্রতিষ্ঠিত। শিষ্য কৈলা যিনি, মৃতে করিয়া জীবিত ॥ বৈকুণ্ঠ-দ্বারকানাথে নারদ দেখিল। রামভক্ত বিপ্রে গৌর চতুর্ভুজ দেখাইল। পঞ্চপাণ্ডব বনবাসে এথা থাকি'। 'কৃষ্ণ-বলরামে'—'গৌর নিত্যানন্দ' দেখি ॥ রামচন্দ্রপুর বা দেয়ানগঞ্জ নাম। রামভক্ত মিশ্র—গৌরচন্দ্রে দেখে বাম ॥

(৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ—সখ্য-ভক্তিপীঠ (রুদ্রপাড়া) :— একদশ-ব্যূহ রুদ্র—অষ্টমূর্ত্তি সহিত। বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় আচার্য্য বিদিত ॥ শ্রীধরস্বামীর রূপে টীকা বিরচিত। রুদ্র-দ্বীপে ভজি কৈলা

জগতের হিত ॥ রুদ্রদেব-নৃত্য, গীতে—গৌর তুষ্ট হৈলা। আবির্ভাব শুভবার্ত্তা তাহারে কহিলা ॥ সখ্য-পীঠে অর্জ্জুনাদি গৌরব-সখাগণ। বিশ্রম্ভ-সখ্যেতে ব্রজসখার সেবন ॥ ভারুইডাঙ্গাতে ভরদ্বাজ বিরচিত। যে সূত্র শুনিয়া গৌর হইল হর্ষিত ॥ নবদ্বীপ পরিক্রমা সুরীতে করিলে। পঞ্চাঙ্গ-ভক্তির মহাশক্তি ফল ফলে ॥ বৈকুণ্ঠস্থ নবদ্বীপ শ্বেতদ্বীপে স্থিতি। গৃহী—স্বর্গে, ব্রহ্মচারী জন, মহ—গতি। বাণপ্রস্থী—তপো, সন্ন্যাসীর—সত্য প্রাপ্তি ॥

চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ডের পর অষ্ট আবরণ। ধরণী, বারি, তেজ, বায়ু, আকাশাদি স্থান ॥ অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, স্বরূপ, প্রকৃতি। বিল, ভৌম, দিব্যস্বর্গ উপরেতে স্থিতি ॥ তদুপরি বিরজা ব্রহ্মলোক অবস্থিত। তদুপরি শ্রীবৈকুণ্ঠে—নারায়ণ সেবিত ॥ তদুপরি অযোধ্যা—শ্রীরামচন্দ্র স্থান। তদুপরি দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র কৃষ্ণ-ধাম ॥ তদুপরি মথুরা—পূর্ণতর কৃষ্ণধাম। গোকুল, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, পূর্ণতম ॥ সর্ব্বোপরি রাধাকুণ্ড প্রকোষ্ঠের স্থিতি। গৌর, কৃষ্ণ ধামদ্বয় যথা অবস্থিতি ॥ পঞ্চতত্ত্ব, গদাধর সহ গৌরহরি। বিরাজিত প্রকোষ্ঠদ্বয়েতে শ্রীহরি ॥ সেই গৌরধাম এথা নিত্য বিরাজিত। প্রকটাবতার কালে তাহা হৈল প্রকাশিত ॥ নিত্যকাল লীলা হেথা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥ বৈকুণ্ঠস্থ শ্বেতদ্বীপ নবদ্বীপ স্থিতি। প্রভুপাদ প্রকটিল ভজন সুরীতি ॥

গৌর জন্মস্থান বিভ্রাটঃ—নিত্য সত্য ব্যাপারেতে মতদ্বৈত নয়। মৎসরতা, অপস্বার্থ, হিংসাহেতু তা হয় ॥ দোষ চতুষ্টয় শূন্য মহাজন বাণী। সত্য নির্দ্ধারণে মাত্র এই সত্য মানি ॥

শাস্ত্রমধ্যে নিত্যসিদ্ধভাবে প্রকাশিত। ধামের স্বরূপ-তত্ত্ব করিলা বিদিত॥ জগন্নাথদাস, গৌরকিশোর, ভক্তগণ। শ্রীধাম-প্রকটকারী সিদ্ধ মহাজন॥ মায়াপুরে যোগপীঠ, শ্রীবাসঅঙ্গন। অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞগণ কৈল নির্দ্ধারণ॥ কাজীর বাড়ী অদ্যাপি আছে বর্ত্তমান। যথা কাজী-উদ্ধারিলা শ্রীশচীনন্দন॥ কাজীর সমাধি-পরি শ্রীহস্ত-রোপিত। গোলোক-চম্পক বৃক্ষ আছে বিরাজিত॥ কাজীর উদ্ধার-দিনে শ্রীশচীনন্দন। সঙ্কীর্ত্তন সহ যা'ন কাজীর ভবন॥ নদী-পার কথা কোথা না আছে বর্ণনে। এতলোক সঙ্ঘট্টসহ গেলেন কেমনে? গৌর জন্ম-কালে সরকারী মানচিত্র। তার মধ্যে নদী, স্থান, আছয়ে চিহ্নিত॥ গঙ্গাপার হইবার আবশ্যক তাহায়। কোন মতে নাহি হয় যাইতে তথায়॥ 'প্রাচীন মায়াপুর' বলি' অজ্ঞে যেথা কয়। বাবলাড়ি-দেওয়ানগঞ্জ তার নাম হয়॥ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেওয়ানের নামে। রামচন্দ্র-মন্দির তিনি করেন সেখানে॥ রামচন্দ্রপুর বলি সর্ব্বপরিচিত। কাক্ড়ার মাঠ বলি তাহা সুবিদিত॥ রামচন্দ্র-মন্দির তথা ছিল বিদ্যমান। রামচন্দ্র ধাম মধ্যে তাহার গণন॥ নিমাইর জন্মস্থান যদি তথা হ'ত। গৌরপুর নাম তার অবশ্য হইত॥ কাজীবাড়ী যাইতে হইলে তথা হ'তে। গঙ্গাপার বিনা তথা না পারে যাইতে॥ সন্ন্যাস-গমনে প্রভু নির্দ্দয় হইয়া। গঙ্গাপার হ'লেন নিদয়া ঘাট দিয়া॥ সে-হেতু নিদয়া-ঘাট প্রসিদ্ধি তথায়। ওপারে জনম হলে পার-কথা নয়॥ মায়াপুরে জন্মস্থানে মন্দির নির্ম্মিতে। জগন্নাথ সেবিত-মূর্ত্তি উঠে ভিত্তি হ'তে॥ এথা জন্ম না হইলে সে মূর্ত্তি কেমনে। ভিত্তি হ'তে উঠিলেন

বিচারহ মনে ॥ অনেক প্রমাণ-বাক্য আছয়ে তাহার। সকল সংশয় যা'বে, পা'বে চমৎকার ॥ মহতের বিরোধ ছাড়ি চরণে শরণ। ক্ষমা চাহি নিজ হিত করহ সন্ধান ॥

ধাম অপরাধ ঃ—(১) ধাম-প্রদর্শক গুরুর অবজ্ঞা করিলে। ধামবাসী, ভ্রমণকারী হিংসা আচরিলে ॥ (২) শ্রীধামে অনিত্য বোধ করে যেই জন। (৩) ধামেতে বসিয়া বিষয়-কার্য্যানুষ্ঠান ॥ (৪) ধাম সেবাচ্ছলে নাম-মন্ত্রের প্রদান। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-লাগি' অর্থ উপার্জ্জন ॥ (৫) পরিমাপ-যোগ্য, দেবতীর্থ, দেশ সম। জড়জ্ঞান যে করয়ে অপ্রাকৃত ধাম ॥ (৬) অর্থ-উপার্জ্জন-লাগি' বিগ্রহ-পূজন। ধাম-অপরাধ কভু না করে সজ্জন ॥ (৭) ধাম-সেবা-ছলে বিষয় সংগ্রহ করিলে। কীর্ত্তন, ভাগবৎপাঠে অর্থ-উপার্জ্জিলে ॥ তীর্থযাত্রা করে যেবা লয়ে যাত্রীগণ। ভোগ-চরিতার্থ বা পরিবার পোষণ ॥ (৮) নবদ্বীপে, বৃন্দাবনে করে ভেদ জ্ঞান। (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-শাস্ত্র-নিন্দাদি শ্রবণ ॥ (১০) ধাম-মাহাত্ম্যে সন্দেহ-মূলে অর্থবাদ। অথবা কল্পনা করে, দশম অপরাধ ॥ দশ ধাম অপরাধ না জানে যে জন। দর্শন, পরিক্রমা, বাস, করেন সেবন ॥ অপরাধ-ফলে ধাম কৃপা না করিবে। পাপ আর অপরাধে নরক লভিবে ॥ শ্রীধাম নবদ্বীপের চিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শক-গ্রন্থে আছে সিদ্ধান্তের খনি ॥ **তীর্থের-দর্শন-বিধি** নবম পৃষ্ঠায়। প্রকাশিত হইয়াছে ঠাকুর-ভাষায় ॥ সাধুসঙ্গ, হরিকথা, বিগ্রহ-দর্শন। দীনভাবে করিবেক বৈষ্ণব সেবন ॥

"রিক্তপাণিন'সেবত রাজানাং দেবতাং গুরুন্। স্বেচ্ছয়া

চ প্রদাতব্যং দ্রব্যং কিঞ্চিৎ বিশেষতঃ ॥" গরুড়সংহিতা বাক্য পালিবে সর্ব্বত্র। বিগ্রহদর্শনে দিবে প্রণামী সাধ্যমত ॥ কিন্তু ভেটপ্রথা যথা, তথা না যাইবে। পূজ্য কথা দূরে থাক অপরাধ হবে ॥

গ্রন্থ সমাচার

বহু মহাজন-গ্রন্থ গৌর-সিদ্ধান্তিত। বিশ্ব-হিতে এই স্থানে আছে প্রকাশিত। ভজন-সন্দর্ভ নামে গ্রন্থ মহাশূর। মহাজন-সুসিদ্ধান্ত আছয়ে প্রচুর ॥

১। প্রথম বেষ্ঠেতে প্রমাণ তত্ত্ব বিচারিত। দর্শন, বিজ্ঞান, ঐতিহ্য, ভৌগোল, সাহিত্য ॥ সর্ব্ব-মহাজন গ্রন্থ তুলনা-মূলেতে। সর্ব্ব-দর্শন সমন্বয় প্রকাশ সিদ্ধান্তে ॥ ২। দ্বিতীয় বেষ্ঠেতে—সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার। সর্ব্ব-মহাজন শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের সার। ৩। তৃতীয় বেষ্ঠেতে—নাম, ধাম, পরিকর। সম্বন্ধ-জ্ঞানেতে আছে তত্ত্বের বিচার ॥ ৪, ৫। চতুর্থ, পঞ্চম বেষ্ঠে—অভিধেয় সার। সর্ব্ব-মহাজন-কৃত ভক্তির বিচার ॥ ৬। ষষ্ঠ বেষ্ঠে—প্রয়োজন তত্ত্বের সন্ধান। প্রয়োজন শিরোমণি প্রেম-রত্ন জ্ঞান ॥ ৭। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ। অপূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত, সমাধান সুসম্পদ ॥ গভীর-সিদ্ধান্ত আর চরিত্র অমৃত। মহারত্ন-রূপে ইথে আছে প্রকাশিত। ৮, ৯, ১০। (শ্রীশ্রী) গৌরহরির অত্যদ্ভুত-চমৎকারী। ভৌম লীলামৃত গ্রন্থে—অমৃত-মাধুরী ॥ নাম, রূপ, লীলা, গুণ, ধাম, পরিকর। সুগূঢ় রহস্য, তত্ত্ব, প্রকার, বিচার ॥ অতি গূঢ় রহস্যাদি অতি সঙ্গোপিত। খণ্ডত্রয়ে সেইসব আছে

প্রকাশিত ॥ ১১। 'স্ফোটবাদ' নাম গ্রন্থ অপূর্ব্ব রতন।
শ্রীনাম-ভজনকারীগণ-প্রাণধন॥ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলা-পরিকর।
সঙ্গীতাদি শব্দ-ব্রহ্মের যতেক প্রকার॥ মহাজন সুসিদ্ধান্ত করিয়া
বিকাশ। অপূর্ব্ব রত্নের কথা জগতে প্রকাশ ॥ ১২। 'শ্রীঅদ্বৈত
আচার্য্যের সুচরিত সুধা'। গৌরআনা ঠাকুরের অপূর্ব্ব বারতা।
অদ্ভুত চরিত উপদেশ-সমন্বিত। এই গ্রন্থরাজ মধ্যে আছে
প্রকাশিত॥ ১৩। 'ব্রজধাম-পরিক্রমা, ভজন-রহস্য'। ব্রজের
যতেক স্থান লীলার জিজ্ঞাস্য ॥ কৃষ্ণের যতেক গূঢ় লীলার বিচার।
প্রকাশিত আছে সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সার ॥ ১৪। 'মায়াবাদ শোধন'-
গ্রন্থ সিদ্ধান্তের সার। ভক্তিপথে আনিবারে মহাশক্তিধর ॥ ১৫।
'অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ' নামে গ্রন্থ। অসিদ্ধান্ত শোধি' স্থাপে
ভক্তির সিদ্ধান্ত ॥ ১৬। 'শিক্ষামৃত নির্যাস' নামে যে গ্রন্থরত্ন।
সাধকের প্রাণধন অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত ॥ শ্রীভক্তিবিনোদ, রূপ, রঘুনাথ-
দাস। তিন গোস্বামীর সার সিদ্ধান্ত প্রকাশ ॥ ১৭। 'গীতার
তাৎপর্য্য' গ্রন্থে সার উপদেশ। রূপানুগ-সিদ্ধান্তেতে হয়েছে
প্রকাশ ॥ ১৮। 'গৌর-শক্তি গদাধর' নামক গ্রন্থেতে। অতিগূঢ়
রহস্য প্রকাশ সিদ্ধান্তে ॥ ১৯। 'শিবতত্ত্ব' গ্রন্থ মধ্যে শিবের
মাহাত্ম্য। শিবের প্রকাশ ভেদ, 'লিঙ্গ-যোনি-তত্ত্ব' ॥ ২০।
'তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহের দর্শন পদ্ধতি'। দর্শনের বিধানাদি ইহাতে
সঙ্গতি ॥ ২১। 'শ্রীধাম নবদ্বীপের চিত্রপ্রদর্শনী।' গৌরাঙ্গের
ধাম, লীলা, কৃপা নিদর্শনী ॥ ২২। 'অচিকিৎস্য অপসম্প্রদায়ের
স্বরূপ'। ব্যতিরেক ভাবে ভক্তি-সাধন অপরূপ ॥ ২৩। 'কপট
কদন' গ্রন্থ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত। অসিদ্ধান্ত নাশিবারে বান্ধব একান্ত ॥

২৪। 'শ্রীভক্তি সন্দর্ভ' গ্রন্থ শ্রীজীব গোস্বামী রচিত। যাঁর কৃপা বিনা ভক্তি নহে কদাচিত॥ ২৫। 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব তারতম্যের বিচার'। বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য-তত্ত্ব যাহাতে প্রচার॥ 'শ্রীতত্ত্ব সূত্র' ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত। গূঢ় ভক্তি সিদ্ধান্ত সুধা রস প্রকাশিত॥ আরও বহু সিদ্ধান্তগ্রন্থ হবে প্রকাশিত। জগতের হিত লাগি মহাজন কৃত॥ ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত॥

চিত্র প্রদর্শনীর জ্ঞাতব্য বিষয় (সূচীপত্র)

১। অবরোহবাদ, আরোহবাদ, আরোহবাদের আচার্য্য ও অনুগগণ, শুদ্ধ বৈধভক্তি প্রবর্ত্তক সাত্বত সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের আচার্য্যগণ, ১—২ পৃঃ। প্রেম প্রচারক আচার্য্যগণ, শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব, ২—৪। শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব, ৩—৪। **নবদ্বীপ বিলাস**—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ৬—৭। শ্রীরাধা ও শ্রীগদাধর, শ্রীবাস পণ্ডিত, ৭—৮। ঠাকুর, শ্রীহরিদাস,—৯। আবির্ভাব সূচনা, ৯—১১। কোষ্ঠীগণনা, বাল্যলীলা, তৈর্থিক বিপ্রে কৃপা, মৃত্তিকা ভক্ষণ, ১১—১২। চৌরমোহন, স্বপ্নে কৃপা, চৌরলীলা, বর্জ্জ্য-হাঁড়ীতে উপবেশন, লোষ্ট্র নিক্ষেপ,—১৩। উপবাসে কৃত্য, শ্রীবিশ্বরূপ, বালচাপল্য, উপনয়ন,—১৪-১৫। বিদ্যা বিলাস, শৈবে কৃপা, কুক্কুর শাবক উদ্ধার, মিশ্রের অন্তর্ধান,—১৬। গঙ্গা পূজা, সেবা-গ্রহণ ও কৃপা,—১৭। পরাবিদ্যা অধ্যাপক লীলা, দিগ্বিজয়ী পরাজয়-লীলা,—১৮। বিবাহ লীলা,—১৯। বিশ্বম্ভরের গার্হস্থ্য লীলা,—২০। পূর্ব্ববঙ্গে,—২১। বিষ্ণুপ্রিয়া পরিণয়,—২২-২৫। শ্রীব্যাস-পূজা,—২৬। অদ্বৈতে আনয়ন, বিদ্যানিধি-মিলন,—২৭।

শ্রীবাসের নিত্যানন্দ নিষ্ঠা, সাত প্রহরিয়া-ভাব,—২৮। হরিদাসের
বর দান,—২৯। গীতার পাঠ শোধন, শ্রীমুকুন্দকে বরদান,—৩০-৩১।
পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশ, কৌপীন প্রদান, জগাই, মাধাই উদ্ধার,—৩১-
৩২। দৃশ্যকাব্য, শ্রীবাস-শাশুড়ীকে বর্জ্জন, অদ্বৈতে গুপ্ত কৃপা,—
৩৩-৩৪। মদ্যপ উদ্ধার, বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন, দেবানন্দ পণ্ডিতের
শিক্ষা,—৩৪-৩৫। পয়ঃপান-ব্রতীকে কৃপা, মহাসঙ্কীর্ত্তন,—৩৫।
কাজী উদ্ধার, শ্রীধরে কৃপা, বিশ্বরূপ প্রদর্শন,—৩৬-৩৭। শোকশাতন,
শুক্লাম্বরের ভিক্ষা গ্রহণ, বিজয়কে কৃপা,—৩৮। সন্ন্যাস,—৩৯।
ভ্রমণ বিলাস—শ্রীক্ষেত্র পথে,—৪০-৪১। রেমুণায় গোপীনাথ,
যাজপুরে, কটকে, ভুবনেশ্বরে,—৪২। শ্রীক্ষেত্রে, দক্ষিণ-ভ্রমণ,
আলালনাথে, জিয়ড় নৃসিংহে, রামানন্দ মিলনোৎসব,—৪২-৪৪।
তত্ত্ববাদী, গৌতমী গঙ্গা,—৪৫। দক্ষিণ দেশ উদ্ধার, বৌদ্ধাচার্য্যে
কৃপা,—৪৬-৪৭। গীতা পাঠ, ভট্টে কৃপা,—৪৮। ভট্টথারি,—৪৯।
ব্রহ্ম সংহিতা আনয়ন, তত্ত্ববাদী শোধন,—৫০-৫১। কৃষ্ণকর্ণামৃত,—
৫১। শ্রীক্ষেত্রে, কাশীমিশ্রকে কৃপা, স্বরূপদামোদর মিলন,
গোবিন্দের সেবা গ্রহণ,—৫১-৫২। গৌড়দেশ উদ্ধার, বৈষ্ণব-
অপরাধ খণ্ডন,—৫৩। রামকেলি, মুরারি গুপ্ত, বৈষ্ণবাপরাধ,—
৫৪। মাধবেন্দ্রপুরী-তিথি পালন, বৃন্দাবন যাত্রা,—৫৫। কাশীর
বিবরণ, প্রয়াগ-প্রসঙ্গ, মথুরা-প্রসঙ্গ, দ্বাদশ-বন,—৫৩-৫৭।
উপবন, পর্ব্বত, সরোবর চরণ-চিহ্ন, বলদেব মূর্ত্তি, ঝুলন স্থান,
দানলীলা স্থান, ক্ষেত্রপাল শিব, প্রেমোন্মাদ, ভট্টের সেবা,—৫৯-
৬০। প্রয়াগ প্রসঙ্গ,—৬১-৬২। সনাতন শিক্ষা, প্রকাশানন্দ
উদ্ধার, সুবুদ্ধি রায়ের বৃত্তান্ত,—৬৩-৬৪। **শ্রীক্ষেত্র বিলাস**—

সার্ব্বভৌম শোধন,—৬৫-৬৬। গুণ্ডিচা মার্জ্জন, গোপালের মূচ্ছ'া, রথযাত্রা,—৬৬-৬৭। ইন্দ্রদ্যুম্নে জলকেলি,—৬৮। হেরা-পঞ্চমী, অদ্বৈতের পূজা, খণ্ডবাসীকে কৃপা, গৃহস্থ, সার্ব্বভৌমের নিমন্ত্রণ, ওড়ন ষষ্ঠী যাত্রা,—৬৯-৭২। শ্রীরূপ মিলন, জীবোদ্ধার প্রকারত্রয়, মায়াবাদ-দোষ গর্হন,—৭৩। ছোট-হরিদাস প্রসঙ্গ, দামোদর পণ্ডিত,—৭৪। শ্রীসনাতন সঙ্গোৎসব,—৭৫। প্রদ্যুম্ন মিশ্র সংবাদ, বঙ্গদেশীয় কবির বর্ণন শোধন,—৭৬। দণ্ড-মহোৎসব,—৭৭-৭৮। বল্লভভট্টের মিলন,—৭৯। রামচন্দ্র পুরীর বিবরণ, গোপীনাথ-পট্টনায়কোদ্ধার, রাঘবের ঝালি, বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব, হরিদাস-নির্য্যাণ,—৮০-৮১। শিবানন্দ সেন, কুক্কুর উদ্ধার—৮২॥ জগদানন্দের প্রভু সেবা, রঘুনাথ ভট্ট, জরতীর আর্ত্তি, কালিদাস প্রসাদ,—৮৩-৮৪। পুরীদাস-মাহাত্ম্য, দ্বার-পালকে কৃপা, কূর্ম্মরূপ ধারণ, সমুদ্রে পতন, নব অবতার কীর্ত্তন, শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব প্রকাশ, অপ্রকট লীলা—৮৫-৮৭। **বিশ্বম্ভরের প্রেমদানের সোপান,**—পরাবিদ্যার প্রদান, গয়াযাত্রা, পুরুষোত্তম যাত্রা,—৮৭-৮৯। দক্ষিণ দেশ উদ্ধার, রামকেলি, ঝারিখণ্ড পথে, অনর্পিত দান, শ্রীরূপানুগের নাম-ভজনোদ্দেশ—৯০-৯৪।

শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন,—শ্রীধামের স্বরূপ, ভক্তিপীঠ ও বিষয়াশ্রয়, (১) শ্রীঅন্তর্দ্বীপের তথ্য,—৯৫-৯৯। (২) শ্রীসীমন্তদ্বীপ, (৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ, (৪) শ্রীমধ্যদ্বীপ, (৫) শ্রীকোলদ্বীপ, (৬) শ্রীঋতুদ্বীপ, (৭) শ্রীজহ্নুদ্বীপ, বিদ্যানগর, (৮) শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ, (৯) শ্রীরুদ্রদ্বীপ, শ্রীগৌর জন্মস্থান বিভ্রাট, ধামাপরাধ, গ্রন্থ সমাচার—১০৮-১১০। সূচীপত্র,—১১০-১১২।
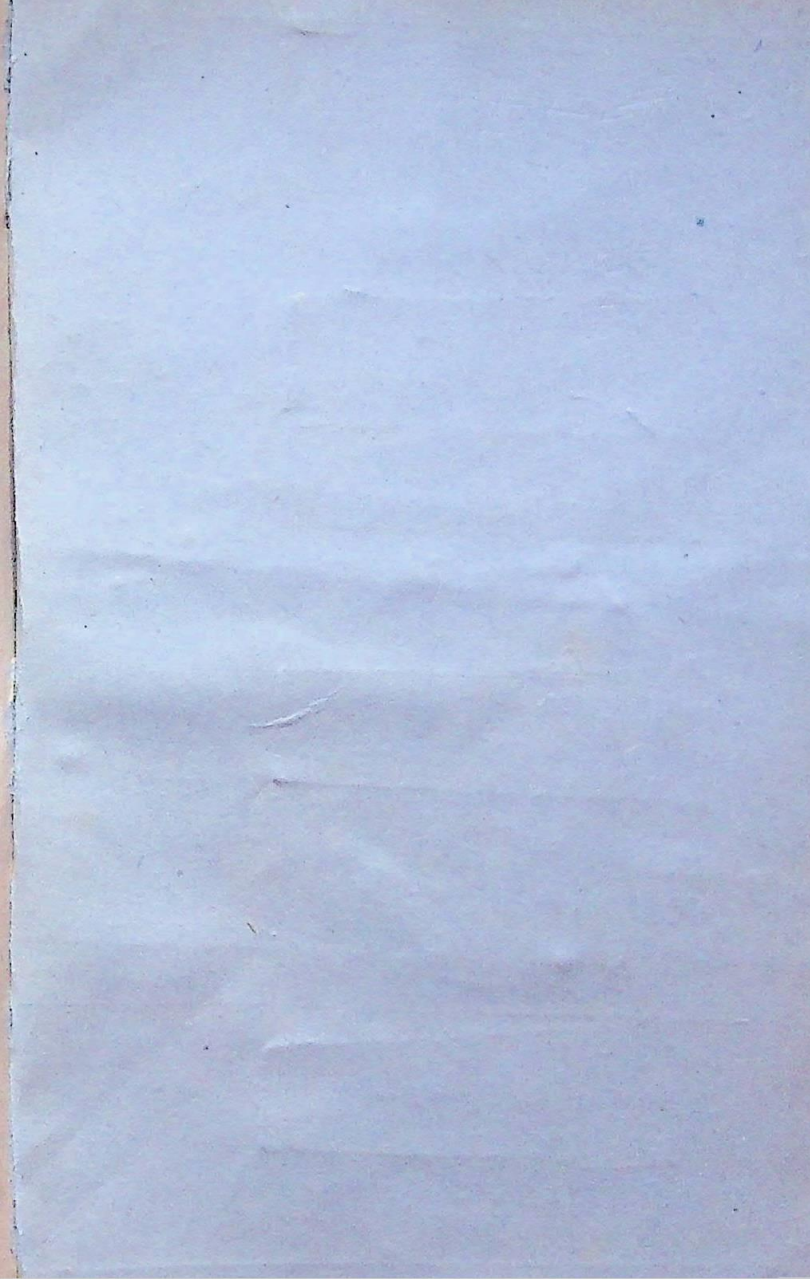
॥ মুদ্রাকর প্রমাদ-শোধন ॥

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	৫	পুজিয়া	পুজেন
৯	১৩	শিখন	শিক্ষণ
১৪	১০	খাবেন	খায়েন
১৮	১৯	বর্ণনেতে	বর্ণনে
১৮	২০	হয়	হইয়া যায়
২৩	১৬	হৈলা তার	হৈলা প্রভু তার
২৮	১১	বসয়িা	বসিয়া
৩৯	৭	বেশ	বেগ
৩৯		অধিকারী	অধিকার
৩৯	১৭	এবে হন	এবে
৫১	৪	বিরল	বিঠ্‌ঠল
৫২	১৯	তাঁদের	তাঁহাদের
৫৮	২২	হৈলা	হইলেন
৭৯	৬	ষড়োদর্শন	ষড়্‌দর্শন
৯৪	১৬	অমুখে	সমুখে

ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস-ভারতী মহারাজ কর্তৃক শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পোঃ—শ্রীমায়াপুর, ঈশোদ্যান, নদীয়া হইতে প্রকাশিত।

শ্রীমতি পান্না ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রিয় প্রেস নবদ্বীপ হইতে মুদ্রিত।